উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৭ কার্তিক ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 24 October 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 154

প্রথমবার নিজের জন্য ভোট চাইছি : প্রিয়াংকা

▸▸ সাতের পাতায়

ঢাকায় রাষ্ট্রপতির ইস্তফা নিয়ে চর্চা

▸▸ সাতের পাতায়

তাহাদের কথা

আন্দোলন নিয়ে বহু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক

কৌশিক দত্ত

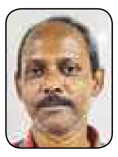

অনশন উঠে গেল, ধর্মঘটও প্রত্যাহার। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে একেবারেই সন্তুষ্ট হননি আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসকরা। শুধুমাত্র নির্যাতিতার বাবা-মা এবং সাধারণ মানুষের অনুরোধে বাধ্য ছেলের মতো তাঁরা অনশন তুলে নিয়েছেন ১৭ দিনের মাথায়। সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মে এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। কেউ বলছেন, অনশন প্রত্যাহারে কোনও ভুল নেই। স্বাস্থ্য প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার যাবতীয় দায় এই কয়েকটা ছেলেমেয়ের নয়। আরেক দলের বক্তব্য, এঁরা লড়লেন নিজেদের নির্দিষ্ট কয়েকটা অ্যাজেন্ডা নিয়ে। এসব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, চিতায় শুয়ে নির্যাতিতা যদি কথা বলতে পারতেন, তিনি হয়তো বলে উঠতেন, আমায় নিয়ে রাজনীতিটা অন্তত বন্ধ হোক।

আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের শিরদাঁড়ার উপর যথেষ্ট ভরসা এবং শ্রদ্ধা থাকলেও কয়েকটা প্রশ্ন এড়ানো যাচ্ছে না। তার আগে দেখে নেওয়া যাক ঠিক কোন ১০টা ইস্যু নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। তালিকায় এক নম্বরে ছিল ন্যায়বিচার। তারপর ক্রমান্বয়ে ছিল স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণ, কেন্দ্রীয় রেফারেল ব্যবস্থা চালু, সরকারি হাসপাতালের ফাঁকা শয্যার সংখ্যা প্রকাশ,

এরপর দশের পাতায়

জানলা দিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছেন রোগীরা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বুধবার। ছবি : সূত্রধর

রোগীদের হয়রানি, বিভ্রান্ত ডাক্তাররা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : কী সমস্যা, বলুন।

জানালার ওপার থেকে রোগীর উদ্দেশে বললেন ডাক্তারবাবু।

এপার থেকে নিজের সমস্যার কথা এক এক করে বলতে শুরু করলেন বছর চল্লিশের মহিলা। ততক্ষণে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা লাইনে হইহট্টগোল শুরু। কেউ দাঁড়িয়ে গল্প করছেন একে অন্যের সঙ্গে, কেউ বা 'একটু তাড়াতাড়ি করুন' বলে চ্যাঁচাচ্ছেন। এত চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে রোগীর সমস্যার কথা ডাক্তারবাবুর কানে কতটা গেল, তা তিনিই জানেন। মিনিট দুয়েকের মধ্যে অবশ্য প্রেসক্রিপশনে কলম ঘষে ওষুধও লিখে ফেললেন।

একঝলকে দেখে মনে হতে পারে, হাসপাতালে ডাক্তার দেখানোর টিকিট কাটার লাইনে বোধহয় দাঁড়িয়েছেন শতাধিক রোগী। কিন্তু ভুল ভাঙল সামনে যেতেই। গেটের ওপর বড় করে লেখা 'ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকিয়াট্রি' অর্থাৎ মনোরোগ বিভাগ। দু'দিক থেকে টানা কোলাপসিবল গেটটার ঠিক পাশেই একখানা জানালা। গোড়ালি

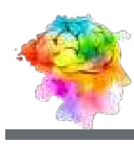

মন বুঝবে কীভাবে

উঁচু করে কোনওমতে জানালার কাছে মুখ বাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন সাবিনা খাতুন। উলটোপাশে বসে ডাক্তারবাবু। রোগীর এক পরিজন প্রশ্ন ছুড়লেন, 'শুনেছি, মনোরোগের চিকিৎসা করতে হলে রোগীর কথা মন দিয়ে শুনতে হয় ডাক্তারকে। কিন্তু এত চ্যাঁচামেচিতে কী শুনবেন উনি?' তাঁর মতো ক্ষোভপ্রকাশ করতে শোনা গেল অনেককেই।

করোনা পরিস্থিতি দূরত্ব বাড়িয়েছিল মানুষের মধ্যে। সেই তখন থেকেই রোগী আর ডাক্তারের মাঝে দেওয়াল উঠেছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে খবর, আগে ঘরে বসেই রোগীদের সামনাসামনি দেখতেন ডাক্তাররা। করোনা পরিস্থিতির সময় থেকেই জানালার বাইরে দাঁড়াতে হয় রোগীদের। করোনা বিদায় নিলেও রোগী ভোগান্তির ছবিটা অবশ্য বদলায়নি।

রোদ, ঝড়, জল মাথায় নিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৩৫০ থেকে ৪০০ রোগী এভাবেই লাইন দেন মনোরোগ বিভাগে। সেখানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চরম অব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ সকলেই। এভাবে যে রোগী দেখা যায় না, সেটা মেনে নিয়েছেন ডাক্তাররাও। কিন্তু তারপরও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি।

এরপর দশের পাতায়

নকশালবাড়ি থেকে জয়গাঁ, নির্যাতন চলছেই

মেয়েকে ধর্ষণে ধৃত সৎবাবা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৩ অক্টোবর : মানসিক ভারসাম্যহীন নাবালিকাকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল সৎবাবার বিরুদ্ধে। নাবালিকার দিদা বিষয়টি টের পেয়ে নিজের মেয়েকে জানালেও, দ্বিতীয় স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করতে রাজি হননি তিনি। কিন্তু দিনের পর দিন নাতনির সঙ্গে একই ঘটনা ঘটে চলায় মুখ বুজে থাকতে পারেননি দিদা। প্রতিবেশী কয়েকজনের সহায়তায় তাই সটান হাজির হন থানায়। তাঁরই দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত সৎবাবাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নকশালবাড়ি থানা এলাকার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নাবালিকার মায়ের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন অনেকে।

স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন নাবালিকার মা। সেটা বছর পাঁচেক আগের কথা। অভিযুক্তেরও আবার এটা দ্বিতীয় বিয়ে। নকশালবাড়িতেই তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী, সন্তানরা থাকেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, মাস তিনেক আগে দ্বিতীয় স্বামীর সহযোগিতায় দিল্লিতে কাজ জোটান নাবালিকার মা। এখন সেখানেই রয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, নাবালিকার দেখাশোনার জন্য কেউ না থাকায় তাকে দিদার বাড়িতে রাখা হয়। অভিযুক্ত প্রায়ই দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ের খোঁজ নিতে সেখানে যেতেন। কিন্তু সেখানেই যে এমন কুকর্ম ঘটাতেন তা প্রথমে নজরে আসেনি কারও। অভিযোগ, মাসখানেক ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েটির ওপর যৌন নির্যাতন চালাতেন তিনি। দুর্গাপুজোর সময় একদিন নাতনির সঙ্গে এমন কুকর্ম চোখে পড়ে যায় দিদার। তিনি প্রথমে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু অভিযুক্ত তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখাতে থাকেন বলে অভিযোগ।

লজ্জার সম্পর্ক

- মানসিক ভারসাম্যহীন নাবালিকার মা কাজের সূত্রে দিল্লিতে থাকেন
- মেয়েটি মাস তিনেক ধরে দিদার বাড়িতে রয়েছে
- সেখানে খোঁজখবর নিতে গিয়ে অভিযুক্ত প্রায়ই যৌন নির্যাতন করতেন বলে অভিযোগ
- সম্প্রতি বিষয়টি নজরে আসে নাবালিকার দিদার

উপায়ান্তর না পেয়ে দিল্লিতে থাকা মেয়েকে গোটা ঘটনা খুলে বলেন প্রৌঢ়া। কিন্তু সেখান থেকে মেয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে নিষেধ করে দেন। বৃদ্ধা বলছেন, 'অনেকদিন ধরেই ও অত্যাচার করত। প্রথমবার আমি বিষয়টি বুঝতে পেরে মেয়েকে জানাই। কিন্তু ও থানাপুলিশ করতে না করে। ১৮ অক্টোবর আবার একই কাণ্ড ঘটে। আবার সেটা মেয়েকে জানাই। কিন্তু ও কিছুতেই অভিযোগ জানাতে রাজি হয়নি।' প্রৌঢ়ার একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। তাই বিষয়টি তিনি জানান এক প্রতিবেশীকে। ওই তরুণের সহায়তায় স্থানীয় স্তরে আলোচনা হয়। এরপরই ঠিক হয়, গ্রামবাসী মিলে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাবেন। সেইমতো বুধবার নকশালবাড়ি থানায় যান তাঁরা।

দিদার তরফে লিখিত অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্তকে ধরতে যায় পুলিশ। কিন্তু সেখানেও একপ্রস্থ নাটক। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে শৌচালয়ে লুকিয়ে পড়ে অভিযুক্ত। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। টানতে টানতে তাঁকে গাড়িতে তোলে পুলিশ।

যে প্রতিবেশীর সহায়তায় প্রৌঢ়া থানা পর্যন্ত গিয়েছিলেন, সেই তরুণ বলছেন, 'আমরা কেউই কিছু টের পাইনি। একদিন কাকিমা এসে আমাদের গোটা ঘটনা খুলে বলেন। তখনই সিদ্ধান্ত নিই, ওঁকে ছেড়ে দিলে চলবে না। আমরা প্রত্যেকে চাই, অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি হোক।'

নকশালবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো মামলা রুজু হয়েছে। নাবালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

প্রমাণ লোপাটে পোড়ানোর চেষ্টা

জয়গাঁ, ২৩ অক্টোবর : পুলিশ বলছে, দিনসাতেক আগেই ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল জয়গাঁর সেই নাবালিকাকে। এদিকে, দেহ মিলল মঙ্গলবার সকালে। পরিবারের তরফে তো আগেই নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছিল। তারপরেও সেই শিশুর খোঁজ পেতে কেন এতদিন লেগে গেল? এই প্রশ্ন উঠেছিল মঙ্গলবার ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই। তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে তথ্য উঠে এসেছে, তা চমকে দেওয়ার মতো।

> আমাদের মনে হচ্ছে এটি পূর্বপরিকল্পিত খুন। তদন্তে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। কেন মেয়েটিকে খুন হতে হল তা জানা যাবে।
>
> **–পালজার ভুটিয়া**
> আইসি, জয়গাঁ থানা

যেখানে সেই শিশুর দেহ মিলেছে, জয়গাঁর ওই মাঠের পাশে একটি পরিত্যক্ত গোডাউন রয়েছে। সাতদিন আগে, গত মঙ্গলবার সেই গোডাউনেই ধর্ষণ করা হয় নাবালিকাকে। এরপর তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। দেহটি প্লাস্টিকে মুড়িয়ে একটি ঝোপে ফেলে রাখা হয়। তারপর এলাকা ছাড়ে মূল অভিযুক্ত। শরীরে পচন ধরে গন্ধ ছড়াতে পারে এই আশঙ্কায়

এরপর দশের পাতায়

আমার উত্তরবঙ্গ

জেলায় সক্রিয় অ্যাপ প্রতারণাচক্র

ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্বান্ত বহু মানুষ

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৩ অক্টোবর : ভিনদেশের একটি অ্যাপে টাকা রাখলে কয়েকদিনেই মিলবে তিন থেকে চারগুণ বেশি টাকা। সেই প্রতারণার ফাঁদে পা গলিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন মেখলিগঞ্জ এলাকার বহু মানুষ। মাসদুয়েক আগে থেকে সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় হয়েছে অ্যাপ প্রতারণাচক্র। এজেন্ট নিযুক্ত করে চালানো হচ্ছে কারবার। শুরুতে বাড়তি টাকা ফেরত পেয়েছিলেন অনেকেই। সেই প্রলোভনে রাতারাতি বড়লোক হতে গিয়ে জমি, বাইক বিক্রি করে অ্যাপে টাকা জমিয়ে এখন আর ফেরত পাচ্ছেন না কেউই। মেখলিগঞ্জ ছাড়াও জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, ময়নাগুড়ির বিভিন্ন এলাকাতেও প্রতারকদের ফাঁদে পড়েছেন অনেকেই।

ধার বা ঋণ হিসাবেই অ্যাপ কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। মাত্র পাঁচদিনেই দ্বিগুণের বেশি টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হচ্ছে। টাকা জমা পড়লেই সুদ সমেত কত টাকা ফেরত পাওয়া যাবে সেই হিসেব দেখিয়ে দিচ্ছে অ্যাপ। এক টাকা থেকে এক কোটি ইচ্ছে অনুসারে ওই অ্যাপে টাকা জমানো যায়। মেখলিগঞ্জে রয়েছে চক্রের জনা কুড়ি এজেন্ট। বেআইনি অর্থ বিনিয়োগকারী সংস্থার অনুকরণে তারাই অ্যাপের প্রচার করছে। মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো ছোট্ট একটি গ্রাম থেকেই অ্যাপে জমা হয়েছে প্রায় এক কোটি টাকা।

এতকিছু চললেও পুলিশের কাছে নাকি কোনও খবরই নেই। মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকারের কথায়, 'অ্যাপের বিষয়টি জানা নেই। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব। বারবার অনলাইন প্রতারণার বিরুদ্ধে সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে জেলা পুলিশের তরফে। সাধারণ মানুষেরও সচেতন হওয়া জরুরি।' সীমান্ত গ্রামগুলিতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে স্কুল পড়ুয়ারাও অ্যাপে টাকা জমাতে শুরু করেছে। এক উচ্চমাধ্যমিকের পড়ুয়ার বক্তব্য, 'মোবাইল কেনার জন্য স্কুল থেকে ১১ হাজার টাকা পেয়েছি। ওই অ্যাপে জমা করেছি। বাড়তি টাকা পেলে তা দিয়ে ভালো মোবাইল কিনব।' যদিও যেদিন ওই পড়ুয়া টাকা জমা দিয়েছে তার পরদিন থেকেই অ্যাপ থেকে টাকা তোলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন মহা ফাঁপরে পড়েছে সেই পড়ুয়া।

মাথায় হাত পড়েছে আরও অনেকেরই। দিনপনেরো ধরে অ্যাপ থেকে কোনওভাবেই টাকা ফেরত পাওয়া যাচ্ছে না। এজেন্টরাও একেক সময় একেক কথা বলছেন। ভোটবাড়ির হেলাপাকরি মোড়ের এক দোকানদারের কথায়, 'এক এজেন্টের কথায় বেশকিছু টাকা রেখেছিলাম। শুরুতে দু'দিন টাকা পেয়েছি। তারপর থেকেই আর টাকা মিলছে না। যেটুকু জমানো টাকা ছিল সব চলে গেল।'

আজ টিভিতে

সংসার নাকি ইউনিভার্সিটির অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নাচের জগতে ফেরত আসা – কোন ডাকে সাড়া দেবে কঙ্কাবতী? **কাজল নদীর জলে** সোম থেকে শনি দুপুর ২টায় **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তিরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

গুড মর্নিং আকাশে গান শোনাবেন শোভন গঙ্গোপাধ্যায়। **আকাশ আটে** সকাল ৭টায়

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ রংবাজ, বিকেল ৪.৩০ সিঁদুরের বন্ধন, রাত ৮.০৫ মন যে করে উড়ু উড়ু, রাত ১১.০৫ ম্যাডাম গীতারানি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ মান মর্যাদা, বিকেল ৪.০০ মন মানে না, সন্ধ্যা ৭.০০ বারুদ, রাত ১০.০০ শিবাজী

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ স্বপ্না, দুপুর ২.৩৫ বৌরানি, বিকেল ৫.৫৫ মায়ের আশীর্বাদ, রাত ৯.০০ বদনাম, রাত ১২.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আদরের বোন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পলাতক

বারুদ সন্ধ্যা ৭টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

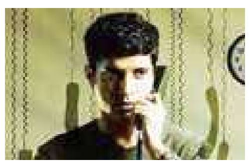

কার্তিক কলিং কার্তিক দুপুর ১২.২৮ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

সালাম ভেঙ্কি রাত ১১.০৮ মিনিটে **জি সিনেমায়**

পরপারে সূর্য গেল পাটে... বুধবার মাথাভাঙ্গায়। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেই গ্রিন রেলের স্বীকৃতি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : ডিজেল ইঞ্জিন বা কয়লার ইঞ্জিন কার্যত বন্ধ করার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। সমস্ত ব্রডগেজ রেললাইনে বৈদ্যুতিকরণের কাজ ৬৪ শতাংশ শেষ করে গ্রিন রেলওয়ের স্বীকৃতির দিকে কয়েক ধাপ এগিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। অসমের পরে পশ্চিমবঙ্গে গ্রিন রেলওয়ে করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে তারা।

রেলপথে বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের লক্ষ্যমাত্রা মোট ৪২৬০.৫২ কিমি। যার মধ্যে ২৭০৮.৫২ কিমি বৈদ্যুতিকরণ তারা করতে পেরেছে। এরমধ্যে উত্তরবঙ্গেই বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে ৮৬৪.৯৪ কিমি। এছাড়া অসমে ১৩৫৩ কিমি, বিহারে ৩১৮.৮৬ কিমি, নাগাল্যান্ডে ৬ কিমি, মণিপুরে ২.৮১ কিমি এবং মেঘালয়ে ৯.৫৮ কিমি ব্রডগেজ রেলপথকে বৈদ্যুতিকরণের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

এই রেল বিভাগের উদ্দেশ্য, যে কোনও অবস্থাতে ট্রেন চলাচলে আর বাতাসে কার্বন নির্গত হতে দেওয়া যাবে না। জিরো কার্বন নির্গমন ব্যবস্থা আনতে একশো শতাংশ বৈদ্যুতিকরণ করে গ্রিন রেলের স্বীকৃতি আদায়ে রেল দায়বদ্ধ বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, শুধু বৈদ্যুতিকরণ নয়, বিভিন্ন রেলস্টেশনে বিদ্যুতের খরচ কমাতে সৌরবিদ্যুৎচালিত আলো, পানীয় জল পরিষেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগামী বছর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল বিশ্বের মধ্যে গ্রিন রেলওয়ের স্বীকৃতি আদায়ে শিখরে পৌঁছে যাবে বলে আশা তাঁর।

ডুয়ার্সের ব্রডগেজ রেললাইনে বৈদ্যুতিকরণের কাজ জোরকদমে চলছে।

গ্রিন রেল

- রেলপথে বৈদ্যুতিকরণে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের লক্ষ্যমাত্রা মোট ৪২৬০.৫২ কিমি
- এরমধ্যে ২৭০৮.৫২ কিমি বৈদ্যুতিকরণ তারা করতে পেরেছে
- যার মধ্যে উত্তরবঙ্গেই বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে ৮৬৪.৯৪ কিমি

ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল, ইন্ডিয়ান টেকনলজি ইকোনমিক সার্ভিস এই বৈদ্যুতিকরণের কাজ করছে।

গ্রিন রেলওয়ে পরিষেবা অবশ্যই খুব ভালো। এতে ট্রেন চলাচলে যেমন গতি আসবে, তেমনি পরিবেশবান্ধব গ্রিন রেল তৈরি হবে। পণ্য পরিবহণ ও যাত্রী পরিষেবাতেও এর সদর্থক প্রভাব পড়বে। কিন্তু ট্রেনের দুরন্ত গতির জন্য ডুয়ার্সের জঙ্গলপথে হাতির মৃত্যু যাতে না ঘটে, সেদিকটাও রেলকে দেখতে হবে বলে পরিবেশবিদ ডঃ রাজা রাউত জানান। যদিও অনেক ক্ষেত্রে রেললাইনে হাতির উপস্থিতি টের পেয়ে ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করছেন চালকরা। এজন্য বিশেষ ইন্ট্রুশন ডিভাইস বসানো হচ্ছে বলে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন।

সোলার প্যানেল অকেজো

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৩ অক্টোবর : তিন বছর ধরে অকজো সোলার প্যানেলের ইনভার্টার, ব্যাটারি। ফলে সন্ধ্যা নামলে অন্ধকারে ডুবে থাকছে পুরো গ্রাম। দীর্ঘ আন্দোলন করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে বিদ্যুতের আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের অসম সীমানা লাগোয়া দুর্গম জয়গুরু গ্রামের বাসিন্দারা। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে ধার করে বাড়িতে ব্যাটারি কিনে নিয়েছেন অনেকে। দিনে ওই সোলার প্যানেলে বাড়ির ব্যাটারি চার্জ করে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমান বাসিন্দারা। আবার সকাল হতেই ওই সোলার প্যানেলে বাড়ির ব্যাটারি চার্জ দিতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

২০১৮ সালে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ জ্যোতি যোজনা প্রকল্পের আওতায় তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জয়গুরু গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সোলার প্যানেল বসানো হয়েছিল। কিন্তু তিন বছর ধরে সোলার প্যানেলের ব্যাটারি, ইনভার্টার খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রশাসনের উদাসীনতায় ব্যাটারি পালটানো হয়নি। ফলে সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে গ্রাম। অভিযোগ, বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। অবস্থা এমনই যে মোবাইলে চার্জ দিতে সংলগ্ন রাজ্য অসমে যেতে হয়। সেখানে কোনও দোকানে মোবাইলে চার্জ দিতে ১০ টাকা দিতে হয়।

ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনীতা রায়ের কথায়, 'অসম সীমানার ওই এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসন উদ্যোগ নিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি চালু হবে সেই পরিষেবা।'

বিআইএসের মানক মহোৎসব

নিউজ ব্যুরো

২৩ অক্টোবর : বিশ্ব মানক দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার 'মানক মহোৎসব'-এর আয়োজন করল ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস)-এর পশ্চিম শাখা। কলকাতার তাজ তালকুটির, ইকো ট্যুরিজম পার্কে এটি অনুষ্ঠিত হয়। যদিও প্রতিবছর ১৪ অক্টোবর এই সংস্থার তরফে দিনটি পালিত হয়। বিশ্বের হাজার হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁরা প্রতিনিয়ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের উন্নতির স্বার্থে কাজ করে চলেছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এদিন অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (পশ্চিম) দিব্যেন্দু চক্রবর্তী বললেন, 'এই দিনটি পালনের মূল উদ্দেশ্য, আমাদের অংশীদারদের অবদান সকলের সামনে তুলে ধরা।' এই সংস্থার তরফে আয়োজিত শংসাপত্র প্রদান কোর্সগুলি কীভাবে বিশ্বের জীবনযাপনের মানকে প্রভাবিত করে তাও জানান তিনি। বিআইএসের বিভিন্ন সচেতনতামূলক উদ্যোগগুলি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয় এদিন।

DHUPGURI MUNICIPALITY
EOI No: DHUPGURI/RECT/01/2024 (2nd Call)

NIT.No.	Tender ID
1	2024_MAD_764249_1

Bid submission End Date-07/11/2024 at 5.00 P.M.

Sd/- Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। খাওয়া ও থাকা সুব্যবস্থা রয়েছে। বেতন সাক্ষাতে। M: 9832268306. (C/113030)

'Reputed AC Co. require Technicians for Chiller/VRF/ Ductable & Package ACs for Siliguri'. Contact : 87773-85496 / 70442-03260. (C/113201)

অ্যাফিডেভিট

আমার পিএফ অ্যাকাউন্ট নং JLSLG0001010000002381 নাম ভুল থাকায় ২৩-৭-২০২৩ সালে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিকে অ্যাফিডেফিট করে Shital Kawar এবং Sekhar Chick Baraik এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/113206)

আমি Sri Sankar Moulik, পিতা ৺সুনীল কুমার মৌলিক, গ্রাম ও পো: ভোলারডাবরী, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার পাসপোর্ট নম্বর L9942440, আধার নম্বর 933930188220, আলিপুরদুয়ার Executive Magistrate কোর্টে ২৪/০৯/২০২৪ তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Sankar Moulik থেকে Sankar Nath Moulic নামে পরিচিত হলাম। Sankar Moulik ও Sankar Nath Moulic এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/111964)

e-Tender Notice

236/DD-53017(12)/3/2022-ZP-SEC-DD

E-Tender for 1 (one) no of work under Prevention & Control of Vector Borne Diseases invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT on 14.11.2024. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional Executive Officer,
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এম-সিডি-ওটি-০২ অফ ২০২৪-২৫, তারিখ ২০.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ...

www.ireps.gov.in

@EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

নোটিস নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫ তারিখ ২১.১০.২০২৪ -এর সংশোধনী, পূর্ব রেলওয়ের জামালপুর ডিপো-তে অক্টোবর, ২০২৪-এর ই-নিলামের বিজ্ঞাপনের জন্য, যা চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/অ্যাডমিন. কর্তৃক এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটিতে নিম্নোক্তমতো আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে : জামালপুর ডিপো-তে বিদ্যমান নিলামের তারিখ : ২৮.১০.২০২৪। জামালপুর ডিপো-তে পরিবর্তিত নিলামের তারিখ : ৩০.১০.২০২৪। অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

Stores-51/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এফআরপি নৌস কাপলার কভার পুনরুদ্ধার, মেরামত, রং ও স্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১৫-এফআরপি-আরইপি-ভিবি-এনজেপি-২৪, তারিখ: ২১-১০-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম : সিএন্ডডব্লিউ ডিপো/এনজেপি/কাটিহার ডিভিশনে বন্দে ভারত ট্রেনসেটের (২২২২৭/২২২৮ এবং ২২৩৩/২২২৩৪) এফআরপি নৌস কাপলার কভার এবং এফআরপি সাইড দেয়ালগুলির পুনরুদ্ধার, মেরামত, রং ও স্থাপন। টেন্ডার মূল্য: ৭,১৯,০৮৪.৪৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৪,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ১১-১১-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

হাত কাঁপলেও প্রদীপ নিখুঁত পাল দম্পতির

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৩ অক্টোবর : ছোট্ট বাড়ির দাওয়ায় বসে কাঁপা কাঁপা হাতে প্রদীপ বানাচ্ছিলেন অঞ্জলি। আর তাঁর স্বামী তারাপদ উঠোনের একপাশে বসে সেগুলি রং করছিলেন। বয়সের ভারে চিকলিগুড়ির তিলেরডাঙ্গার পালপাড়ার এই পাল দম্পতির হাত কাঁপলেও তাঁদের হাতেগড়া প্রদীপ কিন্তু সুন্দর আর নিখুঁত।

তারাপদর বয়স ৮০ বছর। আর অঞ্জলির বয়স ৭৫। বয়সের ভারে নুইয়ে পড়া শরীর আর কাঁপা কাঁপা হাতে কাজ করে যাচ্ছিলেন একমনে। দাঁত প্রায় সবই পড়ে গিয়েছে, তবুও কাজের কথা জিজ্ঞেস করতেই সেই ফোকলা মুখেই তাঁদের একগাল হাসি। তারাপদ তো কানেও কম শোনেন। 'বয়স হয়েছে, তবুও আমরা চেষ্টা করি কাজ চালিয়ে যেতে', বলছিলেন তিনি।

'বয়স আমাদের ক্লান্ত করতে পারেনি।' হাসিমুখে বললেন অঞ্জলি। 'এই কাজ করতে আমাদের ভালো লাগে, আর এই কাজের মধ্যেই আমরা বেঁচে থাকি।' এককথায় যেন জরাক্রান্ত হাতের ম্যাজিকের পর্দা ফাঁস করে দিলেন তিনি। জানালেন, এত বয়স হয়ে গেলেও এখনও তাঁদের হাতের কাজের নামডাক রয়েছে। ভালোই অর্ডার আসে। আর সেই কাজের চাপ সামলাতে তারাপদ ও অঞ্জলি কাজ শুরু করে দেন সেই জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে। দুজনে মিলে প্রায় ৩০,০০০ মাটির প্রদীপ তৈরি করেছেন এবছর। দীপাবলির প্রদীপের পাশাপাশি আসন্ন ছটপুজোর জন্য বড় বড় হাতির মূর্তি তৈরি করছেন তাঁরা। প্রায় ১০০টি মাটির হাতির অর্ডার পেয়েছেন।

দেশভাগের সময় ওপার বাংলা থেকে তাঁরা এই জায়গায় চলে এসেছিলেন। তখন তাঁদের সংসারে ছিল চরম অভাব। আর তখন থেকেই তারাপদ বাবার সঙ্গে মাটির কাজে হাত লাগাতে শুরু করেন। ছোটবেলায় বাবার কাছেই শিখেছিলেন মাটির জিনিস বানানোর কৌশল। দিনরাত পরিশ্রম করে, বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি এই কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। আজ, এত বছর পরও সেই কাজ ছাড়েননি। এখন তাঁর পরিবারের অন্যরাও এই মৃৎশিল্পের কাজ করছেন। এত বয়স হয়ে গেলেও কাজে তাঁদের নিষ্ঠা ও মনোযোগের কোনও অভাব নেই। বলছিলেন তারাপদ, অঞ্জলি, দুজনেই।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৯৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ঠিকাদারের পিকিউআরএস মেশিন ব্যবহার করে সম্পাদন

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ১৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ২১-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ৪৪-এপি-I-২০২৪। কাজের নাম: ঠিকাদার পিকিউআরএস মেশিন ব্যবহার করে নিউ চ্যাংরাবান্ধা-নিউ কোচবিহার (এসএল)- টিএসআর (পি)- ৩৬.০০ টিকেএম এবং রানীনগর জলপাইগুড়ি - নিউ কোচবিহার-টিএসআর (পি)-১২.১৩২ টিকেএমের সম্পাদন। টেন্ডার রাশি: ২১,৫৫,২৯,৫১৬.৯৩/- টাকা। বায়না রাশি: ১২,২৭,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১২-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১২-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁওএ বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

টেন্ডার সংখ্যা. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ২১-২৪-২৫আর১ তারিখ: ২১-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ...

www.ireps.gov.in

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম

নং : সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লিউএইচ/২০২৪/সিটি-III, তাং ২১.১০.২০২৪ ... সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ...

www.ireps.gov.in

HWH-356/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে মনোমালিন্য। বৃষ : প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে পরামর্শ পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। মিথুন : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন ব্যবসার জন্যে ঋণ করতে হতে পারে। প্রেমে শুভ। কর্কট : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। বহুদিনের পুরোনো কোনও আশা পূরণ হবে। সিংহ : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জনপ্রিয় হবেন। বাবার সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে মতভেদ। কন্যা : নতুন কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সার্থক হবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দে কাটবে। তুলা : কোনও প্রতারকের পাল্লায় পড়তে পারেন। অহেতুক কাউকে মনের কথা বলবেন না। বৃশ্চিক : বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা নিয়ে মতভেদ। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। ধনু : কোনও নিকট আত্মীয়ের কূটকচালে সংসারে শান্তি নষ্ট হবে। অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। মকর : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কুম্ভ : বিদেশ যাবার পরিকল্পনা। কোমর ও পিঠের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। প্রেমে সামান্য সমস্যা। মীন : নতুন জমি ও বাড়ি কেনার ভালো সুযোগ পাবেন। পারিবারিক কোনও সমস্যার আজ সমাধান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৭ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ২ কার্তিক, ২৪ অক্টোবর ২০২৪, ৭ কাতি, সংবৎ ৭ কার্তিক বদি, ২০ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪২, অঃ ৫।২। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী প্রাতঃ ৬।৬ পুনর্বসুনক্ষত্র দিবা ১১।৪০। সিদ্ধযোগ দিবা ১১।৪৬। ববকরণ প্রাতঃ ৬।৬ গতে বালবকরণ রাত্রি ৬।৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১১।৪০ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, প্রাত ৬।৬ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-বায়ুকোণে,প্রাতঃ ৬।৬ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।১২ গতে ৫।২ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২২ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে বায়ুকোণে ও নৈর্ঋতে নিষেধ, প্রাতঃ ৬।৬ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।৪০ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, রাত্রি ২।৩১ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ২।১২ মধ্যে নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১১।৪০ গতে ২।১২ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাতঃ ৬।৬ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১৪ মধ্যে ও ৪।৬ গতে ৫।৪২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাখা মেলব কেন? এখন তো হেমন্ত! সুকনার জঙ্গলে ময়ূরের দল। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়ির নেতাদের সমালোচনা উদয়নের

কালো দাগ মোছার পরামর্শ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৩ অক্টোবর : শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ির তৃণমূল নেতাদের সমালোচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। নকশালবাড়িতে বিজয়া সম্মিলনিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এখানকার জেলা স্তরের নেতাদের কালো দাগ মোছার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। উদয়ন বলেছেন, 'কোটি কোটি টাকার উন্নয়নের পরও শিলিগুড়ি সহ আশপাশের বিধানসভাগুলিতে হারতে হচ্ছে। তার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ির নেতা-নেত্রীদের মুখের কালো দাগগুলি মুছে ফেলা উচিত। তাহলেই ভোটে জেতা যাবে। মানুষ পাশে থাকবে।'

মন্ত্রী যখন এই কথাগুলি বলছেন তখন মঞ্চে বসে খোদ তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। সঙ্গে আরও অনেকে। প্রায় প্রত্যেকেরই মাথা তখন নীচু। পরে পাপিয়া বক্তব্য রাখতে উঠে পঞ্চায়েত সদস্যদের ওপর হারের দায় চাপান। পাপিয়ার কথায়, 'গত লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পেছনে অনেক পঞ্চায়েত সদস্যর হাত রয়েছে। গুটিকয়েক নেতা ছাড়া যাঁদের উপর আমরা সবচেয়ে বেশি ভরসা করেছিলাম তাঁরা কি আদৌ কাজ করেছিলেন। অনেক বড় বড় নেতৃত্ব লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ পর্যন্ত করেননি। তাঁরা সকলে মজা দেখতে চেয়েছিলেন।'

মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাপিয়া ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করলেও উদয়নের মন্তব্যে যে সকলেই অস্বস্তিতে পড়েছিলেন, তা নেতাদের শরীরী ভাষাই বলে দিচ্ছিল। পরে পাপিয়াকে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'উনি ওঁর মতো বলেছেন। এ নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।'

নকশালবাড়ি-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনিতে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন উদয়ন। উপস্থিত ছিলেন পাপিয়া, আইএনটিটিইউসি'র দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে, আনন্দ ঘোষ সহ আরও অনেকে। মঞ্চে উদয়ন ওঠার আগেই

মন্ত্রীর নিদান

- শিলিগুড়ি ও আশপাশে বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে বারবার হার তৃণমূলের
- এত উন্নয়ন হলেও কেন হার, সেই প্রশ্ন তুললেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী
- এখানকার নেতাদের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কালো দাগ মোছার পরামর্শ
- মানুষের পাশে থাকার নিদানও দিলেন বিতর্কিত তৃণমূল নেতা

কমিউনিটি হলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ অনেক সমর্থকই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। এতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অস্বস্তিতে পড়েন। বিষয়টি লক্ষ করেন উদয়ন গুহ। বক্তব্য রাখতে উঠে তিনি বলেন, 'আজ বিজয়া সম্মিলনিতে অনেক মানুষ আসছে, আবার অনেকেই বেরিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে মানুষকে আটকে রাখা সম্ভব নয়।' তাঁর পরামর্শ, 'সরকারের পক্ষে মানুষের সব চাওয়া, পাওয়া, চাহিদা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু মানুষের সমস্যা বুঝে তাঁকে সেই সমস্যা থেকে বের করে আনলেই মন জেতা যায়।'

লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে রাজ্যে বাকি জায়গায় তৃণমূলের জয়জয়কার হলেও ব্যতিক্রম শিলিগুড়ি। গত লোকসভা ভোটেও দলের ব্যাপক ভরাডুবি হয়েছে এখানে। উদয়ন সেই কথা মনে করিয়ে বলছেন, 'শিলিগুড়ি মহকুমা, পুরনিগম জিতেই খুশি হলে হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় নয় হাজার কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও মানুষ তৃণমূলকে ভোট দেয়নি। প্রতিবারই শুনতে হয় শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র সহ আশপাশের বিধানসভা এলাকাগুলিতে ৬০ থেকে ৭০ হাজার ভোটে হেরেছে তৃণমূল।'

শিলিগুড়ির নেতাদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, 'মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না, তেমনই সাধারণ মানুষ পাশে না থাকলে সেই নেতাও বাঁচতে পারবেন না।'

পাপিয়ার নেতৃত্বে জয় এসেছিল পুরনিগম ও মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে। কিন্তু লোকসভায় জিততে পারেনি তৃণমূল। ভোটের ফল প্রকাশের পরই তাই একাংশ নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন জেলা সভানেত্রী। এদিনও তারই পুনরাবৃত্তি শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। পাপিয়ার বক্তব্য, 'গত পঞ্চায়েত ভোটে যেভাবে শারিরীক ও মানসিকভাবে পরিশ্রম করেছিলেন পঞ্চায়েত সদস্যরা, লোকসভা ভোটে তা দেখা যায়নি। এর মাশুল গুনতে হবে। দল সবকিছু মনিটর করছে। তাই আগামীতে ২০২৬ সালে ভালো কাজ করলে ২০২৭-এ পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে।'

পাড়ায় 'অশালীন' আচরণ, গ্রেপ্তার দুই

বাগডোগরা, ২৩ অক্টোবর : মঙ্গলবার গভীর রাতে পাড়ায় 'অশালীন আচরণ'-এর অভিযোগে এক ব্যক্তি ও এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে গোঁসাইপুরের নতুনপাড়ায়। বাগডোগরা মসজিদপাড়ার বাসিন্দা ওই ব্যক্তির সঙ্গে আপার বাগডোগরার স্ট্যালিননগরের ওই মহিলাকে রাতে নতুনপাড়ার বাসিন্দারা 'অশালীন' আচরণ করতে দেখেন।

এরপর সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ গিয়ে দুজনকে থানায় নিয়ে আসে। নতুনপাড়ার বাসিন্দারা পুলিশে কোনও অভিযোগ জানাননি। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তাঁদের আদালতে পাঠায় পুলিশ।

এদিকে ওই মহিলার স্বামী বলেছেন, 'আমাদের ১৮ বছর আগে বিয়ে হয়েছে। এক ছেলে রয়েছে। প্রায় রাতেই স্ত্রী বাড়িতে থাকে না। এ নিয়ে কিছু বললেই উলটে আমার বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করেছে। বাধ্য হয়ে আমি ডিভোর্সের জন্য মামলা করি।' এই প্রসঙ্গে ওই মহিলা কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

জলপ্রকল্প বন্ধ

কাঠগড়ায় নকশালবাড়ির বিএমওএইচ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৩ অক্টোবর : জল জীবন মিশনের কাজ বন্ধ করার অভিযোগ উঠল ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ)-এর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে নকশালবাড়ি ব্লকের বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হতেই বুধবার প্রশাসনের কর্তারা তড়িঘড়ি বৈঠক করেন। যদিও বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ তাঁরা। মুখে কুলুপ এঁটেছেন নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ) ডাঃ কুন্তল ঘোষও। এভাবে সরকারি প্রকল্পের কাজ বিএমওএইচ কি আচমকা বন্ধ করে দিতে পারেন? এ প্রসঙ্গে সিএমওএইচ তুলসী প্রামাণিক স্পষ্ট কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু বলেন, 'যা বলার শুক্রবারের পর বলব।'

লোয়ার বাগডোগরা এবং আপার বাগডোগরা এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা মেটাতে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পেছন দিকে ফাঁকা জায়গায় জল জীবন মিশনের কাজ শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পে প্রায় ৫ কোটি টাকা অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দিকে জমি না মেলায় প্রকল্পের কাজ থমকে ছিল। শেষপর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চত্বরের ওই জমি চিহ্নিত করা হয়।

প্রশাসন সূত্রের খবর, জমিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দখলে থাকলেও তা আদতে ডিআই ফান্ডের। জেলা শাসক নিজে সেখানে জলপ্রকল্পের অনুমতি দেন। 'ডিস্ট্রিক্ট ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন মিশন' বৈঠক করে এখানে প্রকল্পের জন্য সবুজ সংকেত দেয়। এই কমিটির সদস্য সিএমওএইচ নিজেও। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ (পিএইচই)-এর তত্ত্বাবধানে প্রায় ৩ মাস কাজ চলছে। ইতিমধ্যে

মুখে কুলুপ প্রশাসনের

বোরিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। মঙ্গলবার ছিল পাম্পহাউসের ছাদ ঢালাই। অভিযোগ, সেই সময় বিএমওএইচ ডাঃ কুন্তল ঘোষ এসে কাজ বন্ধ করে দেন। তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সমস্ত বিভাগকে চিঠি দিয়ে, টেন্ডার করে কাজ শুরু হয়েছিল। কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। এখন কেন প্রকল্প বন্ধ করা হল, এই প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাঁদের বক্তব্য, এতেই বোঝা যাচ্ছে বিভাগগুলির মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই।

বিষয়টি নিয়ে শোরগোল হতেই বুধবার দুপুরে বিডিও প্রণব চট্টরাজ, বিএমওএইচ কুন্তল ঘোষ, পিএইচই'র ইঞ্জিনিয়ার রাজু ভদ্র, আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জীব সিনহা, বাগডোগরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমআইসি ডাঃ দীপক সাধু, রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান প্রশান্ত দত্ত প্রকল্প পরিদর্শন করেন। সমাধান সূত্র বের করতে তাঁরা তড়িঘড়ি বাগডোগরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বৈঠকে বসেন। যদিও বৈঠকের নির্যাস নিয়ে সকলেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে সূত্রের খবর, যেখানে প্রকল্পের কাজ চলছে সেখানে স্বাস্থ্যকর্মীদের কোয়ার্টার নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অর্থবরাদ্দ হলেই কাজ শুরু হবে। এজন্যই জলপ্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পিএইচই'র ইঞ্জিনিয়ার রাজু ভদ্র বলেন, 'জেলা শাসকের তৎপরতায় জলপ্রকল্পের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরের জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই প্রকল্প হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের জলের সমস্যা মিটবে। বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়া হবে। বহু মানুষ উপকৃত হবেন।' অন্যদিকে, বিডিওর বক্তব্য, 'এদিন আমরা কাজের অগ্রগতি দেখতে এসেছিলাম।' বিএমওএইচ বলেছেন, 'শুক্রবার পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' তবে জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

শিশু তলিয়ে গেল স্বর্ণমতিতে

খড়িবাড়ি, ২৩ অক্টোবর : বাতাসির স্বর্ণমতি নদীতে তলিয়ে গিয়ে এক আড়াই বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুর নাম রাজ বিশ্বাস। বুধবার ঘটনাটি ঘটে খড়িবাড়ি ব্লকের রানিগঞ্জ-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের জামাতুল্লাজোতের কামারপাড়া এলাকায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাজের বাড়ি নদী লাগোয়া। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ শিশুটির মা জ্যোৎস্না বিশ্বাস স্নান করতে যান। রাজের ঠাকুরদা সেই সময় গোরুর জন্য ঘাস কাটতে মাঠে গিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় রাজ খেলতে খেলতে বাড়ির পাশে নদীতে গিয়ে তলিয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে উদ্ধার করে বাতাসি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠায়।

বাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : দিনের বেলায় বাড়ি থেকে নগদ ও গয়না চুরি। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলা মোড়-জামুরিভিটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ গেটে তালা মেরে বাড়ির মালিক পূজা বসাক বাজার করতে যান। প্রায় নয়টা নাগাদ বাড়ি ফিরে তিনি চুরির বিষয়টি বুঝতে পারেন। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গোরু উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ অক্টোবর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ৩৮টি গোরু উদ্ধার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত কামরুল আলম উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার বাসিন্দা। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, গোরুগুলি চটহাট থেকে অসমে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাচারে ব্যবহৃত লরিটি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া গোরুগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয় এদিন।

লামাহাটায় মৃত্যু পর্যটকের

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : পরিবারের সঙ্গে লামাহাটায় ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু হল এক পর্যটকের। মৃত হাওড়ার বাসিন্দা অশোক সাধুখাঁ (৬৫)। মঙ্গলবার অশোক লামাহাটা পার্কে ঘুরতে যান। অনেকটা চড়াই তিনি উঠেছিলেন। কিন্তু নামার সময় হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারকে যাতে কোনও সমস্যায় না পড়তে হয়, সেজন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এবং জেলা প্রশাসন। এদিন সকালে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন জিটিএ'র ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান। পরে হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মৃতের জামাই সুব্রত সাধুখাঁ বলেন, 'অসুস্থ হওয়ার পর লামাহাটায় শ্বশুরকে জল খাওয়ানো হয়। জিটিএ'র কর্মীরা স্ট্রেচার নিয়ে আসেন। তাতে করেই শ্বশুরকে নীচে নামাই। কিন্তু দার্জিলিং হাসপাতালে নিয়ে যেতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লেগে যায়। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, রাস্তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।' গত ২০ অক্টোবর পরিবার সমেত দার্জিলিংয়ে বেড়াতে এসেছিলেন অশোক। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে মঙ্গলবার লামাহাটায় গিয়েছিলেন তাঁরা। বুধবার শিলিগুড়ি ফিরে কলকাতায় যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরার কথা ছিল তাঁদের। রাজেশ বলেন, 'দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ওই ব্যক্তির দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য জিটিএ'র তরফে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করা হয়। শিলিগুড়ি থেকে জেলা প্রশাসনের তরফে আরও একটি অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হয়েছে। তাতেই দেহ নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে পরিবার।'

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি : ২০২৪-২০২৬

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
সেন্টার ফর ডিসট্যান্স এন্ড অনলাইন এডুকেশন (সি.ডি.ও.ই)
বিদ্যাসাগর ভবন, গোলাপবাগ, পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩১০৪

এম.এ-বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন এবং এম.এস.সি কম্পিউটার সায়েন্স অনলাইন ভর্তি শুরু হয়েছে : ০৭-০৮-২০২৪ থেকে এবং চলবে ১৫-১১-২০২৪ পর্যন্ত।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- http://dde.buruniv.ac.in

অধিকর্তা।

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০১১/২৪-২৫, তারিখঃ ২১-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:

ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৪৫০৭৯,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-১১-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ : ডিআরজি. নং.৪০০৫৬১৪৫ [পিএল নং.১৬৩৪০০৩৬] অনুযায়ী ৪৫০০ এইচপি-র জন্য গভর্নর (পিএল নং.১৬৩৪০১৪০-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইনবিল্ট সার্জ সাপ্রেশন ডিভাইস ও ফিমেল কানেক্টর সহ); প্রেরক :- এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ : ০২টি।

ক্র.নং.২। টেন্ডার নং. কেটি২৪৫০৬৫এ,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-১১-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ : আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং.- আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/টিএল/০০৯৫ (রেভ '৩')-২০১৯ অনুযায়ী কাটিহার ডিভিশনে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে প্যাসেঞ্জার এসকেলেটর-এর সরবরাহ, ডিজাইন ও উৎপাদন।(এসকেলেটরের উলম্ব উচ্চতা ৬ মিটার অথবা সাইটের প্রয়োজন অনুযায়ী)। প্যাকিং ও ফরওয়ার্ডিং, গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পণ্যবাহী এবং বিমার মাসুল সহ)। ২) উলম্ব উচ্চতা ৬ মিটারের জন্য অথবা সাইটের প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাসেঞ্জার এসকেলেটর-এর ইরেকশন, টেস্টিং ও কমিশনিং। আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং.- আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/টিএল/০০৯৫ (রেভ '৩')-২০১৯ অথবা সর্বশেষ এবং এসটিআর নং.-আরডিএসও/২০১৭/ইএম/এসটিআর/০০০২ (রেভ '১')-২০১৯ অথবা সর্বশেষ অনুযায়ী সমস্ত সংযোগী সরঞ্জাম ও সেফটি ডিভাইস ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ। ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আরডিএসও স্পেস. অনুযায়ী প্যাসেঞ্জার এসকেলেটর-এর ওয়ারেন্টির সময় দুই বছরের বিনামূল্যে রক্ষণাবেক্ষণ। ইরেকশন কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মাইনোর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ। নির্মাতা জনসন লিফ্টস/ভবানী এসকেলেটর/এল টি এলিভেটর অথবা সমপর্যায়ের। (১) প্রেরক :-ডিইই/কাটিহার, এনএফআর; (২) প্রেরক :-এসএসই/পি/মালদা টাউন, এনএফআর; (৩) প্রেরক :- এসএসই/পি/কাটিহার, এনএফআর; পরিমাণ : ১০টি।

দ্রষ্টব্য:-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াই. সিএমএম/নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

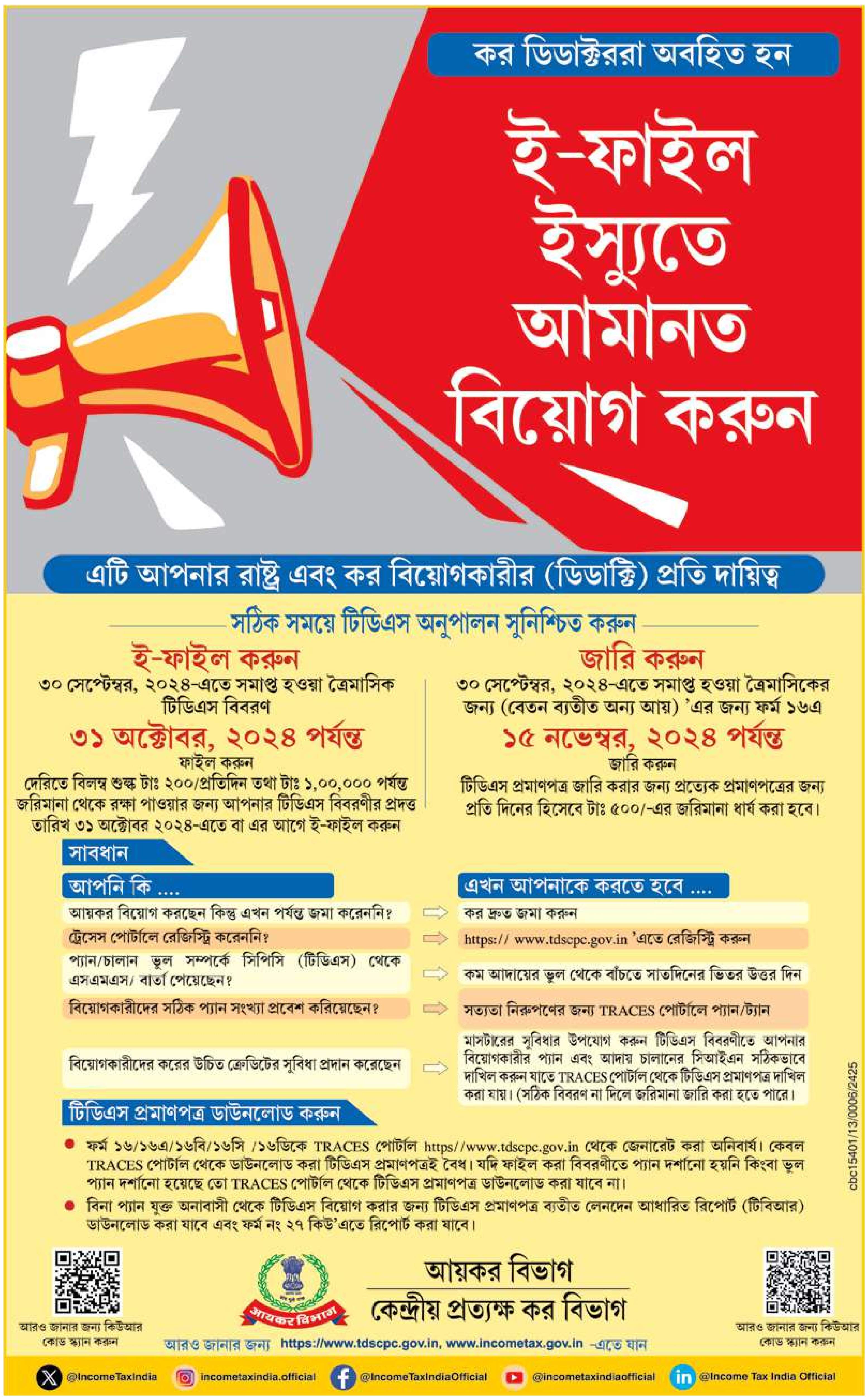

আবাদ করে ঘরে ফেরার পালা। জলঢাকায় অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি। বুধবার।

তৃণমূল নেত্রীর মুখে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৩ অক্টোবর : তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রীর মুখে এবার ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্লোগান। ইসলামপুরের ঘটনা। বুধবার ইসলামপুর শহরের তিনপুল ইয়াং মেন গ্রেস ক্লাব ময়দানে ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহাকে আরজি কর কাণ্ডে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্লোগান দিতে শোনা যায়। চৈতালি বলেন, ‘একটা ডাক্তার বোনকে এভাবে প্রাণ হারাতে হল, এটা কখনোই কাম্য নয়।’

একই সঙ্গে নিজের বক্তব্যে বিরোধীদেরও নিশানা করেছেন তিনি। ওই তৃণমূল নেত্রী বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে বাম আমলে অনেক খুন, ধর্ষণ হয়েছে। কেন সেই সময় উই ওয়ান্ট জাস্টিস বলা হয়নি? গুজরাট, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন জায়গায় এমন ঘটনা ঘটছে, কেন সেখানে বলা হয় না উই ওয়ান্ট জাস্টিস, কেন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাওয়া হয় না? চাইবে কীভাবে, ওই সমস্ত রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী তো বিজেপির। আসলে ওরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাতে চায়।’

এবিষয়ে সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য বিকাশ দাসের বক্তব্য, ‘বাম আমলে অপরাধীরা পশ্চিমবঙ্গকে মুক্তাঞ্চল হিসেবে মনে করত না। কারণ সেই সময় পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নিত।’ তাঁর সংযোজন, ‘সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। তাই ওঁর কথায় কিছু যায় আসে না।’

ইসলামপুরের তিনপুল ইয়াং মেন গ্রেস ক্লাব ময়দানে। বুধবার। - সংবাদচিত্র

> বাম আমলে অনেক খুন, ধর্ষণ হয়েছে। কেন সেই সময় উই ওয়ান্ট জাস্টিস বলা হয়নি? গুজরাট, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন জায়গায় এমন ঘটনা ঘটছে, কেন সেখানে বলা হয় না উই ওয়ান্ট জাস্টিস, কেন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাওয়া হয় না? ওই সমস্ত রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী তো বিজেপির। আসলে ওরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাতে চায়।
>
> **-চৈতালি ঘোষ সাহা**
> *জেলা সভানেত্রী, উত্তর দিনাজপুর*

জেলা বিজেপির সহ সভাপতি সুরজিৎ সেনের কথায়, ‘শাক দিয়ে মাছ ঢাকার জন্য এখন এসব মন্তব্য করা হচ্ছে। অন্য রাজ্যের উদাহরণ টেনে নিজেদের দায় কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন ওঁরা।’

অন্যদিকে, দলের নেত্রীর মুখে বিচারের দাবি কীভাবে দেখছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেছেন, ‘স্লোগান নিয়ে কোনও বিরোধিতাই নেই। কিন্তু এই স্লোগান নিয়ে রাজনীতি করায় আপত্তি রয়েছে। বাকিদের মতো আমরাও দোষীর শাস্তি চাই।’

পাশাপাশি এদিনের মঞ্চ থেকে বুথ স্তরে তৃণমূল কর্মীদের সক্রিয় হওয়ার বার্তা দিয়েছেন কানাইয়ালাল এবং তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন।

পড়ুয়াদের ব্যবসার ‘টিপস’ দিলেন উদ্যোগপতিরা

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : ব্যবসা করতে চায় অনেকেই। তবে কীভাবে শুরু করবে, তা বুঝে উঠতে পারে না। কমার্সের পড়ুয়াদের ব্যবসায় সফল হওয়ার ‘টিপস’ দিতে ‘আন্ত্রাপ্রেনরশিপ অ্যাওয়ারনেস ড্রাইভ’ আয়োজন করল সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়। খড়্গপুর আইআইটি’র আন্ত্রাপ্রেনরশিপ (উদ্যোক্তা) সেলের উদ্যোগে এবং কলেজের ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) ও স্টুডেন্টস প্লেসমেন্ট সেলের সহযোগিতায় দীনবন্ধু মঞ্চে এই সভা হয়েছে।

কর্মশালায় বক্তা হিসেবে ছিলেন আরবিআইয়ের প্রাক্তন চিফ জেনারেল ম্যানেজার কিশোর পারিয়ার। ব্যবসা করতে গেলে কীভাবে ঋণ মিলবে, তা পড়ুয়াদের বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন তিনি। কিশোর বলেন, ‘উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন রকমের সরকারি স্কিম রয়েছে। যাঁরা ব্যবসা করতে ইচ্ছুক, তাঁরা আবেদন করলে ঋণ পাবেন।’

এদিনের কর্মশালায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চারটি কোম্পানির কর্ণধার। ব্যবসায়ীদের সামনে পেয়ে অনেক পড়ুয়াই এদিন নানা প্রশ্ন করেছেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন পঞ্চম সিমেস্টারের মহম্মদ ইজাজ চৌধুরী একটি কোম্পানির কর্ণধার হিমাংশু বড়ুয়াকে প্রশ্ন করেন, কীভাবে টিমের সদস্য নির্বাচন করা উচিত। জবাবে হিমাংশু বলেন, ‘আগ্রহী মানুষদের সবসময় টিমে নেওয়া উচিত। টিমের প্রত্যেক সদস্যের একে অপরের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। মিলেমিশে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।’

এদিনের আলোচনায় সূর্য সেন কলেজের পাশাপাশি শিলিগুড়ি কলেজ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ সহ আরও বেশ কয়েকটি কলেজের পড়ুয়ারা শামিল হন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব। কলেজের এই উদ্যোগে পড়ুয়ারা অনেক উপকৃত হয়েছে বলে জানান তিনি। ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও। এদিকে সূর্য সেন কলেজের অধ্যাপক অর্ণব বল বলেছেন, ‘আইআইটি খড়্গপুরের উদ্যোক্তা সেল সারা ভারতে ব্যবসায় উৎসাহ দিতে একের পর এক সভা করছে। সেই সুবিধে যাতে আমাদের পড়ুয়ারাও পায়, সেজন্য এই আয়োজন।’ *ছবি : তপন দাস*

শাখা সম্মেলন

চোপড়া, ২৩ অক্টোবর : চোপড়া ব্লকজুড়ে এরিয়া কমিটিভিত্তিক শাখা সম্মেলন শুরু করেছে সিপিএম। বুধবার ব্লকের হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাপতিয়াগছ শাখা, দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াবাড়ি ও নন্দীগছ শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দলের চোপড়া-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ তরফদার জানান, নভেম্বরের মধ্যে শাখা এবং এরিয়া কমিটির সম্মেলন শেষ করা হবে।

টুকরো খবর

সুপারি সহ গ্রেপ্তার দুই

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ অক্টোবর : পাচারের আগেই সুপারি উদ্ধার করল ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। বুধবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর-খড়িবাড়ি সড়ক থেকে দুটি লরি আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই সেখান থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ সুপারি। চালকদের কাছে কোনও বৈধ কাগজ ছিল না। ঘটনায় দুই চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত প্রাণেশ রাম এবং অনুবোধ উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, একটি লরি অসম থেকে এবং অপরটি বেলাকোবা থেকে দিল্লিতে যাচ্ছিল। পাচারে ব্যবহৃত লরি দুটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

বালিবোঝাই লরি আটক

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ অক্টোবর : মহানন্দা নদী থেকে বালি তুলে পাচারের সময় একটি লরি আটক করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। বুধবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে বালিবোঝাই লরিটি আটক করা হয়। পুলিশের দাবি, জগন্নাথপুর থেকে লরির পিছু ধাওয়া করা হয়েছিল। এরপর মুরালিগঞ্জ চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় লরি রেখে পালিয়ে যায় চালক। বালিবোঝাই লরি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। চালকের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

চা গাছ নষ্ট

চোপড়া, ২৩ অক্টোবর : রাতের অন্ধকারে বাগান থেকে চা গাছ উপড়ে নষ্ট করার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাভীম মৌজা এলাকায়। বাগান মালিক হামিদুল রহমানের দাদা হেসেরুল হকের দাবি, ‘মঙ্গলবার রাতে কেউ বা কারা ভাইয়ের বাগান থেকে প্রায় দু’হাজার গাছ উপড়ে নষ্ট করেছে।’ বুধবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই চোপড়া থানার পুলিশের নজরে আনা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাইক চুরি

চোপড়া, ২৩ অক্টোবর : বুধবার বিকেলে চোপড়ার রাঙ্গাগছ এলাকা থেকে একটি বাইক চুরি হয়েছে। প্রসাদগছ এলাকার বাসিন্দা পেশায় কাঠমিস্ত্রি অজিত বর্মন কাজের সূত্রে রাঙ্গাগছে এসেছিলেন। তিনি জানান, মাছের আড়ত সংলগ্ন এলাকা থেকে বাইকটি খোয়া গিয়েছে। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

মেডিকেলে সরব ডাক্তারদের একাংশ

দালালচক্র রুখতে পদক্ষেপ নেই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শহর এবং শহরতলির বেশ কিছু বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের ব্যবসা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উপরে টিকে রয়েছে। মেডিকেলের চিকিৎসকদের সিংহভাগই এই বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত। ফলে মেডিকেল থেকে রোগীকে ফুসলে নিয়ে গিয়ে ঘটিবাটি বিক্রি করিয়ে চিকিৎসার নামে টাকা লুট করাটা খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। মেডিকেল কর্তারা সবাই সবকিছু জানেন, কিন্তু অজানা কারণে প্রত্যেকেই চুপ। রোগী অভিযোগ দায়ের করলে তার পরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বরাবর দায় এড়ান কর্তারা। এমনকি সুপারস্পেশালিটি ব্লকে অন্তর্বিভাগ চালু না করার পিছনেও চিকিৎসকদের একটা বড় অংশের মদত রয়েছে।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ডাক্তারদের একাংশের মতে, সরকারি ব্যবস্থায় কার্ডিওথোরাসিক, প্লাস্টিক সার্জারি, বার্ন ইউনিট, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, নিউরো সার্জারির মতো সুপারস্পেশালিটি বিভাগের পরিষেবা চালু হয়ে গেলে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। তাই মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লক যত দেরিতে চালু হবে দালালচক্রে থাকা চিকিৎসক সহ অন্যদের ততই মঙ্গল।

মেডিকেল সূত্রেই খবর, আগে হাসপাতালে প্রতিদিন নিয়ম করে সব ওয়ার্ডে পরিদর্শনে যেতেন সুপার, ডেপুটি সুপার সহ অন্যরা। এখন সেসব হয় না। ফলে কিছু চিকিৎসক হাসপাতালে বসে নার্সিংহোমে রোগী নিয়ে যাওয়ার কারবার চালাচ্ছেন। হাসপাতালের কর্তা থেকে শুরু করে চিকিৎসক, নার্স সহ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের একাংশের যোগ না থাকলে এই কারবার চালানো সম্ভব নয়। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক এদিনও যথারীতি বলেছেন, ‘পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

> **সমালোচনা অন্দরে**
> - উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে দালালচক্র চলছে দীর্ঘদিন ধরেই
> - ডাক্তারদের একাংশ জড়িত বলেই দালালদের রমরমা
> - আশ্চর্যের বিষয়, সবাই সব জানলেও দালালরাজ রুখতে ব্যবস্থা নেই
> - অনেকেরই মত, নিয়মিত টহল শুরু হলে দালালরা সতর্ক হয়ে যাবেন
> - রোগীকে ফুসলে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় সমালোচনা অন্দরেই

মেডিকেলে দালালদের দৌরাত্ম্য প্রতিদিনই একটু একটু করে বাড়ছে। শুধু যে বহিরাগতরা এসে এখানে দালালি করছে এমনটা নয়, হাসপাতালের কিছু চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী এবং আয়া এমনকি নিরাপত্তারক্ষীদের কেউ কেউ এই দালালচক্রে জড়িয়ে গিয়েছেন। চিকিৎসকরাই বলছেন, শুধু বাইরে থেকে দালাল এসে এখান থেকে রোগীকে ফুসলে বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছে, এটা সম্ভব নয়। চিকিৎসকদের অনেকের ইশারায় দালালরা কাজ করে।

হাসপাতালের প্রাক্তন সুপার তথা সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ সরকারের কথায়, ‘আমি সুপার থাকাকালীন প্রতিদিন সকালে হাসপাতালে এসে আগে সমস্ত অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগে টহল দিতাম। রোগীর পাশাপাশি চিকিৎসক, নার্স সহ হাসপাতাল কর্মীদেরও কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে তা সরাসরি শুনে নিয়ে মেটানোর চেষ্টা করতাম।’ তাঁর মতে, চিকিৎসকদের কেউ কেউ যে সমস্ত কারবার করছেন বলে অভিযোগ উঠছে, এটা বন্ধ হওয়া উচিত। ওয়ার্ডে প্রতিদিন ঢুঁ মারলে দালালচক্রে জড়িতরাও সতর্ক থাকতে বাধ্য হবে।

ইদানীং নেফ্রোলজি, অর্থোপেডিক সহ সার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারির মতো কিছু বিভাগ থেকে রোগীকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। মঙ্গলবার প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে আসা শীতলকুচির এক রোগীর প্লাস্টিক সার্জারি করার জন্য নার্সিংহোমে ৫০ হাজার টাকার প্যাকেজ দিয়েছেন চিকিৎসক। সেই খবর প্রকাশিত হতেই হইচই পড়েছে মেডিকেলে। ডাক্তারদের একাংশ এই মানসিকতার প্রতিবাদ করেছেন। এক সিনিয়ার ডাক্তারের মন্তব্য, ‘কয়েকজনের জন্য মেডিকেলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এটা কোনওভাবেই কাম্য নয়।’ তাঁর মতো অনেকেরই প্রশ্ন, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা গরিব রোগীদের ফুসলে একজন চিকিৎসক নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার স্পর্ধা পান কীভাবে?

ট্রাইসাইকেল প্রাপ্তি শয্যাশায়ীর

নকশালবাড়ি, ২৩ অক্টোবর : সোশ্যাল মিডিয়ায় সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ট্রাইসাইকেল পেলেন রঞ্জিতকুমার দাস। তিনদিন আগে নকশালবাড়ির বাবুপাড়ার বাসিন্দা রঞ্জিত সোশ্যাল মিডিয়ায় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের কাছে একটি ট্রাইসাইকেলের আবেদন জানান। ৪৮ বছরের রঞ্জিত গত ১০ বছর ধরে শয্যাশায়ী। ট্রাইসাইকেল না থাকায় চলাফেরা করতে পারছিলেন না। তাই গত রবিবার অরুণকে ওই আবেদন জানান। অরুণ বর্তমানে হায়দরাবাদে চিকিৎসাধীন। সামাজিক মাধ্যমে রঞ্জিতের আবেদনটি তাঁর নজরে আসে। বুধবার মহকুমা পরিষদের তিন প্রতিনিধি রঞ্জিতের বাড়িতে গিয়ে ট্রাইসাইকেল দিয়ে আসেন।

আত্রেয়ীর বুক দখল করে কালীপুজো।। ভয়ংকর আত্রেয়ী নদীতে মণ্ডপ গড়ে চমকে দিতে চেয়েছিল বালুরঘাটের একটি কালীপুজো কমিটি। বিনা অনুমতিতে শিল্পীদের নদীর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে মণ্ডপ তৈরির কাজও শুরু হয়েছিল। খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বালুরঘাট থানার পুলিশ ও সেচ দপ্তর নিষেধাজ্ঞা জারি করায় আপাতত মণ্ডপ গড়ার কাজ বন্ধ।

খবরের জের

জুয়ার ঠেক বন্ধ করল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : খবর প্রকাশিত হতেই টনক নড়ল পুলিশের। খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কিতে জুয়ার ঠেক বন্ধ করে দেওয়া হল। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ এলাকার বিভিন্ন ঠেকে হানা দেয়। প্রত্যেকটি ঠেক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

কালীপুজো উপলক্ষ্যে পানিট্যাঙ্কিতে একাধিক ক্লাবে প্রতিদিন জুয়ার আসর বসছে বলে অভিযোগ ওঠে। প্রতিদিন শিলিগুড়ি মহকুমা, চোপড়া, ইসলামপুর সহ বিহার থেকে জুয়াড়িরা এখানে আসছিল। জুয়ার পাশাপাশি দিনরাত এই ঠেকগুলিতে মদের আসর বসত। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হয়। তারপরেই পুলিশ জুয়ার ঠেক বন্ধ করতে অভিযানে নামে। এদিন প্রতিটি ক্লাব এবং পুজো কমিটিকে সতর্ক করে দিয়েছে পুলিশ।

স্মারকলিপি

বাগডোগরা, ২৩ অক্টোবর : আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালিত শারদীয়া সম্প্রীতিমেলায় প্রকাশ্যে জুয়ার আসর বসার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ইস্যুকে সামনে রেখে এবং আগামীদিনে স্বচ্ছতার সঙ্গে মেলা পরিচালনার দাবিতে বুধবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে স্মারকলিপি দিল বিজেপি। দলের আঠারোখাই মণ্ডল কমিটির সভাপতি সুভাষ ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, ‘সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারি চালানো সত্ত্বেও কীভাবে জুয়ার আসর বসল?’ এর পরেই তিনি অভিযোগ করেন, ‘এর পিছনে রাজনৈতিক মদত রয়েছে।’

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ পুরো বিষয়টি পুলিশের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘মেলায় জুয়ার আসর বসেছিল কি না সেটা দেখার দায়িত্ব পুলিশের। সিসিটিভিতে জুয়ার আসর ধরা পড়েনি।’

একাকী।। দার্জিলিংয়ে ছবিটি তুলেছেন ময়নাগুড়ির রাজদীপ সাহা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শুরু আবাস যোজনার পুনঃসমীক্ষা

চোপড়ায় তালিকা ঘিরে অনিয়মের অভিযোগ

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৩ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (পিএমএওয়াই) পুনঃসমীক্ষা (রি-সার্ভে) শুরু হতেই তালিকা ঘিরে অনিয়মের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে চোপড়ায়। বুধবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উচলগছ ৫৮ নম্বর বুথে ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সার্ভে শুরু হয়। সরকারি কর্মীরা সেখানে পৌঁছাতেই তাঁদের দেখতে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, যাঁদের ঘর পাওয়ার কথা, তালিকায় তাঁদের নাম নেই। অথচ যাঁদের পাকা বাড়ি রয়েছে, তাঁদের নাম রয়েছে। এমনটা চলতে থাকলে যাঁদের সত্যিই আবাসের ঘর প্রয়োজন, তাঁরা কখনও বাড়ি পাবেন না। স্থানীয়রা দাবি করেন, কারা প্রকৃত অর্থে ঘর পাওয়ার যোগ্য, তা সমীক্ষায় দেখানো হোক।

এদিকে ‘অভিযোগ ভিত্তিহীন’ বলে মন্তব্য করেছেন মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাইয়ুম আলম। তিনি বলেন, ‘পুরোনো তালিকা ধরে সমীক্ষার কাজ চলছে। এখানে নতুন করে নাম সংযোজনের উপায় নেই। যাঁদের তালিকায় নাম নেই, পরের ধাপে তাঁরা অবশ্যই সুযোগ পাবেন।’

> **ক্ষোভ স্থানীয়দের**
> - প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার রি-সার্ভে শুরু হয়েছে সোমবার থেকে
> - বুধবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উচলগছে সরকারি কর্মীরা পৌঁছান
> - তাঁদের দেখতে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা
> - অভিযোগ, পাকা ঘর থাকা সত্ত্বেও তালিকায় অনেকের নাম রয়েছে
> - ভিত্তিহীন অভিযোগ বলে মন্তব্য গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের

অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বিবেক পাল বলছেন, ‘আমাদের গ্রামের বেশ কয়েকজনের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।’ আরেক বাসিন্দা নীলমণি সিংহ বলেন, ‘তালিকায় গরিব মানুষের নাম নেই। অথচ যাঁদের পাকা বাড়ি রয়েছে, তাঁদের পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম আছে।’

স্থানীয় বাসিন্দা সিতানু পালের সংযোজন, ‘অনিয়মের কথা বলতে গেলেই জুটছে হুমকি। যাদের পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম রয়েছে, তারা আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে।’ এর আগে যে সার্ভে হয়েছে, তাতে তালিকায় নাম তোলার জন্যে অনেকের কাছ থেকে টাকা তোলা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন সিতানু।

কিন্তু তা মানতে নারাজ চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল। তাঁর কথায়, ‘তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি যাবেন সরকারি কর্মীরা। যাতে উপযুক্ত মানুষ ঘর পান, তার জন্যই রি-সার্ভে শুরু হয়েছে।’

ব্লক প্রশাসন সূত্রের খবর, ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে পিএমএওয়াই তালিকা তৈরি হয়। এরপর গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক সমীক্ষার ভিত্তিতে নতুন তালিকা তৈরি হয়েছিল ২০১৮-২০১৯ সালে। সেই তালিকা ধরে ২০২২-’২৩ সালে দ্বিতীয় দফায় সমীক্ষা হয়। এখন আবার রি-সার্ভে শুরু হয়েছে।

ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে গত সোমবার থেকে অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক সমীক্ষা শুরু হয়। এলাকার মোট আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য ৯৪টি টিম গঠন করা হয়েছে। ব্লকে তালিকাভুক্ত উপভোক্তার সংখ্যা ১৩ হাজার ৩০০। আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে সার্ভে শেষ করা হবে।

স্কুল চত্বর যেন বহিরাগতদের মুক্তাঞ্চল

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : এলাকার অন্যতম পুরোনো স্কুল হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে নানা সমস্যায় ধুঁকছে নিউ জলপাইগুড়ির (এনজেপি) ভক্তিনগর স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়। ধুঁকছে একই ক্যাম্পাসে থাকা ভক্তিনগর স্পেশাল জুনিয়ার হাইস্কুলটিও।

সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপাল মণ্ডল। তিনি বলেন, ‘স্কুলের ভবনে নেশার আসর বসছে। সন্ধের পর দুষ্কৃতীদের আড্ডাখানায় পরিণত হচ্ছে স্কুল চত্বর। স্কুলের তরফে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকায় এদিকটায় চুরির ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। তবে সমস্যা বেশি রয়েছে সামনের দিকে থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।’

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা সীমানা প্রাচীর না থাকার বিষয়টিকে মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যখন-তখন বহিরাগতরা স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ছে। এছাড়াও পরিকাঠামোর অভাব তো রয়েইছে। প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিনচন্দ্র রায়ের বক্তব্য, ‘সমস্যার কথা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।’ তবে এ প্রসঙ্গে রাজগঞ্জ (পশ্চিম) অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভ্রজ্যোতি বর্মন বলেছেন, ‘স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী বিষয়টি প্রশাসনের ওপরমহলে জানানো।’

নেই সীমানা প্রাচীর

ভক্তিনগর স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই সীমানা প্রাচীর।

এনজেপি নেতাজি মোড় ও রাজাহাউলি এলাকার মাঝেই রয়েছে এই স্কুল। পাশেই ভক্তিনগর বাজার। একই জায়গায় পাশাপাশি দুটি স্কুল। প্রাথমিক স্কুলে পড়ছে পিংকি বর্মনের মেয়ে। তিনি বলছেন, ‘এনজেপি এলাকার গরিব এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের একমাত্র ভরসা এই স্কুল। কিন্তু এখন সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে ভয় হয়।’

ভয়টা ঠিক কীসের? স্কুল চলাকালীন একদল লোক নেশা করে অবাধে স্কুলের ছাদে উঠে ঘোরাফেরা করে। তাদের শোরগোলে পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে টিনের চাল খুলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

পরিকাঠামোগত নানা সমস্যাও রয়েছে। বেশ কয়েকটি ক্লাসরুমে ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। দু-একটি ঘরে চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ এক কোণে সরিয়ে ক্লাস করাতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষকরা। রান্নাঘর ভেঙে গিয়েছে অনেকদিন আগে। বর্তমানে ক্লাসরুমের এক জায়গায় কোনওমতে চলছে রান্না। স্কুলের মাঠে আগাছা বাড়ছে। সাপ-পোকামাকড়ের ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরা। এমনকি পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই বলেও জানা গিয়েছে।

এও অভিযোগ উঠছে, সীমানা প্রাচীর না থাকায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে কয়েকজন মাঠে আবর্জনা ফেলে যাচ্ছে। একসময় প্রাথমিক স্কুলে প্রচুর পড়ুয়া পড়ত। বর্তমানে পড়ুয়া সংখ্যা ১৫০-র নীচে। পড়ুয়া কমে যাওয়ার পিছনে পরিকাঠামোগত সমস্যাকেই দায়ী করছেন অভিভাবকদের একাংশ। স্কুলের গরিমা কি আর আদৌ ফিরবে? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে অভিভাবক ও প্রাক্তনীদের মুখে।

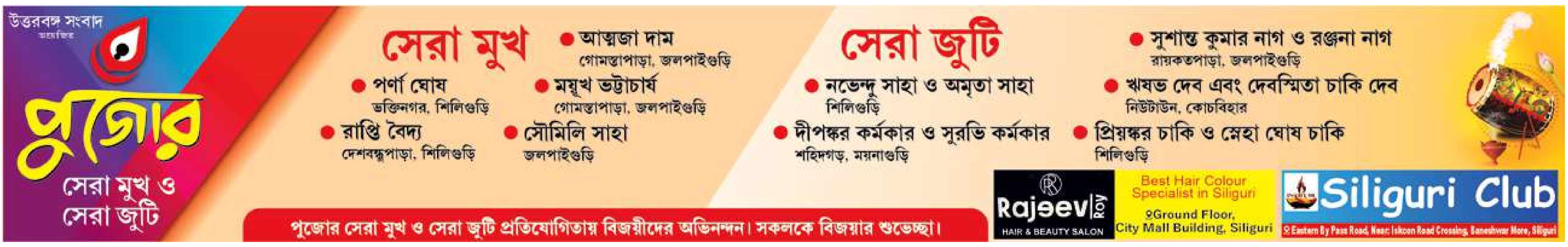

দক্ষিণবঙ্গে ফের বন্যার শঙ্কা

ডিভিসি থেকে জল ছাড়া শুরু

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : একদিকে 'ডানা'র ভ্রূকুটি, অন্যদিকে ডিভিসি থেকে জল ছাড়াও শুরু। তার ফলে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ফের বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গত তিনদিনে প্রায় ১ লক্ষ কিউসেক জল ডিভিসির পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে ছাড়া হয়েছে। সেই জল দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও ছেড়ে দিয়েছে ডিভিসি। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়ার একাংশে দামোদর নদ কার্যত ফুঁসছে। পুজোর আগেই ডিভিসির জল ছাড়ার কারণে হুগলির আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট, হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণপুর এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তার ফলে ওই এলাকায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ফের এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় উদ্বিগ্ন নবান্ন। বুধবারই রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে ডিভিসির চেয়ারম্যানের কথা হয়েছে। পরিস্থিতি নজরে রেখে সময় মতো রিপোর্ট জমা দিতে সেচ দপ্তরের প্রধান সচিব মণীশ জৈনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, 'ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে উপকূলবর্তী এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমি মেদিনীপুর জেলায় রয়েছি। এখানকার পরিস্থিতি নজরে রাখছি। সেচ দপ্তরের প্রধান সচিব মণীশ জৈন ডিভিসির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। আমরা সমস্ত এলাকায় নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছি। গত বর্ষায় যে এলাকায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেগুলিও দ্রুত মেরামত করা হচ্ছে।'

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, 'ডানা'র প্রভাবে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। সেক্ষেত্রে জলাধারগুলিতেও জল অনেক বেশি হয়ে যাবে। তাই আগে থেকেই জলাধারগুলি কিছুটা খালি করার সিদ্ধান্ত নেয় ডিভিসি। সোমবার ও মঙ্গলবার ৬০ হাজার কিউসেক করে জল ছেড়েছে ডিভিসি। বুধবার দুপুর পর্যন্ত ১৩ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়ে গিয়েছে। সেচ দপ্তরের কর্তাদের বক্তব্য, 'ডানা'র প্রভাবে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া ও ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বাড়বে। তাই মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারের জল কিছুটা খালি করার পাশাপাশি দুর্গাপুর ব্যারেজের ওপরেও চাপ বাড়বে। এই কারণে জলাধারগুলি থেকে কিছুটা জল এখন থেকেই খালি করে দেওয়া হচ্ছে। যাতে প্রবল বৃষ্টির সময় বেশি পরিমাণ জল ছাড়তে না হয়। তাতে বন্যা পরিস্থিতি হওয়ার আশঙ্কা কিছুটা কমবে। সেচ দপ্তর প্রতি মুহূর্তে ডিভিসির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

'ডানা'র ঝাপটা আজ শেষরাতে

দুর্যোগ রুখতে প্রস্তুতি রাজ্যের, বাতিল বহু ট্রেন

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শক্তি ও গতি বাড়িয়ে 'ডানা' ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে শক্তি আরও বাড়িয়ে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে 'ডানা'। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে শুক্রবার ভোরের মধ্যে স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ওড়িশার ভিতরকণিকা ও ধামরা পোর্টের মাঝে 'ডানা' আছড়ে পড়তে পারে। ওইসময় ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

'আমপান', 'যশ', 'ফণী', 'আয়লা' প্রভৃতি ঝড়ের কথা মাথায় রেখে দুর্যোগ মোকাবিলায় সমস্তরকম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসনকে। রাজ্যের চার মন্ত্রীকে চারটি জেলার দায়িত্বে থাকতে বলা হয়েছে। মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরীকে পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায়, সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে পশ্চিম মেদিনীপুরে, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরাকে সুন্দরবনে ও বীরবাহা হাঁসদাকে ঝাড়গ্রামের পরিস্থিতি দেখার জন্য বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে ওই চার মন্ত্রীকে আসতে বারণ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন জেলায় খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, 'ডানা'র প্রভাবে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ন'টি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে দুর্যোগ সবচেয়ে বেশি হতে পারে। এইজন্য ওই জেলাগুলির ওপর বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিপাতের 'লাল সতর্কতা' জারি করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও ঝাড়গ্রাম জেলায় শুক্রবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের বেশি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কলকাতায় ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এর ফলে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দুর্যোগের আশঙ্কা ও যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই লোকাল ও দূরপাল্লার একাধিক ট্রেন বাতিল করেছে। এছাড়া দমদম বিমানবন্দর থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধে ৬টা থেকে শুক্রবার সকাল ৯টা পর্যন্ত বিমান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

সতর্ক দিঘা

দিঘা, ২৩ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'-র প্রহর গুনছে বাংলা। কলকাতা সহ রাজ্যের আটটি জেলায় মঙ্গলবার থেকেই সর্তকতা জারি করেছে রাজ্য ও জেলা প্রশাসন। পার্শ্ববর্তী রাজ্য ওড়িশায় আছড়ে পড়তে চলেছে এই ঘূর্ণিঝড়। তবে শুধু ওড়িশা নয়, এই ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বঙ্গোপসাগর সৈকতের পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। মঙ্গলবার থেকেই দিঘায় আসা পর্যটকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে হোটেল বুকিংয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। কাঁথি, এগরা, রামনগর সহ সৈকত পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রায় দু'লক্ষ মানুষকে নির্দিষ্ট শিবিরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বুধবার সকাল থেকে সৈকতজুড়ে বিশাল এনডিআরএফ টিম নামানো হয়েছে।

অভীকের বিরুদ্ধে জমা পড়ল রিপোর্ট

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : গভীর রাতে পার্টিতে তরুণী চিকিৎসকদের ডেকে পাঠাতেন। তাঁর ডাকে হাজির না হলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য করানোর হুমকি দিতেন সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক অভীক দে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে।

আরজি করের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থ্রেট কালচারের অন্যতম মাথা ও উত্তরবঙ্গ লবির সদস্য হিসেবে নাম উঠে আসে এসএসকেএমের পিজিটি চিকিৎসক অভীক দে-র। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করে স্বাস্থ্য ভবন। সেই কমিটি বুধবার অভীকের বিরুদ্ধে এসএসকেএমের অধিকর্তার কাছে রিপোর্ট জমা দেয়। তাঁর বিরুদ্ধে ৩২ দফার অভিযোগ রয়েছে। রাজ্যজুড়ে মেডিকেল কলেজগুলিতে থ্রেট কালচারে অন্যতম অভিযুক্ত অভীক। পরীক্ষার নম্বর গরমিলে হস্তক্ষেপ, জেনারেল বডির মিটিংয়ে পড়ুয়াদের হুমকি সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে সন্দীপ ঘনিষ্ঠ এই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। এই রিপোর্ট যাবে স্বাস্থ্য ভবনে।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি হিসেবে হাসপাতালের নিয়মকানুন মানেননি অভীক। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজের কোটায় তাঁকে নিয়োগ করা হলেও কখনও কোনও কাজই করেননি তিনি। তাঁর রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করার কাজও করেননি তিনি। পরীক্ষায় পরিদর্শকের ভূমিকাতেও দেখা যেত তাঁকে।

প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, আরজি করের ঘটনার পর তাঁর বিরুদ্ধে জুনিয়ার চিকিৎসক ও পড়ুয়ারা মুখ খুলতেই হস্টেলে গিয়ে তাঁদের ভয় দেখাতেন অভীক। আরজি কর কাণ্ডের পর ১১ অগাস্ট বর্ধমান মেডিকেলে গভীর রাতে জুনিয়ারদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এই সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে। আরজি করের ঘটনার দিন অকুস্থলে থাকার কথাও তদন্ত কমিটির কাছে স্বীকার করেছেন। তবে এসএসকেএম কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কেন গিয়েছিলেন তার সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি।

খড়্গাপুরে ব্রিটিশ বিনিয়োগ ২০৫ কোটি

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : ব্রিটিশ সরকার এই রাজ্যের খড়্গাপুরে প্লাস্টিকের বোতল তৈরির কারখানায় ২০৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। এটি সাধারণ প্লাস্টিকের কারখানা নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বোতল গলিয়ে এই কারখানায় নতুন বোতল তৈরি হবে। ম্যাগপেট পলিমার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এই কারখানাটি করছে। এতে বিনিয়োগ করছে ব্রিটিশ ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট বা বিআইআই। বুধবার ম্যাগপেট কোম্পানির সঙ্গে বিআইআই এই মর্মে মউ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এদিন শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কলকাতাস্থ ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার ডক্টর অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং।

ম্যাগপেটের প্রেসিডেন্ট তথা সিইও ইন্দ্রনীল গোহ জানিয়েছেন, খড়্গাপুরের এই কারখানায় বছরে ৪৫ হাজার মেট্রিকটন পলিমার পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হবে। এরাজ্যে এটিই প্রথম পুনর্ব্যবহারযোগ্য বোতল থেকে নতুন পলিমার তৈরির প্রকল্প। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবেন্দ্র সুরানা জানিয়েছেন, এই কারখানায় সরাসরি তিন শতাধিক লোকের চাকরি হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল গোটা পূর্বাঞ্চলে ১০ হাজারেরও বেশি বোতল কুড়ানি এই প্রকল্পে উপকৃত হবেন।

অসুস্থ প্রাক্তন আইজি

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : বারাণসীতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস পঙ্কজ দত্ত। সেখানে একটি সভায় বক্তব্য রাখার সময় নাক-মুখ থেকে রক্ত বের হতে থাকে তাঁর। বর্তমানে বারাণসীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। তাঁর এই অসুস্থতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পালটা শাসকদলের তরফেও কটাক্ষ করা হয়েছে। সম্প্রতি আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে 'সোনাগাছি' শব্দের ব্যবহার করে রাজ্যের রোষানলে পড়েন। কলকাতা হাইকোর্টেও তাঁর এই শব্দবন্ধ প্রয়োগের জন্য তাঁকে ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়। এই বিষয়টিকে ইস্যু করেই শুভেন্দু অধিকারী সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'অবসরপ্রাপ্ত আইজি ৭৩ বছর বয়সি অতি পরিচিত প্রতিবাদী মুখ পঙ্কজ দত্ত গুরুতর অসুস্থ হয়ে অচেতন অবস্থায় বেনারসের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

বৃহস্পতিবার, ৭ কার্তিক ১৪৩১, ২৪ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫৪ সংখ্যা

গান্ধিদের ইচ্ছায়

দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে নির্বাচনি রাজনীতিতে পা রাখলেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। রাহুল গান্ধির ছেড়ে যাওয়া কেরলের ওয়েনাড লোকসভা আসনের উপনির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। মা সোনিয়া এবং দাদাকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারও শুরু করে দিয়েছেন। কংগ্রেস ও ইউডিএফের কর্মী-সমর্থক এবং ওয়েনাডের ভোটারদের পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক শিবিরের বড় অংশের ধারণা, প্রিয়াংকার জয় সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

বিরোধী দলগুলি ওই কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু গত লোকসভা ভোটগুলির ফলাফলে স্পষ্ট, ওয়েনাডে অন্যদের তুলনায় কংগ্রেসের জমি অনেক শক্ত। ২০১৯ সালে রাহুলের জয়ে ওয়েনাড সর্বভারতীয় পরিচিতি পায়। সেবার নেহরু-গান্ধি পরিবারের ঘাঁটি উত্তরপ্রদেশের আমেথিতে বিজেপির স্মৃতি ইরানির কাছে হেরেছিলেন রাহুল। কিন্তু ওয়েনাড তাঁর এবং কংগ্রেসের মুখরক্ষা করেছিল।

২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে রাহুল ওয়েনাডের পাশাপাশি তাঁর পরিবারের স্মৃতিধন্য উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলিতে প্রার্থী হয়েছিলেন। দুটি আসনেই বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ায় ওয়েনাড ছেড়ে দেন। রায়বরেলিতে থেকে যান। সেই ওয়েনাডে এবার তাঁর বোন প্রার্থী। প্রিয়াংকা প্রার্থী হওয়ায় একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। ১৭ বছর বয়সে তাঁর বাবা প্রয়াত রাজীব গান্ধির হয়ে প্রথম নির্বাচনি প্রচারাভিযানে শামিল হয়েছিলেন। তারপর গত ৩৫ বছরে কখনও মায়ের, কখনও দাদার, আবার কখনও কংগ্রেসের তারকা প্রচারক হিসেবে প্রচার করেছেন তিনি। এবার নিজের জন্য প্রচারে নামলেন।

প্রিয়াংকাকে নিয়ে কংগ্রেসের আকাশচুম্বী প্রচারাভিযানে অবশ্য আড়ালে চলে যাচ্ছে ওয়েনাডের অহেতুক উপনির্বাচনের বিষয়টি। প্রিয়াংকার নির্বাচনি হাতেখড়ি অষ্টাদশ লোকসভা ভোটেই হতে পারত। সেই সময় তাঁকে প্রার্থী হওয়ার জন্য কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব অনুরোধও জানিয়েছিল। কিন্তু সেসময় তিনি প্রার্থী হতে চাননি। হয়তো হেরে যাওয়ার ভয়ে অষ্টাদশ লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাননি।

এমনও হতে পারে যে, ভয়টা তাঁর থেকে বেশি ছিল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব এবং গান্ধি পরিবারের মধ্যে। সেই সময় রাহুল গান্ধিকে প্রথমে ওয়েনাডে প্রার্থী করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেখানে ভোট মিটে যাওয়ার পর রায়বরেলিতে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল, যেনতেন প্রকারেণ রাহুল গান্ধির জয় সুনিশ্চিত করা। একশোভাগ জয়ের গ্যারান্টি রাহুল এবং প্রিয়াংকা, উভয়ের ক্ষেত্রেই খুঁজে বেরিয়েছে কংগ্রেস। রাহুলের সাফল্য আসার পর এবার তাই প্রিয়াংকাকে সংসদে পাঠাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে হাত শিবির।

প্রিয়াংকা জিতে গেলে রায়বরেলি, আমেথির পাশাপাশি ওয়েনাড একই বন্ধনীতে চলে আসবে। কিন্তু সাত মাসের ব্যবধানে একটি পরিবারের ইচ্ছার মাশুল গুনতে গিয়ে পরপর দু'বার নির্বাচনের আয়োজনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সময়ের অহেতুক খরচ ও যৌক্তিকতা নিয়ে সচেতন নাগরিকের প্রশ্ন তোলা উচিত। ইচ্ছা করলেই যেটা এড়ানো যেত এবং সেটা করা উচিত ছিল।

আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে অবধারিতভাবে এসে যাচ্ছে। আমেথি-রায়বরেলির মতো নিরাপদ ও চেনা আসনের বাইরে গিয়ে অতীতে ইন্দিরা এবং সোনিয়া গান্ধিরা জয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। রাহুল তাঁদের দেখানো পথে পাঁচ বছর লোকসভায় ওয়েনাডের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ওয়েনাড এখন তাঁর চেনা বৃত্ত বলে রাজনৈতিক মহলে সুপরিচিত। এবার প্রিয়াংকাকে সেই চেনা ও নিরাপদ বৃত্তে নিয়ে আসা হল।

রাহুল সহ কংগ্রেসের তামাম নেতা-কর্মীদের মতো তাঁর লড়াই মূলত বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রথম নির্বাচনি দ্বৈরথে চেনা আসনের বাইরে গিয়ে প্রিয়াংকা যদি গেরুয়া শিবিরের কোনও শক্ত ঘাঁটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, তাহলে লড়াকু নেত্রী হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আরও বেশি প্রমাণিত হতে পারত।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে। - শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

অনুচ্চারিত রইল শুধু নির্যাতিতার কথা

সরকার-ডাক্তার বহু আলোচিত স্নায়ুর যুদ্ধে কে জিতল, তা নিয়ে নানা মত। তবে প্রাথমিকভাবে শেষ হাসি মমতারই।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

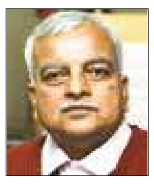

দিন পনেরোর অনশন। 'আমরণ অনশন' মঞ্চে হঠাৎ মুখ্যসচিবের প্রবেশ। ফোনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের কারও কারও কথা। কিছু বাদানুবাদ। আসলে মুখ্যসচিবকে অনশন মঞ্চে পাঠানোটাই মুখ্যমন্ত্রীর বড় চাল। গেম চেঞ্জার।

তারপরে যা ঘটল তার চিত্রনাট্য বোধহয় আগেই লেখা ছিল। নিজের গুহায় যেন শিকারকে টেনে নিয়ে গেল বাঘ। নবান্নে মমতার সামনে আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসকেরা অনেকটাই খেই হারিয়ে ফেললেন যেন। আধ ঘণ্টার বৈঠক যখন দুই ঘণ্টার দিকে এগোচ্ছে, তখনই বোঝা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী খেলিয়ে খেলিয়ে মাছ ডাঙায় তুললেন বলে!

এ যেন এক টান টান ডার্বি। খেলা এক্সট্রা টাইম পেরিয়ে গেল।

বৈঠক শেষের কিছুক্ষণের মধ্যেই অনশনের যবনিকাপাত। জুনিয়ার ডাক্তারেরা ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। তাঁরা ঘোষণা করলেন, আর্জি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের অনুরোধেই এই অনশন প্রত্যাহার। ততক্ষণে আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তার, সিনিয়ার ডাক্তার এবং তাঁদের সঙ্গে প্রায় আড়াই মাস ছায়ার মতো লেগে থাকা সাধারণ মানুষের অনেকেরই প্রশ্ন, সোমবারের ডার্বি জিতল কে? মমতা না জুনিয়ার ডাক্তারেরা?

বৈঠকে যাওয়া জুনিয়ার চিকিৎসকদের অধিকাংশই মনে করছেন, ৮-২ গোলে জিতেছেন তাঁরাই। শনিবার ফোনালাপে তাঁদের ১০ দফা দাবির মধ্যে যেগুলি মুখ্যমন্ত্রী মানতে চাইছিলেন না, সেগুলির বেশ কয়েকটি সোমবার মানতে বাধ্য হয়েছেন মমতা। বিশেষ করে মেডিকেল কলেজগুলিতে ছাত্র নির্বাচনের বিষয়টি। হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের ঠাঁই পাওয়াটাও তাঁদের একটা বড় জয় বলে দেখছেন আন্দোলনকারীদের বড় অংশই।

কিন্তু যেসব সাধারণ মানুষ এতদিন জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে ছিলেন তাঁদের অনেকেই ওই বৈঠকের গতিপ্রকৃতিতে আশাহত হয়েছেন। কেন? তাঁদের অনেককেই বলতে শুনেছি, নবান্নের ওই বৈঠকে 'নির্যাতিতা' কিন্তু ব্রাত্য থেকে গিয়েছেন। তাঁর নাম একবারের জন্যও দুই ঘণ্টার বৈঠকে ওঠেনি। 'জাস্টিস ফর আরজি কর' স্লোগান কারও মুখে শোনা যায়নি।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না। মূল বিষয় থেকে সরে যেতে এমন হল যে নির্যাতিতার প্রসঙ্গই দূরে চলে গেল কেন। জুনিয়ার ডাক্তাররা নিজেদের ফোকাস থেকে প্রসঙ্গ অন্যদিকে নিয়ে চলে গেলেন কেন। তাঁদেরই অনেকে পোস্ট মর্টেমের সময় সম্মতি দিয়ে সই করেছেন বলে খবর বেরোল। তাঁরা এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না কেন? কোনওরকম প্রতিবাদও এল না তাঁদের পক্ষ থেকে।

'হতাশ' সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিদের অনেকে ওই বৈঠককে পর্যালোচনা করেছেন ঠিক এইভাবে :

(১) আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারেরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, নির্যাতিতা আরজি করে থ্রেট কালচারের শিকার।

(২) ওই থ্রেট কালচারের প্রতিবাদ করার শাস্তি হিসেবে নির্যাতিতার এমন নৃশংস মৃত্যু হয়েছে।

(৩) জুনিয়ার ডাক্তারেরা আরজি করে ওই থ্রেট কালচারের সঙ্গে যুক্ত ৪৭ জন চিকিৎসককে চিহ্নিত করে তাঁদের শাস্তির দাবি করেছিলেন।

(৪) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত জুনিয়ার ডাক্তারদের সাসপেন্ড করেছিলেন।

(৫) সোমবার আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের সামনেই মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের ওই সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিয়েছেন।

(৬) কোনও কোনও জুনিয়ার ডাক্তার এ নিয়ে হালকা প্রতিবাদ করেছিলেন বটে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাতে আমল দেননি।

(৭) জুনিয়ার ডাক্তারেরা মনে হয় মেরুদণ্ড বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন। তা নাহলে তাঁরা প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন না কেন? কেনই বা বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন না? এঁরাই কিন্তু পুলিশ কমিশনারের টেবিলে নকল মেরুদণ্ড রেখে এসেছিলেন। তখন প্রশ্ন ওঠে, সব পেশাতেই কি মেরুদণ্ডের অভাব নেই? প্রতিবাদীদের বড় একটি অংশ মনে করছেন, জুনিয়ার ডাক্তারদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করিয়েছেন দুঁদে রাজনীতিক মমতা। শনিবার টেলিফোন আলাপচারিতায় কিছুটা রক্ষণাত্মক থাকলেও, সোমবার প্রথম থেকেই মমতা ছিলেন আক্রমণাত্মক। জুনিয়ার ডাক্তারদের আক্রমণাত্মক হতে না দিয়ে, একের পর আক্রমণ এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর দিক থেকে। 'অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স' এই প্রবাদে ভর করে তাঁর নিজস্ব ঢঙেই লড়াই জিতে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা।

যেসব সাধারণ মানুষ এতদিন জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে ছিলেন তাঁদের অনেকেই ওই বৈঠকের গতিপ্রকৃতিতে আশাহত। কেন? তাঁদের অনেককেই বলতে শুনেছি, নবান্নের ওই বৈঠকে 'নির্যাতিতা' কিন্তু ব্রাত্য থেকে গিয়েছেন। তাঁর নাম একবারের জন্যও দুই ঘণ্টার বৈঠকে ওঠেনি। 'জাস্টিস ফর আরজি কর' স্লোগান কারও মুখে শোনা যায়নি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না। মূল বিষয় থেকে সরে যেতে এমন হল যে নির্যাতিতার প্রসঙ্গই দূরে চলে গেল কেন।

মুখ্যমন্ত্রীর জয় অন্য একটি দিকেও। যেখানে জুনিয়ার ডাক্তারেরা অনশন করছিলেন, সেখানেই ২০০৮ সালে সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানা গড়া নিয়ে অনশনে বসেছিলেন মমতা। জুনিয়ার ডাক্তারেরা ১৭ দিনেই শেষ করেছেন অনশন। মমতা অনশনে ছিলেন ২৬ দিন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই রেকর্ড কিন্তু অক্ষতই থেকে গেল।

আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের ব্যথা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রাথমিকভাবে তাঁদের আরজি কর আন্দোলনের পিছনে ছিলেন শহর কলকাতা ও তার আশপাশের মানুষ। সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে শহরাঞ্চল থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে মফসসল এলাকায়। অনশন শুরু হওয়ার পরে এই প্রতিবাদে একটু একটু করে শামিল হতে শুরু করেন গ্রামের মানুষ। আর তার জন্যই অনশন আন্দোলনকে আর দীর্ঘায়িত হতে দিতে চাননি মমতা। গ্রামে গ্রামে প্রতিবাদীরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে শুরু করেছেন সেই খবর মমতার কানে পৌঁছে গিয়েছিল। স্থানীয় স্তরে মিছিল, মিটিং বা মানববন্ধনের কর্মসূচির ডাক দেওয়া হচ্ছিল ওই গ্রুপগুলির মাধ্যমে। এভাবে প্রতিবাদের ঢেউ আরও ছড়িয়ে পড়লে বিপদ যে বাড়বে তা চিন্তায় ফেলেছিল শাসকদলকে।

যা শোনা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়ার ডাক্তারদের সোমবারের বৈঠকের পর থেকে বিভিন্ন এলাকায় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। যাঁরা গ্রুপ ছেড়ে যাচ্ছেন তাঁরা হতাশা ব্যক্ত করছেন। এই প্রতিবাদ আন্দোলনের চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মন্তব্য, 'আমরা বলছি যে আমাদের মূল দাবি আদায় এখনও হয়নি। অভয়া এখনও বিচার পায়নি। সেই বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন তুলে নেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। তাতে তেমন সাড়া মিলছে না।'

তবে আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারেরা সেরকমটা ভাবছেন না। তাঁরা তাকিয়ে রয়েছেন শনিবারের গণকনভেনশনের দিকে। আমরণ অনশন তোলায় আন্দোলনের গতিমুখ স্তিমিত হয়েছে বলে জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ যে সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন তা মানতে চাননি আন্দোলনের নেতারা।

তাঁরা বলছেন, শনিবারের গণকনভেনশন থেকে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। হতাশার কোনও জায়গা নেই।

তবে একটা কথা মেনে নিতেই হবে যে, বিধানসভার উপনির্বাচনের আগে নরমে গরমে প্রতিবাদের হাওয়ার কিছুটা নিজের পালেই নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০১৩

কিংবদন্তি গায়ক মান্না দে'র জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৩৬

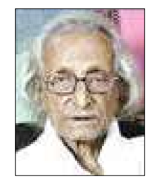

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

আলোচিত

চিনের প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের সঙ্গে কথা হল। ভারত-চিন সম্পর্ক আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি ও স্থায়িত্বের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। পারস্পরিক বিশ্বাস, পারস্পরিক সম্মান ও বোঝাপড়া দু'দেশের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

স্কুলের গেট খোলেনি। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছাত্র-শিক্ষকরা। এমন সময় সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক এবং বিজ্ঞানের শিক্ষক এসে পৌঁছোন। গেট খোলা নিয়ে দুজনের কথাকাটাকাটি। তা গড়ায় লাথি, ঘুসি, জুতোপেটায়। অন্য শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে অবস্থা বাগে আসে। ভাইরাল বিহারের সেই ভিডিও।

ভাইরাল/২

মুম্বইয়ের রাস্তায় শহরের বিখ্যাত 'ডান্সিং কপ' অমল কাম্বলে নাচছেন ডেনমার্কের টিকটকার ইসাবেল আক্রোর সঙ্গে। ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতেই ভাইরাল। মুহূর্তের মধ্যে ১২ লক্ষ ভিউয়ার। ইসাবেল বলছেন, অমলের তুলনা নেই।

জনমন জনমত

সস্তা প্রচারের জন্য রিল বানানোর প্রবণতা ভয়ংকর

সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে লাগে না কোনও সরকারি লাইসেন্স। লাগে না কোনও সরকারি ফোটো আইডেন্টি প্রুফ। এখন সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই দেখা যাচ্ছে, কিছু সংখ্যক মানুষ সস্তা পাবলিসিটি পাওয়ার উদ্দেশ্যে রিল, ভিডিও বানানোর খেলায় মেতেছেন।

সেইসব রিল বা ভিডিওর নেই কোনও বিষয়বস্তু। লাইভ ভিডিওতে এসে কেউ বলছেন, 'আমি খেতে বসলাম। সঙ্গে রয়েছে লাউ ঘণ্ট!' এ কি কাণ্ড! লাউ ঘণ্ট দিয়ে ভাত খাওয়াও দেখতে বলছেন মানুষকে? কেউ ভরিয়ে দিচ্ছেন অশ্লীলতায়। কেউ পথচলতি মানুষকে বিরক্ত করে পরে বলছেন, ওই দেখুন ক্যামেরা! হাত নাড়িয়ে দিন! আপনার সঙ্গে মজা করছিলাম! এটা কি করা যায়? পথচলতি মানুষকে বিরক্ত করার জন্য অনেকে নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করছেন। কে কার আগে কতক্ষণে ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করবেন যেন তারই ব্যস্ততা সবসময়।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে টাকা উপার্জন করা যায়- এই বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে আট থেকে আশির মধ্যে। কিন্তু কী ভিডিও বানাতে হবে, তার মধ্যে দিয়ে সমাজে কী বার্তা যাবে, তা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন মানুষ। নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করছেন কে জানে! এভাবে চলতে থাকলে নতুন প্রজন্ম ধ্বংসের মুখে চলে যাবে।

সুতরাং, সচেতনতামূলক পোস্ট করার চেষ্টা করুন। আপনার ভেতর যে ভালো প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে, সেটাই সুন্দরভাবে আইনকানুন মেনে তুলে ধরুন সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রয়োজনে কেন্দ্র ও রাজ্যের আরও কড়া আইন আনা দরকার।

শুভময় দত্ত, জলপাইগুড়ি।

স্থানীয় খেলার খবর গুরুত্ব পায় না

আমি উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রবীণ গ্রাহক এবং পাঠক। পত্রিকার শুরুর দিন থেকে আমি এই সংবাদপত্রকে আপন করে নিয়েছি। সাদা-কালো থেকে এখন রঙিন হয়েছে আমাদের প্রিয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খবরের মান উন্নত হতে দেখছি না। মাঝে কয়েক বছর কাগজটা বেশ ভালো হচ্ছিল। প্রচুর দুর্নীতি, অনিয়মের খবর কড়াভাবে লেখা হচ্ছিল। কিন্তু শেষ ক'বছরে খবর লেখার মানও পড়েছে।

উত্তরবঙ্গের স্থানীয় খবরের গুরুত্ব কমিয়ে কলকাতাকেন্দ্রিক লেখা গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশেষ করে খেলার খবরের পাতা নিয়ে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়। অথচ এই কাগজে উত্তরবঙ্গের খেলাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না। আমি অবাক হলাম যে, শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে জাতীয় স্তরের মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার খবর, ছবি আপনারা গুরুত্ব দিয়ে ছাপলেন না। তাহলে উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় দাবি করাটা কতটা সঠিক, আমার জানা নেই। আশা করি উত্তরবঙ্গের মানুষের আবেগ উত্তরবঙ্গ সংবাদকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে উদ্যোগী হবেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ইন্দ্রনারায়ণ দাস
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

মেয়েদের শিক্ষায় আজও বাধা রোমিও গ্যাং

সর্বত্র নারী নিরাপত্তা নিয়ে এত আলোচনা চলছে। তবু তার মাঝেই মেয়েদের স্কুলের সামনে ইভটিজিং কিন্তু চলছে অনেক জায়গায়।

সাহানুর হক

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যসেরার তালিকায় প্রতিবারই অনেকে থাকে গার্লস স্কুলটি থেকে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবক-শুভাকাঙ্ক্ষীদের একে অন্যের সহযোগিতা ও চেষ্টায় উত্তরের শিক্ষাক্ষেত্রের মাপকাঠি হয়ে ওঠে স্কুল। তোর্ষাপাড়ের শহরে এই শিক্ষাঙ্গন সত্য ও সত্তায় উন্মুক্ত ও উদ্ভাসিত করে থাকে উত্তরের শিক্ষাকে এইভাবে।

পুজোর ছুটি শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে এক দুপুরে স্কুলটির পার্শ্ববর্তী পথটিতে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ে অন্যরকম দৃশ্য। যদিও সেই দৃশ্য এখন আর অন্যরকম নেই। যেন সহজাত হয়ে উঠছে সবদিকেই প্রতিদিন।

স্কুলের সামনে একদল ছেলের বাইক নিয়ে আড্ডা দেওয়ার দৃশ্য দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? পাশেই এক দোকানের মালিক জানালেন, দীর্ঘসময় এইসব ছেলেদের বাইরে থেকে এসে এখানে আড্ডাবাজি করা রোজ দিনের নামতা হয়ে উঠেছে।

রংবেরংয়ের বেখাপ্পা জামা, চোখে বাহারি সানগ্লাস, ছেঁড়া-ফাটা জিন্স, গোঁফ-দাড়িভর্তি গালে ঢাকা মুখ ইত্যাদি সব হযবরল বৈশিষ্ট্য যুক্ত ছেলেরা সেখানে শুধুই কি আড্ডা দিচ্ছিল নাকি? স্কুল থেকে যে ছাত্রীটি ওই পথে বেরোচ্ছে, তাকেই উদ্দেশ্য করে আগু-পিছু হাঁটছে, ছুড়ে দিচ্ছে প্রেমের প্রস্তাব, হরেক বিশৃঙ্খল অঙ্গভঙ্গি করে শাড়ির আঁচল অথবা ওড়না টানছে, বেয়াদপি করছে রীতিমতো। তবে আশ্চর্যের বিষয়, কেউ কিছু বলছে না কেন? শহুরে স্কুল অথচ এরকম পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক কোনও পদক্ষেপের ছাপও তো দেখা গেল না? প্রতিবাদের রেশটুকুও যেন নেই আশপাশে।

উত্তর খোঁজা কঠিন হলেও জরুরি হয়ে ওঠে। ক্লাস নাইনে পাঠরত বাড়ির ছোট বোনটির ছবি ভাসে চোখে। সে কতটা নিরাপদ ওর গ্রামের স্কুলে? ওকেও স্কুলের সামনে এইরকমই ছেলেদের তামাম কুকীর্তির মোকাবিলা করতে হয় না তো? টিউশন থেকে ফেরার পথেও তো এমনটা হতে পারে? কে উত্তর দেবে? কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকে সে। অনিবার্যভাবেই নিশ্চিত হই, এই সমস্যা ইউনিভার্সাল। গুগল করলে দিনহাটা থেকে দিঘা, কালিম্পং থেকে কলকাতা সবখানেই এইরকম বহু ঘটনার খবর ও রেকর্ড মেলে। অনেকেই আত্মঘাতীও হয়। সুরাহা কোথাও হয়নি, হয় না।

ছুটি শেষ হলেই সব স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষা। কয়েকমাসের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও। এমন সময়ে এইরকম ঘটনার নিয়মিত সম্মুখীন হওয়া প্রতিটি মেয়ে শিক্ষার্থীর জন্য কতটা ক্ষতির? তাই স্কুল শিক্ষকদের দায়িত্ব বেড়ে পড়াশোনার মূল্যায়নের পাশাপাশি এই সমস্যার সমাধান খোঁজা জরুরি হয়ে ওঠে।

সত্যি বলতে স্কুলে পাঠরত ছাত্রীদের জীবনের অঙ্ক ভীষণ কঠিন যেন আজকের দিনে। এইসব আড্ডাবাজ ছেলে তথা রোমিও গ্যাং-এর প্রভাব সেই জীবনে একটি জটিল সমীকরণ হয়ে উঠছে নিয়মিত। ধর্ষণ ও হত্যার খবরও তো শোনা যায় প্রতিদিন। সেই ছেলেরাই যে শুধু দায়ী, তা ভাবা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যথাযথ পারিবারিক শিক্ষা ও সরকারি পদক্ষেপের অভাব, সামাজিক খামখেয়ালিপনাও এর অন্যতম কারণ। সবরকমের অশুভ ছায়াগুলোকে কাটিয়ে প্রতিটি মেয়েই নিজের মা-বাবা-দাদার সম্মানকে নির্ভয়ে পড়াশোনার মাধ্যমে উজ্জ্বল করুক, এটাই প্রার্থনা থেকে যায় শেষে।

(লেখক দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬৯

পাশাপাশি : ১। কুড়ির চেয়ে বেশি পঁচিশের চেয়ে কম একটি সংখ্যা ২। কান ভাঙানি ৪। হঠাৎ ডাকা সভা ৫। পাওনাদার বা অংশীদার ৭। মিটমাট বা আপস ১০। এই ধাতুর অন্য নাম জিংক ১২। আস্তে আস্তে কথা বলা ১৪। পাণ্ডবদের প্রতিপক্ষ ১৫। সম্পর্ক ছেদ ১৬। অঙ্কের বিষয়।

উপর-নীচ : ১। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরা বা আলিঙ্গন করা ২। জমির মাপের একক ৩। মাটি ভেদ করে জন্ম ৬। উত্তরাধিকারের দাবিদার ৮। বাংলা মাসের নাম ৯। জলের নীচে সাঁতার কেটে শিকার ধরে যে পাখি ১১। অকারণে তোষামোদ ১৩। কোমরের নীচে হাঁটুর ওপরের অংশ।

সমাধান ■ ৩৯৬৮

পাশাপাশি : ২। অনাবিল ৫। টুকলি ৬। কনকপ্রভ ৮। বড়ি ৯। আম ১১। কুটকচাল ১৩। সাধনা ১৪। পারিজাত।

উপর-নীচ : ১। চাটুকার ২। অলি ৩। বিমান ৪। সুলভ ৬। কড়ি ৭। কদম ৮। বটুক ৯। আল ১০। মেঘনাদ ১১। কুক্কুট ১২। চাকরি ১৩। সাত।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ব্রিকস সম্মেলনে জিনপিং-এর সঙ্গে বৈঠকে বার্তা মোদির

সীমান্তে শান্তিই অগ্রাধিকার

কাজান (রাশিয়া), ২৩অক্টোবর: সীমান্তে শান্তি এবং সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে রাশ টানা। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক বজায় রাখার দুই প্রধান শর্ত। বুধবার রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভারতের 'অগ্রাধিকার' স্পষ্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দক্ষিণ এশিয়ার দুই বৃহৎ প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে হলে যে সবার আগে সীমান্তে শান্তি ফিরিয়ে আনা জরুরি চিনা প্রেসিডেন্টকে সেই বার্তা দিয়েছেন মোদি।

২০১৯-এর পর এদিন রাশিয়ার মাটিতে প্রথমবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিলেন দুই শীর্ষ নেতা। এদিনের বৈঠকের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে মোদি বলেন, 'আমরা ৫ বছর পর একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মুখোমুখি হয়েছি। আমাদের বিশ্বাস, ভারত-চিন সম্পর্ক শুধু দু-দেশের জনগণের জন্যই নয়, বৈশ্বিক শান্তি, স্থিতাবস্থা এবং উন্নতির পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ। গত ৪ বছরে সীমান্তে শান্তি এবং স্থিতাবস্থাই আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি।' সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছেন মোদি-পুতিন।

বন্ধুত্ব অটুট থাকবে...বুধবার কাজানে নরেন্দ্র মোদি - শি জিনপিং। -এএফপি

২০২০-তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ও চিনা সেনার মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জেরে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) বরাবর বিপুল সেনা মোতায়েন করেছিল দুই দেশ। কূটনৈতিক এবং সামরিক স্তরে বারবার আলোচনার পরেও সীমান্ত জট কাটেনি। চলতি সপ্তাহের শুরুতে ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে সীমান্তে অচলাবস্থা কাটাতে চুক্তিতে পৌঁছেছে ভারত ও চিন। মঙ্গলবার চিনের তরফেও একই কথা জানানো হয়েছে। তবে ভারত যে এখনও চিন সীমান্ত নিয়ে সতর্ক, মোদির এদিনের বক্তব্যে তা স্পষ্ট বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

বুধবার ব্রিকসের মঞ্চ থেকে সন্ত্রাসবাদের শিকড় উপড়ে ফেলার ডাক দেন প্রধানমন্ত্রী। সম্মেলনে যোগদানকারী ৩৬ জন রাষ্ট্রনেতার সামনে দাঁড়িয়ে মোদি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে কোনওরকম দ্বিচারিতা কাম্য নয়। তরুণ প্রজন্মকে সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়ানো থেকে রক্ষা করতে হবে।' দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগ করছে ভারত। কাজানে সেই অবস্থানের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী পরোক্ষে পাকিস্তানের সব ঋতুর বন্ধু চিনকে বার্তা দিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

> আমরা ৫ বছর পর একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মুখোমুখি হয়েছি। আমাদের বিশ্বাস, ভারত-চিন সম্পর্ক শুধু দু-দেশের জনগণের জন্যই নয়, বৈশ্বিক শান্তি, স্থিতাবস্থা এবং উন্নতির পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ। গত ৪ বছরে সীমান্তে শান্তি এবং স্থিতাবস্থাই আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

অতীতে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একাধিক পাক জঙ্গিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণার প্রস্তাব চিনের হস্তক্ষেপে খারিজ হয়ে গিয়েছে। ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও যার প্রভাব পড়েছে। চলতি রাশিয়া সফরে মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন মোদি। ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে পুতিনকে ভারতের তরফে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রথম নির্বাচনি যুদ্ধে নেমে রোড শো-য়ে প্রিয়াংকা। সঙ্গী রাহুল। বুধবার ওয়েনাডের কালপেট্টায়।

ওয়েনাডে প্রচার শুরু প্রিয়াংকার

'প্রথমবার নিজের জন্য ভোট চাইছি'

ওয়েনাড, ২৩ অক্টোবর : নির্বাচনি যুদ্ধে শেষমেশ নেমেই পড়লেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। বুধবার ওয়েনাড লোকসভা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা তথা সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, দাদা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ। ছিলেন প্রিয়াংকার স্বামী-পুত্রও। ১৩ নভেম্বর ওয়েনাডে উপনির্বাচন। রাহুল গান্ধি ওই আসনটি ছেড়ে দেওয়ায় সেখানে উপনির্বাচন হচ্ছে।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে কালপেট্টায় একটি বিশাল রোড শো করেন প্রিয়াংকা। রোড শো শেষে প্রথম নির্বাচনি জনসভায় ওয়েনাডের কংগ্রেস প্রার্থী বলেন, 'আমার বয়স যখন ১৭ বছর ছিল তখন আমি আমার বাবা প্রয়াত রাজীব গান্ধির হয়ে প্রচার করেছিলাম। তারপর আমার মা, দাদা এবং কংগ্রেসের সহকর্মীদের হয়ে বহুবার প্রচার করেছি। ৩৫ বছর ধরে আমি বিভিন্ন নির্বাচনে প্রচার করেছি। কিন্তু এই প্রথমবার আমি কোনও নির্বাচনে নিজের জন্য সমর্থন চাইছি।' তাঁকে সুযোগ দেওয়ার জন্য মল্লিকার্জুন খাড়গের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান তিনি। প্রিয়াংকার রোড শো এবং জনসভায় ভিড় উপচে পড়েছিল।

> লোকসভায় ওয়েনাডে এবার থেকে দুজন সাংসদ থাকবেন। একজন সরকারিভাবে এবং বেসরকারিভাবে আরও একজন সাংসদ থাকবেন।
>
> **রাহুল গান্ধি**

এদিনের তাঁর বক্তব্যে ওয়েনাডের সাম্প্রতিক বিধ্বংসী ভূমিধসের প্রসঙ্গও উঠে আসে। তিনি বলেন, 'আমি নিজের চোখে ধ্বংসলীলা দেখেছি। পরিবার হারানো শিশুদের দেখেছি। যে সমস্ত মা তাঁদের সন্তানকে হারিয়েছিলেন আমি তাঁদের সঙ্গে কথাও বলেছিলাম। যাঁদের জীবন সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছে তাঁরা সকলে আমার সাহসকে সমর্থন করেছেন। আপনাদের একজন হওয়ার সুযোগটা আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার।' বোনের সমর্থনে রাহুল গান্ধি বলেন, 'লোকসভায় ওয়েনাডে এবার থেকে দুজন সাংসদ থাকবেন। একজন সরকারিভাবে এবং বেসরকারিভাবে আরও একজন সাংসদ থাকবেন। দুজনেই আপনাদের বিষয় নিয়ে সরব হবেন।' ডান হাতের কবজিতে বাঁধা রাখি দেখিয়ে রাহুল বলেন, 'এটা আমার বোন আমার জন্য তৈরি করেছেন। এটা আমি কবজিতে বেঁধে রেখেছি। এটা ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি পরব। এটা একজন বোনের জন্য দাদার সুরক্ষার প্রতীক। আমি ওয়েনাডের মানুষের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা আমার বোনকে দেখুন, ওঁর সুরক্ষা দিন।'

কলকাতা এবং নয়াদিল্লি নিয়ে পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো জট কাটল

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো প্রকল্পের জট অবশেষে কাটল। বুধবার প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি পরিবেশরক্ষার দিকে নজর রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শর্ত বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি পিকে মিশ্র এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানিয়েছে, কলকাতার জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো প্রকল্পের কাজ চলবে। তবে পরিবেশমন্ত্রকের বিনা অনুমতিতে কোনও গাছ কাটা যাবে না।

জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো প্রকল্পের জন্য ময়দান এলাকায় বহু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবেশকর্মীদের। তাঁদের দাবি, প্রকল্পের নামে কয়েকশো বড় গাছ কাটা হয়েছে। এই ব্যাপারে শীর্ষ আদালতে মামলা করেছিল পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থা। বুধবার সেই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের ৩ বিচারপতির বেঞ্চ শর্তসাপেক্ষে প্রকল্পের কাজ চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছে। শুনানিতে আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ধর্মতলার দিকে মেট্রোর যে নতুন স্টেশন তৈরি হচ্ছে তার ফলে আরও কিছু গাছে কোপ পড়বে। অপর দিকে সরকারপক্ষের আইনজীবী সলিসিটর জেরারেল তুষার মেহতার বক্তব্য, মামলাকারীরা ৮২৭টি গাছ কেটে ফেলার দাবি করলেও তা সত্যি নয়। গাছগুলি প্রকল্পের জায়গা থেকে সরিয়ে অন্যত্র রোপণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি নতুন করে আরও ৯৪টি গাছ বিকল্প জায়গায় বসানো হয়েছে।

মেহতার আশ্বাস, জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রোর জন্য আর কোনও গাছ কাটা হবে না। দু'পক্ষের সওয়াল জবাবের পর এদিন পরিবেশমন্ত্রকের ছাড়পত্রের শর্তে মেট্রো প্রকল্পের কাজ চালু রাখার কথা জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

নখদন্তহীন পরিবেশ আইন কেন্দ্রকে তোপ

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : শীত এগিয়ে আসতেই দিল্লিতে বাতাসের গুণগত মানের অবনতি ঘটতে শুরু করেছে। যত দিন যাবে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে বলে আশঙ্কা। পড়শি রাজ্যগুলিতে, বিশেষত হরিয়ানা ও পঞ্জাবে শস্যের গোড়া পোড়ানোর জন্যই বাতাসের গুণগত মান খারাপ হচ্ছে বলে মনে করে সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার এই নিয়ে আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়ে কেন্দ্র। একইসঙ্গে পঞ্জাব ও হরিয়ানা সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টে দিল্লির দূষণ মামলার শুনানিতে কেন্দ্র ও দিল্লির লাগোয়া রাজ্যগুলিকে তুলোধোনা করে বিচারপতি অভয় এস ওক, বিচারপতি এ আমানউল্লা এবং বিচারপতি এজি মাসিহ-র বেঞ্চ জানিয়েছে, কেন্দ্র পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে সংশোধনী আনার কারণে সেটি 'নখদন্তহীন' হয়ে পড়েছে। আদালতের মতে, সংশোধনীর মাধ্যমে (কড়া) শাস্তি তুলে দিয়ে রাখা হয়েছে কেবল জরিমানা। তাছাড়া সেই জরিমানাও ভালোভাবে করা হচ্ছে না বলে মনে করে আদালত।

কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি আদালতকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'পঞ্জাব ও হরিয়ানার পরিবেশসচিব এবং অতিরিক্ত প্রধান কৃষিসচিবকে শোকজ করা হয়েছে। ১০ দিনের মধ্যে নিয়মগুলি চূড়ান্ত করা হবে এবং আইনটি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা হবে।' বেঞ্চ তীব্র ভাষায় বলেছে, 'দূষণ রোধে সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি শুধু তা-ই নয়, পরিবেশ আইনটিকেই কার্যত অকেজো করে দিয়েছে। আমরা এর জন্য ভারত সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করব। রাজ্য সরকারগুলি এবং আপনি (কেন্দ্র) পরিবেশ রক্ষা করতে চাইলে ১৫ নম্বর ধারা তৈরির আগেই সেসব করা হত। এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার, আর কিছু নয়।'

'ইন্ডিয়া' মুছে 'ভারত'

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : দেশের নামবদলের ব্যাপারে এখনও সফল হয়ে উঠতে পারেনি মোদি সরকার। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত বিএসএনএলের ক্ষেত্রে সেই খামতি ঢেকে ফেলল কেন্দ্র। এতদিন সংস্থার ক্যাচলাইন ছিল 'কানেক্টিং ইন্ডিয়া'। মঙ্গলবার সেটির গা থেকে 'ইন্ডিয়া' মুছে ভারত লিখে দিল কেন্দ্রীয় টেলিকম দপ্তর। এবার থেকে সংস্থার ক্যাচলাইন 'কানেক্টিং ভারত'। শুধু ক্যাচলাইন নয়, বিএসএনএলের লোগোতেও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার হাত ধরে ক্যাচলাইন ও লোগোর পরিবর্তন করা হয়। সেইসঙ্গে বিএসএনএলের নতুন ৭টি পরিষেবার সূচনাও করেন তিনি।

আজ পিএসিতে সেবি প্রধান

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) বৈঠকে বৃহস্পতিবার উপস্থিত থাকবেন সেবির প্রধান মাধবী পুরী বুচ। আমেরিকার আর্থিক গবেষণা সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্টে মাধবীর বিরুদ্ধে নিয়ম বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন এবং স্বার্থের দ্বন্দ্বের অভিযোগ করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত দাবি করেছে কংগ্রেস। ঘটনাচক্রে পিএসির চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল। এমন একটি সংসদীয় কমিটির তরফে সেবি চেয়ারপার্সনকে তলব তাৎপর্যপূর্ণ। তদন্তে মাধবীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রমাণ মেলেনি। সেবি চেয়ারপার্সনের পদ থেকে মাধবীর পদত্যাগের কারণ নেই বলেও সূত্রটি জানিয়েছে।

ঢাকায় রাষ্ট্রপতির ইস্তফা নিয়ে চর্চা

ছাত্র লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা ২৩ অক্টোবর : রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহবুদ্দিনের পদত্যাগ চেয়ে ক্রমশ সুর চড়ছে বাংলাদেশে। মঙ্গলবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এই পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন, 'রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ একেবারেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, আইনি বা সাংবিধানিক প্রশ্ন নয়। এই বিষয়ে রাজনৈতিক আলোচনা, সমঝোতা ও জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

এরই মধ্যে সরকারি ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আওয়ামী লিগে ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র লিগকে নিষিদ্ধ করা হল।

এদিকে, নাহিদ বলেন, 'গণ অভ্যুত্থানের জেরে জনগণের সমর্থনে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে বিদ্যমান সংবিধান ও রাষ্ট্রপতিকে রেখেই আমরা সরকার গঠন করেছিলাম। কিন্তু আমাদের যদি মনে হয়, তাতে অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এবং জনগণ এই সরকারে অসন্তুষ্ট, তাহলে বিষয়টি নিয়ে আমরা ভাবব এবং পুনর্মূল্যায়ন করা হচ্ছে।' বিদেশি চক্রান্তের অভিযোগও তুলেছেন নাহিদ। তাঁর কথায়, 'দেশি-বিদেশি চক্রান্ত চলছে। কোনওরকমের অরাজকতা সৃষ্টি করে এই গোষ্ঠী যেন সুবিধাভোগী সুবিধা নিতে পারে, সেই দিকে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।'

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে সাহবুদ্দিন বলেছিলেন, শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও তথ্যপ্রমাণ তাঁর কাছে নেই। রাষ্ট্রপতির ওই মন্তব্যের পরই দেশজুড়ে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়। এদিন দুপুরে প্রধান উপদেষ্টা ড.মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করেন বিএনপির তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল।

৩ মিনিটে বিদায়

ডানেডিন, ২৩ অক্টোবর : সময় মাত্র ৩ মিনিট। তার মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে বিদায় আলিঙ্গন। সম্প্রতি এমনই নিয়ম চালু হয়েছে নিউজিল্যান্ডের ডানেডিন বিমানবন্দরে। সেখানে টার্মিনালের বাইরে জ্বলজ্বল করছে একটি নির্দেশিকা। তাতে লেখা, টার্মিনাল চত্বরে প্রিয়জনকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানাতে সর্বোচ্চ ৩ মিনিট পাওয়া যাবে। যাঁদের এর চেয়ে বেশি সময়ের প্রয়োজন তাঁদের যেতে হবে বিমানবন্দরের পার্কিং লটে। কর্তৃপক্ষের যুক্তি, যাত্রীদের বিদায় জানাতে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবরা বিমানবন্দরে আসেন। টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ তাঁরা একে অন্যকে বিদায় জানান। চলে আলিঙ্গন পর্ব। যার জেরে সমস্যায় পড়েন অন্য যাত্রীরা। চেক-ইন পর্বেও সমস্যা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে হস্তক্ষেপ করতে হয় উড়ান সংস্থার আধিকারিকদের। সেই জট কাটাতেই আলিঙ্গনের সময় বেঁধে দেওয়ার ভাবনা।

বাড়তি ছুটি

ভুবনেশ্বর, ২৩ অক্টোবর : ওড়িশার সরকারি মহিলা কর্মীদের জন্য সুখবর। এবার তাঁরা প্রতি মাসে প্রাপ্য ক্যাজুয়াল লিভের সঙ্গে আরও একটি বাড়তি ছুটি পাবেন। এই ছুটি ঋতুকালীন সমস্যার জন্য। প্রতি মাসে একদিন, বছরে ১২ দিন বাড়তি ছুটি তাঁদের ১৫ দিনের ক্যাজুয়াল লিভের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে ওড়িশায় মহিলাদের ক্যাজুয়াল লিভের সংখ্যা বেড়ে ২৭ দিন হল।

মৃত বেড়ে ৬

বেঙ্গালুরু, ২৩ অক্টোবর : নির্মীয়মাণ বহুতল ভবন ধসে পড়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬ জন হয়েছে। এখনও পর্যন্ত জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ১৩ জনকে। তাঁদের কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। আরও কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে রয়েছেন। তাঁদের উদ্ধারের কাজ চলছে। উদ্ধারকাজে আনা হয়েছে 'ডগ স্কোয়াড'কেও। পুলিশ বহুতলের মালিক মুনিরাজু রেড্ডিকে গ্রেপ্তার করেছে।

পাশে পরিবার

মুম্বই, ২৩ অক্টোবর : এই প্রথম মুখ খুলল বিষ্ণোই সম্প্রদায়। সলমনকে নিয়ে নতুন দাবি তুলেছে তারা। বিরল প্রজাতির কৃষ্ণসার হত্যাকাণ্ডে তাদের বক্তব্য, সলমন হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকুন বা না থাকুন তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যদিকে, জেলবন্দি লরেন্স বিষ্ণোইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পরিজনেরা জানিয়েছেন, লরেন্স কাউকে হুমকি দেননি বলে লরেন্সের তুতো ভাই রমেশ বিষ্ণোই জানিয়েছেন।

জট মিটল এমভিএ-তে

মুম্বই, ২৩ অক্টোবর : আসনবণ্টন নিয়ে এমভিএ-তে জট কাটল ঠিকই, কিন্তু তাতে শরিকি জট আরও পাকিয়ে ওঠার সম্ভাবনা জিইয়ে রইল। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর বুধবার এমভিএ-র শীর্ষ নেতৃত্ব শেষমেশ আসনবণ্টন নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছোতে সমর্থ হয়েছেন। রফাসূত্র অনুযায়ী, মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস, এনসিপি (এসপি) এবং শিবসেনা (ইউবিটি) তিন দলই ৮৫টি করে আসনে প্রার্থী দেবে। এদিন আসন জট কাটানোর পর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলে, এনসিপি নেতা জয়ন্ত পাতিল এবং শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত এক সাংবাদিক বৈঠকে রফাসূত্রের কথা ঘোষণা করেন।

নানা পাটোলে বলেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তিন দলই ৮৫টি করে আসনে প্রার্থী দেবে। বাকি ৩৩টির মধ্যে ১৮টি আসনে আমরা সপা সহ অন্য দলগুলির সঙ্গে কথা বলছি। আগামীকালের মধ্যে সবকিছু ঘোষণা করা হবে। আমরা মহা বিকাশ আঘাড়ি হিসেবে নির্বাচনে

মহারাষ্ট্র

লড়াই করছি এবং আমরাই সরকার গঠন করব।' তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে সঞ্জয় রাউত দাবি করেন, 'আমরা ২৭০টি আসনে আসনরফা চূড়ান্ত করে ফেলেছি। বাকি আসনগুলি নিয়ে আলোচনা চলছে। আমরা সবাই একসঙ্গে রয়েছি।' উদ্ধব ঠাকরের দলের তরফে এদিনই ৬৫ জনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালে কংগ্রেস এবং এনসিপি ১২৫টি করে আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। শিবসেনা সেবার বিজেপির সঙ্গে ছিল। তারা ১২৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। সেখান থেকে এক লহমায় তাদের আসনসংখ্যা ৮৫-তে নেমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো শুরু হয়েছে।

এদিন আসনজট কাটানোর ব্যাপারে কংগ্রেস নেতারা শারদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করেন। বিরোধী দলনেতা বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ার, নানা পাটোলে এবং বালাসাহেব থোরাট এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমোর সঙ্গে দেখা করেন। এদিকে এদিন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি ৩৮ জনের প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে।

রামমন্দিরে ভক্তদের ভিড়। বুধবার বেঙ্গালুরুর রাজাজিনগরে।

দাম্পত্য ধর্ষণ মামলা ছাড়ল চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : দাম্পত্য ধর্ষণকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করার আর্জি নিয়ে দায়ের হওয়া একাধিক আবেদনের শুনানি বুধবার চার সপ্তাহের জন্য মুলতুবি করেছে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। আদালত উল্লেখ করেছে, বর্তমান প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের মেয়াদকালে এই মামলার শুনানি শেষ করা সম্ভব হবে না। তাই পরে অন্য কোনও বেঞ্চে মামলাগুলির শুনানি হবে।

১০ নভেম্বর প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নেবেন চন্দ্রচূড়। সেটি রবিবার পড়েছে। সে ক্ষেত্রে তাঁর শেষ কাজের দিন ৮ নভেম্বর (শুক্রবার)। শীর্ষ আদালতের ইঙ্গিত, ১০ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের অবসরের আগে মামলাটির নিষ্পত্তির সম্ভাবনা নেই। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'নিকট ভবিষ্যতে এই মামলার শুনানি শেষ হওয়া সম্ভব নয়। চার মাস বাদে নতুন কোনও বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে।'

বাড়ল কর্তারপুর চুক্তির মেয়াদ

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : এসসিও বৈঠকে যোগ দিতে সম্প্রতি পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। এরপরই পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পন্ন হল চুক্তি। আরও ৫ বছরের জন্য মেয়াদ বাড়ানো হল ভারত-পাক কর্তারপুর করিডর চুক্তির। মঙ্গলবার রাতে জয়শংকর নিজেই এ কথা জানান।

এক্স হ্যান্ডেলে বিদেশমন্ত্রী লেখেন, 'আগামী ৫ বছরের জন্য কর্তারপুর সাহিব করিডরের চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হল। শিখদের পবিত্র ধর্মস্থানে যাতে সহজে যাতায়াত করা যায়, সেই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার কাজ করে চলেছে।' তবে চুক্তি সম্পন্ন হলেও কর্তারপুর সাহিব দর্শনের জন্য ভারতীয় পুণ্যার্থী পিছু ২০ ডলার (১৬৮১.৫১ টাকা) করে ধার্য করে পাক সরকার। ইসলামাবাদ যাতে ওই টাকা না নেয়, তার জন্য সেখানকার সরকারের কাছে এবারও আবেদন করেছে ভারত।

বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বুধবার বলেন, 'চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো আমাদের শিখ ভাই-বোনদের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাপূরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।'

শিখদের অন্যতম পবিত্র ধর্মস্থান এই গুরদোয়ারা দরবার সাহিব কর্তারপুর। মনে করা হয়, জীবনের শেষ ১৮ বছর এখানেই কাটিয়েছিলেন গুরু নানক। কর্তারপুর সাহিবে যেতে ভারতীয়দের কোনও ভিসা লাগে না।

এক্স, মেটার সঙ্গে বৈঠক কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : সামাজিক মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ভারতের উড়ান শিল্পে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছেই। ইন্ডিগো, ভিস্তারা এবং এয়ার ইন্ডিয়ার অন্তত ৩০টি বিমানে নাশকতা চালানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে গত ৯ দিনে ১২০টির বেশি উড়ানে হামলার বার্তা এসেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত সব হুমকিই ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় সরকার মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছে না। বুধবার এক্স এবং মেটার আধিকারিকদের সঙ্গে কেন্দ্রের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন যুগ্মসচিব সংকেত এস ভন্ডভে। কয়েকদিন ধরে ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলির কাছে যেসব হুমকি এসেছে তার বেশিরভাগের উৎস মাইক্রো ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্স।

উড়ানে উড়ো-হুমকি

সূত্রের খবর, ভুয়ো হুমকি এবং গুজব ঠেকাতে নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে সামাজিক মাধ্যমগুলির প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করেছে সরকার পক্ষ। উড়ান শিল্পকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু। এজন্য প্রয়োজনে আইন সংশোধনের কথা জানিয়েছেন তিনি। নাইডু বলেন, 'আমরা আইন সংশোধনের বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। আমাদের আইনি দল এটি নিয়ে কাজ করেছে। আমাদের অন্যান্য মন্ত্রকের সঙ্গেও পরামর্শ করতে হবে।'

ভারতের বিচার বিভাগ

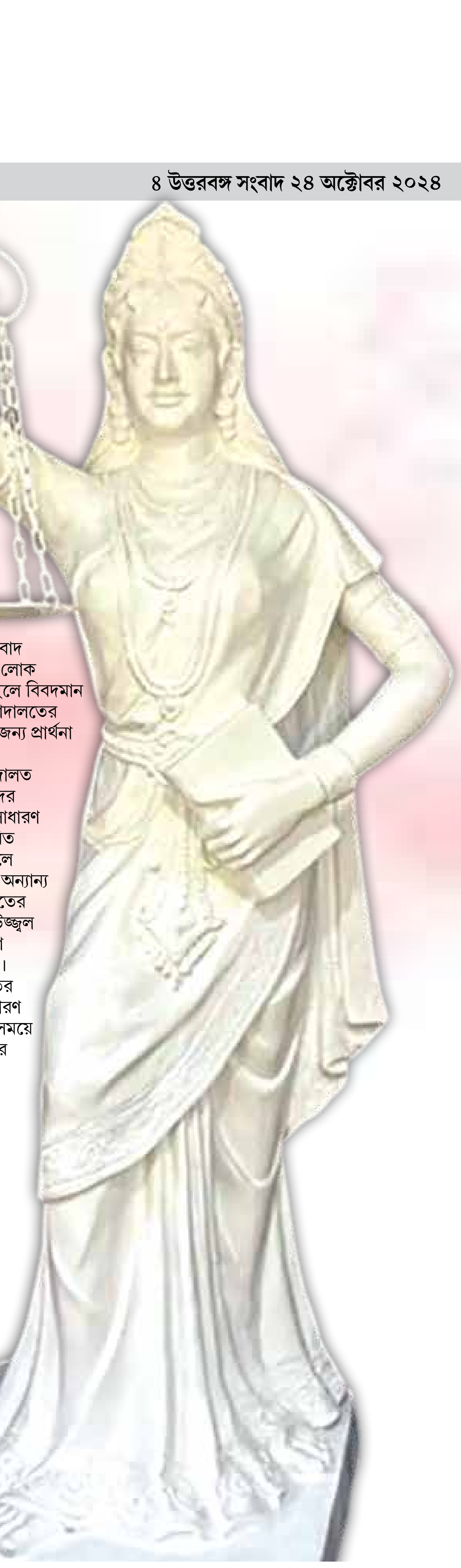

ভারতের বিচার বিভাগ অধ্যায় থেকে ছাত্রছাত্রীদের ছয়টি MCQ ও দুটি SA ধরনের প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে অথবা কেবলমাত্র একটি ৮ নম্বরের বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। বিগত কয়েক বছরে উচ্চমাধ্যমিকের রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্ন ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে এই অধ্যায় থেকে ৮ নম্বরের একটা প্রশ্নের উত্তর লিখতে হচ্ছে। এবছর যে দুটি প্রশ্ন এই অধ্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ– ১. সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও কাজ আলোচনা কর অথবা লোক আদালত সম্পর্কে টিকা লেখ। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য এই দুটো প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

সুদীপ্ত ঘোষ, *শিক্ষক*
মণিভিটা উচ্চবিদ্যালয়
উত্তর দিনাজপুর

উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

১. ভারতের সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো। প্রশ্ন মান–২ + ৬

গঠন: ভারতের অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সংবিধানের ১২৪ থেকে ১৪৭ ধারায় সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূল সংবিধানে বলা হয়েছিল ১ জন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক ৭ জন অন্যান্য বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। ১৯৮৬ সালে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে বিচারপতির সংখ্যা ২৬ জন করে। ২০১১ সালে প্রণীত আইন অনুসারে ১ জন প্রধান বিচারপতি ও সর্বাধিক ৩০ জন অন্যান্য বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠনের কথা বলা হয়েছে।

বিচারপতিদের যোগ্যতা : সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হতে হলে একজন ব্যক্তিকে প্রথমত, ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, কমপক্ষে পাঁচ বছর কোনও হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা অথবা ১০ বছর অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং তিনি রাষ্ট্রপতির মতে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হবেন।

কার্যাবলি: সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্ষেত্রকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয় । ১. মূল এলাকা ২. আপিল এলাকা ৩. পরামর্শ দান এলাকা ৪. নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি এলাকা

১. মূল এলাকা : সংবিধানের ১৩১ ধারা অনুযায়ী যে সকল মামলা শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্ট ছাড়া হাইকোর্ট বা অন্য কোনও আদালতে দায়ের করা যায় না সেই ক্ষেত্রগুলি সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত। আইনগত অধিকারের প্রশ্নে (ক) কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ (খ) কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি বা একটি রাজ্য সরকারের বিরোধ (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিলে একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট এসব বিরোধের নিষ্পত্তি করার অধিকারী। এছাড়াও রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনও বিরোধের সৃষ্টি হলে তার মীমাংসা কেবলমাত্র সুপ্রিম কোর্ট করতে পারে।

২. আপিল এলাকা : সুপ্রিম কোর্ট হল ভারতের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। সুপ্রিম কোর্টের আপিল এলাকাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় যথা – (ক) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপিল (খ) দেওয়ানি আপিল (গ) ফৌজদারি আপিল (ঘ) বিশেষ অনুমতিসূত্রে আপিল

(ক) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপিল : সংবিধানের ১৩২(১) ধারা অনুসারে দেওয়ানি, ফৌজদারি বা অন্য যে কোনও মামলায় হাইকোর্ট যদি এই মর্মে প্রমাণপত্র দেয় যে মামলাটির সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে তাহলে ওই মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়।

(খ) দেওয়ানি আপিল : সংবিধানের ১৩৩ (১) ধারা অনুযায়ী কোনও দেওয়ানি মামলায় যদি হাইকোর্ট এই মর্মে প্রমাণপত্র দেয় যে সংশ্লিষ্ট মামলাটির সঙ্গে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রয়েছে তাহলে সেই মামলার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়।

(গ) ফৌজদারি আপিল : ফৌজদারি মামলার বিষয়ে তিনটি ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায় যথা – a) নিম্ন আদালতের রায়ে নির্দোষ বলে প্রমাণিত কোনও ব্যক্তিকে হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড দিলে b) নিম্ন আদালত থেকে কোনও মামলা নিজের হাতে নিয়ে হাইকোর্ট অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দিলে c) কোনও মামলা সুপ্রিম কোর্টে আপিলযোগ্য বলে হাইকোর্ট প্রমাণপত্র দিলে।

(ঘ) বিশেষ অনুমতিসূত্রে আপিল : সংবিধানের ১৩৬ (১) ধারা অনুসারে যে কোনও আদালত বা ট্রাইবিউনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার বিশেষ অনুমতি সুপ্রিম কোর্ট নিজেই প্রদান করতে পারে।

৩. পরামর্শ দান এলাকা : সংবিধানের ১৪৩ (১) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন আইন বা তথ্য সংক্রান্ত কোনও সর্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তাহলে তিনি সে বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ দিতে বাধ্য নয়। তবে ১৪৩ (২) ধারা অনুযায়ী সংবিধান চালু হওয়ার আগে সম্পাদিত সন্ধি, চুক্তি অঙ্গীকারপত্র, সনদ ইত্যাদির মধ্যে যেগুলো সংবিধান চালু হওয়ার পরও বলবৎ আছে সেগুলির বিষয়ে কোনও বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ চেয়ে পাঠাতে পারেন। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে বাধ্য। অবশ্য কোনও ক্ষেত্রেই সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নন।

৪. নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি এলাকা : সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা। তাই সংবিধানের ৩২ ধারা অনুসারে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে এই অধিকারগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সুপ্রিম কোর্ট বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, উৎপ্রেষণ ও অধিকার পৃচ্ছা প্রভৃতি লেখ জারি করে থাকে।

অন্যান্য ক্ষমতা ও কাজ : উপরোক্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি ছাড়াও সুপ্রিম কোর্ট অন্যান্য যেসব দায়িত্ব পালন করে সেগুলি হল – I) ১২৯ ধারা অনুযায়ী অভিলেখ আদালত হিসেবে দায়িত্ব পালন করা II) ১৪২ (২) ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের অবমাননার জন্য অবমাননাকারীকে শাস্তি প্রদান করা III) নিজের দেওয়া রায় বা সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করা প্রভৃতি।

২. লোক আদালত সম্পর্কে একটি টিকা লেখ । প্রশ্ন মান- ৮

ভারতের বিচার ব্যবস্থায় এক অভিনব সংযোজন হল লোক আদালত। লোক আদালত বলতে আমরা সেই সব আদালতকেই বুঝি যেখানে দাম্পত্যকলহ, পারিবারিক বিবাদ, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ, পথ দুর্ঘটনা, বিমা সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন প্রভৃতি দেওয়ানি মামলার বিচার কম খরচে দ্রুত নিষ্পত্তির সম্ভাবনা থাকে। তাই কম সময়ে এবং স্বল্পব্যয়ে মানুষের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেবার এক প্রগতিশীল পদক্ষেপ হল লোক আদালত। অধ্যাপক জেসি জোহারির মতে, ‘ন্যায়বিচার কখনোই ব্যয়সাপেক্ষ বা সময়সাপেক্ষ হওয়া উচিত নয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি গ্রহণীয় হওয়া উচিত।’

লোক আদালতের উদ্দেশ্য : সাধারণ জনগণ যাতে দ্রুত, স্বল্পব্যয়ে ন্যায়বিচারের পরিষেবা পেতে পারে, তার জন্য লোক আদালত সর্বদা প্রস্তুত। লোক আদালত গঠনের কতগুলি উদ্দেশ্য রয়েছে, সেগুলি হল –

ক. প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার ওপর থেকে চাপ কমানো

খ. ছোটখাটো কম গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির বিরোধ নিষ্পত্তি লোক আদালতের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে

গ. স্বল্পব্যয়ে ন্যায়বিচারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা

ঘ. সর্বোপরি দ্রুত মামলার বিচার পাওয়ার জন্য লোক আদালত গঠন করা হয়েছে। যাতে দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষ স্বল্পব্যয়ে দ্রুত বিচার পেতে পারেন।

ভারতবর্ষে প্রথম লোক আদালত গড়ে ওঠে গুজরাটে। পরবর্তীতে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেও একে একে লোক আদালত গড়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজ্যের লোক আদালত গঠন ও কার্যপ্রক্রিয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকেও এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয় ১৯৮৭ সালে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন প্রণীত হয়। এই আইনের সুবাদে ভারতবর্ষে লোক আদালত আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে। পিএন ভগবতীকে লোক আদালতের জনক বলে অভিহিত করা হয়। সংবিধানের ১৯(২) ধারা অনুযায়ী একটি অঞ্চলের লোক আদালত একজন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এবং তার মনোনীত কোনও অধস্তন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কোনও ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে গঠিত হয়। লোক আদালতের সদস্যসংখ্যা কত হবে তা আইনগত পরিষেবা কর্তৃপক্ষ ঠিক করবে। সাধারণত একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ও একজন সমাজসেবীকে লোক আদালতের সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

লোক আদালতের কাজ :

১. দীর্ঘদিন ধরে যেসব মামলা অমীমাংসিত রয়েছে, সেই সব মামলাগুলি যদি অন্য কোনও আদালত লোক আদালতে হস্তান্তরিত করে তাহলে লোক আদালত সেই মামলার দ্রুত মীমাংসা করতে পারে।

২. কোর্টের বাইরে আপস মীমাংসার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে লোক আদালত উভয়পক্ষকে বিরোধ মিটিয়ে নেওয়ার আর্জি জানিয়ে থাকে।

৩. লোক আদালত কোনও মামলার বিচার করতে গিয়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

৪. লোক আদালত বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ, বিমা ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি বিরোধের সুষ্ঠু মীমাংসা করতে পারে। লোক আদালত যে রায়টি গ্রহণ করে সেই রায়টি চূড়ান্ত বিবেচিত হয়।

লোক আদালতের কার্যপদ্ধতি :

১. পরস্পর বিবদমান যে কোনও একপক্ষকে সংশ্লিষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য লিখিতভাবে আবেদন জানাতে হয়। এইরূপ আবেদনপত্র পরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষা করার পর আবেদনটি যদি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব লোক আদালতের উপর ন্যস্ত করা হয়।

২. যে কোনও বিবাদ মীমাংসার জন্য লোক আদালতকে ন্যায়, সততা, সমদর্শিতা এবং অন্যান্য আইনগত নীতি অনুসরণ করতে হয়।

৩. লোক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না।

তবে কোনও বিবাদ নিষ্পত্তি করতে লোক আদালত ব্যর্থ হলে বিবদমান পক্ষ সাধারণ আদালতের কাছে বিচারের জন্য প্রার্থনা জানাতে পারে।

লোক আদালত যেভাবে নিজেদের গুণগুলি দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করছে, তার ফলে লোক আদালত অন্যান্য সাধারণ আদালতের থেকে নিজের উজ্জ্বল রূপটিকে প্রকাশ করতে পেরেছে। লোক আদালতের ফলে আজ সাধারণ মানুষ খুব অল্প সময়ে স্বল্পব্যয়ে সুবিচার পাচ্ছেন।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি

দশম শ্রেণির তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে ‘বর্জ্য ব্যবস্থাপনা’ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সামগ্রিক স্বচ্ছ পরিবেশ গড়ে তোলা তথা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ‘বর্জ্য’ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই এই অধ্যায় থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হল।

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালা পুর উচ্চবিদ্যালয়
তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

মাধ্যমিক ভূগোল

১) পরিবেশ মিত্র বর্জ্য কী?

উত্তর:: যেসব বর্জ্য পদার্থ জৈব ভঙ্গুর এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশেরও ক্ষতিসাধন করে না, সেসব বর্জ্য পদার্থকে পরিবেশ মিত্র বর্জ্য বলে। যেমন - গাছের পাতা, সবজির অবশিষ্ট অংশ, ফলের খোসা ইত্যাদি।

২) কম্পোস্টিং কী?

উত্তর::: যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব পদার্থগুলিকে ব্যাকটিরিয়ার বিয়োজনের মাধ্যমে হিউমাসে রূপান্তরিত করা হয়, তাকে কম্পোস্টিং বলা হয়।

৩) বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ‘3R’ কথাটির অর্থ কী?

উত্তর:: 3R কথাটির অর্থ হল- 1)

Reduce বা বর্জ্যের পরিমাণগত হ্রাস বা বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ কমানো। 2) Reuse বা বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারযোগ্য বস্তুকে পুনরায় ব্যবহার করা। 3) Recycle বা বর্জ্যের পুনর্নবীকরণ।

৪) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দাও?

উত্তর::: যে কার্যকরী পরিচালন পদ্ধতির মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ, পরিবহণ, শোধন, ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস ও পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করা হয়, সেই পদ্ধতিকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলে।

৫) ভার্মি কম্পোস্টিং কী?

উত্তর:: এক বিশেষ ধরনের লাল কেঁচোর সাহায্যে মাটির জৈব বর্জ্য পদার্থের বিয়োজন ঘটিয়ে হিউমাস জাতীয় কম্পোস্ট সার বা মিশ্র সার উৎপন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে ভার্মি কম্পোস্টিং বলে। এর জন্য আর্দ্র পরিবেশ, মাটিতে গাছের আচ্ছাদন ও পর্যাপ্ত জল প্রয়োজন।

৬) নিরাপদ কীটনাশক বলতে কী বোঝো?

উত্তর:: কৃষিকাজে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে যেসব কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তার বেশিরভাগই পরিবেশের ক্ষতি করে। কিন্তু কয়েক ধরনের কীটনাশক রয়েছে যা পরিবেশবান্ধব। এসব পরিবেশবান্ধব কীটনাশককে নিরাপদ কীটনাশক বলে।

উদাহরণ:: নিম তেল এক ধরনের নিরাপদ কীটনাশক। এটি জৈব তেল এবং পরিবেশ রক্ষক।

৭) ই-বর্জ্য বলতে কী বোঝো?

উত্তর:: দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা বৈদ্যুতিন দ্রব্য বা ইলেক্ট্রনিক দ্রব্য ব্যবহার করে থাকি। ওই সকল দ্রব্য বা যন্ত্রাংশ খারাপ হয়ে পরিবেশে বর্জ্যের আকারে জমা হয়। এগুলোকেই ই-বর্জ্য বলা হয়।

যেমন - খারাপ মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ইত্যাদি।

৮) স্বচ্ছ ভারত অভিযান কী?

উত্তর:: ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে এই প্রকল্পের সূচনা হয়। ভারতে ৪০৪১টি শহর নগর ও গ্রামাঞ্চলে স্বচ্ছতার সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল- পুরসভার বর্জ্যের ১০০ শতাংশ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যকর শৌচালয় নির্মাণ, প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করা, শৌচালয় ব্যবহার এবং তার উপকারিতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৯) ‘সবুজ রসায়ন’ বলতে কী বোঝো?

উত্তর::: শিল্পজাত বিষাক্ত বর্জ্য ও গৃহস্থালির বর্জ্যের নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত একটি নতুন কৌশল হল সবুজ রসায়ন। ১৯৯০ সালে বিজ্ঞানী পল এনাস্টাস প্রথম এই ধারণার প্রকাশ করেন। সবুজ রসায়ন পদ্ধতিতে কোনও রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষ, প্রণালীকরণ, ও ব্যবহার করলে মানুষের স্বাস্থ্যের এবং পরিবেশের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয় না।

১০) লিচেট কাকে বলে?

উত্তর:: বৃষ্টির জল ল্যান্ডফিলের বর্জ্য পদার্থ ধুয়ে জলাশয়ে বা ভৌম জলে মেশে। এইসব বর্জ্য ধোয়া ময়লা ও দূষিত জলকে লিচেট বলে। লিচেট ভৌম জলকে দূষিত করে। ফলে নদী ও পুকুরের জলও দূষিত হয়।

১১) ম্যানিওর পিট কী?

উত্তর::: কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি হল ম্যানিওর পিট। এই পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি দীর্ঘ গর্তের প্রয়োজন হয়। পরবর্তীকালে এই গর্তগুলিতে বর্জ্য পদার্থগুলিকে স্তূপের আকারে সঞ্চিত করা হয়। গর্তগুলি ভর্তি হওয়ার পর এগুলিতে মাটি চাপা দেওয়া হয় এবং পাঁচ থেকে ছয় মাস রেখে দেওয়া হয়। পরে এগুলি কৃষিকাজে ব্যবহারের উপযোগী সারে পরিণত হয়।

১২) D ওয়েস্ট কী?

উত্তর::: নতুন নির্মাণকার্য বা পুরোনো নির্মাণকার্য ভাঙার ফলে যে বিপুল পরিমাণ কংক্রিটের বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় তাকে D ওয়েস্ট বা Demolition Waste বলে।

সাধারণত মেট্রোপলিটান শহরগুলিতে পুরোনো নির্মাণকার্য ভেঙে নতুন নির্মাণ গড়ার ফলে এই শহরগুলিতে D ওয়েস্টের পরিমাণ বেশি।

১৩) বাগাসে বলতে কী বোঝায়?

উত্তর::: আখ থেকে রস বার করে নেওয়ার পর অবশিষ্ট হিসেবে যা পড়ে থাকে তাকেই বাগাসে বা আখের ছিবড়ে বলে। চিনি কলগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে এরকম আখের ছিবড়ে উৎপন্ন হয়।

১৪) বর্জ্যের পুনর্নবীকরণ বলতে কী বোঝো?

উত্তর::: বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থকে প্রক্রিয়াকরণ করে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী বস্তুতে পরিণত করার পদ্ধতিকে বলা হয় বর্জ্যের পুনর্নবীকরণ।

১৫) বর্জ্য ভরাটকরণ পদ্ধতি কী?

উত্তর::: কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ পদ্ধতি হল বর্জ্য ভরাটকরণ বা ল্যান্ডফিল। বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্য সচেতনভাবে বর্জ্য ভরাটকরণ করা হলে তাকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ভরাটকরণ বা স্যানিটারি ল্যান্ডফিল বলে।

জেনে রেখো

- ভারতে প্রতি বছরে ৬২ মিলিয়ন টন বর্জ্য পদার্থ উৎপাদিত হয়ে থাকে।
- বর্জ্য পদার্থের পুনর্নবীকরণে জার্মানি প্রথম স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রিয়া।
- কাগজকে অন্যান্য বস্তুর থেকে পাঁচগুণ বেশিবার পুনর্নবীকরণ করা যায়।
- পুর অঞ্চলে নিকাশি ব্যবস্থায় সবচেয়ে বাধার সৃষ্টি করে প্লাস্টিক এবং পলিথিন।
- একটি পারদঘটিত বর্জ্যের নাম হল ভাঙা থার্মোমিটার এবং নষ্ট CFL বালব।
- ১৯৮৫ সালে ভাগীরথী- হুগলি নদীকে দূষণমুক্ত করাবার জন্য গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান কর্মসূচি গৃহীত হয়।
- একটি বিপজ্জনক চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্যের নাম হল ক্যাথিটার।
- ISWM এর পুরো অর্থ হল Integrated Solid Waste Management.
- ভারতে কঠিন বর্জ্য পরিচালন আইন বলবৎ হয় ২০০০ সালে।
- সুইডেনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দ্বারা উৎপন্ন শক্তির মাধ্যমে ২৫০০০০ বাড়ির বিদ্যুতের প্রয়োজন মেটানো হয়।
- তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপন্ন ছাইকে বলে ফ্লাই অ্যাশ।

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

দেশ এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যা তোমাকে যন্ত্রণা বা পীড়া দেয়? সমস্যার সমাধানে নতুন ভাবনা এলেও প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ না থাকায় সেগুলি হারিয়ে যায়? তোমার প্রিয় গ্রাম বা শহরের পরিবেশ ও অন্যান্য সমস্যা তোমাকে দগ্ধ করছে? তোমাদের যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল ভাবনা আমাদের লিখে পাঠাও। বিষয় আমরা জানাব। লেখা মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে পড়াশোনা বিভাগে।

আজকের বিষয়
সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে তুমি কী কী সচেতনতার বার্তা দিতে চাও?

লেখা পাঠাও হোয়াটসঅ্যাপে, বাংলা টাইপ করে। ৮১১৬৪১৭৫৬৫ নম্বরে।
১০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে।
অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখবে।
সঙ্গে নাম, কলেজ/ইউনিভার্সিটির নাম, ঠিকানা অবশ্যই লিখবে এবং তোমার ফোটো পাঠাবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বহুতলের নীচে মিলল তরুণীর দেহ

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : কর্মমুখী কোর্স করতে বিহার থেকে শহর শিলিগুড়িতে এসেছিলেন তরুণী। কিন্তু কোর্সে ভর্তি হওয়ার দু'দিনের মাথায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হল আরারিয়া জেলার ফরেবগঞ্জের বাসিন্দা ফুলকুমারি কিসকুর। মিলন মোড়ে একটি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ভবনের নীচে তাঁর দেহ মিলেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ভবনটির তিনতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তরুণী। কিন্তু কী কারণে ঝাঁপ দিলেন, তা স্পষ্ট হয়নি।

পুলিশর তরফে ফুলকুমারির বাড়িতে খবর দেওয়া হলেও পরিবারের সদস্যরা এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পারেননি। ফলে এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কি না তা জানা যায়নি। সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের সুপারভাইজার তরুণ নায়েক বলছেন, 'পুলিশ বলছে, তরুণী আত্মহত্যা করেছে। আমরা পুলিশকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করছি।' বছর বাইশের ফুলকুমারি সম্প্রতি সেলাইয়ের কাজ শিখতে শিলিগুড়িতে আসেন। ২১ অক্টোবর ওই ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন তিনি। সেখানে থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে। এদিন ভোরবেলা ইনস্টিটিউটের বাইরে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ইনস্টিটিউটের বাকি আবাসিকরা জানিয়েছেন, ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফুলকুমারি ছাদে চলে যান। তাঁদেরও ধারণা, ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছেন ফুলকুমারি।

এরপর প্রধাননগর থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই ফুলকুমারিকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

এদিকে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ফুলকুমারি নিয়মিত ওষুধ খেতেন। কিন্তু কীসের ওষুধ খেতেন, তা এখনও জানা যায়নি। বাড়ির লোক এলে ধোঁয়াশা খানিক কাটবে বলে তদন্তকারীদের অনুমান।

আলোর বাজার জমজমাট। বিধান মার্কেটে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

বঁটি নিয়ে বাবাকে তাড়া

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : বাবাকে বঁটি দিয়ে মারার চেষ্টা করল ছেলে। কোনওমতে পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেন বাবা। ঘটনার পর ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই গ্রেপ্তার করা হল ছেলেকে। ধৃতের নাম কুন্দন ঝা। তাকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। উল্লেখ্য, কুন্দনের বিরুদ্ধে মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীকে অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছিল বছরখানেক আগে।

পুলিশ সূত্রের খবর, অনিল ঝা নামে ওই বৃদ্ধ দুর্গানগরের বাসিন্দা। ছেলের সঙ্গেই থাকতেন তিনি এবং তাঁর স্ত্রী। অনিলের অভিযোগ, প্রায় সাত বছর ধরে তাঁর বড় ছেলে কুন্দনের অত্যাচারে তাঁরা অতিষ্ঠ। কুন্দন মাঝেমধ্যেই মদ খেয়ে বাড়িতে এসে তাঁদের মারধর করত। অনিলের কথায়, 'বিয়ের পর থেকেই ও (ছেলে) মদ খাওয়া শুরু করে। বাইরে থেকে মদ খেয়ে এসে ঝামেলা করত। এমনকি মাঝেমধ্যেই বাড়িতেও মদের আসর বসাত। প্রতিবাদ করলেই জুটত মার।'

অনিল আরও জানিয়েছেন, কুন্দনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তাঁর বৌমাও। বছরখানেক আগে থানায় নালিশ করেন বৌমা। এতকিছুর পরেও ছেলের অত্যাচার থামেনি। অনিল কাঁপা গলায় বলছিলেন, 'ছেলের অত্যাচার সইতে না পেরে মাঝেমধ্যেই বৌমা বাপের বাড়িতে চলে যেত। তারপরেও বৌমাকে নিয়ে এসে এখানে রাখি। বৌমা আমাকে কথা শোনাত, যে কার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছি!' সবটা একপ্রকার মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ বাবা-মা। শেষমেশ মঙ্গলবার তাঁদের সহ্যের বাঁধ ভাঙে।

অনিল অভিযোগ করেন, 'ওইদিন সকাল থেকেই মদ্যপ অবস্থায় অত্যাচার শুরু করে কুন্দন। আমার মেয়ে ও তাঁর স্বামী দশদিনের জন্য আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

অত্যাচারে অতিষ্ঠ

- প্রায় সাত বছর ধরে বৃদ্ধ দম্পতির ওপর অত্যাচার চালাত ছেলে
- ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাঁর বৌমাও
- মঙ্গলবার ফের মারধর শুরু করলে ছাড়াতে যান বৃদ্ধ
- তখন বঁটি নিয়ে তাঁর দিকে তেড়ে আসে ছেলে

কুন্দনের অত্যাচারে জামাই আগেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। মায়ের ওপর অত্যাচার হতে দেখে মেয়ে প্রতিবাদ করে। এরপরেই কুন্দন ওর বোনের চুলের মুঠি ধরে মারতে থাকে।'

এরপর মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে যান অনিল। বললেন, 'ছেলে এমনভাবে আমার গলা টিপে ধরে যে কী বলব! কোনওমতে ছাড়ানোর চেষ্টা করি। এরই মাঝে ছেলে বঁটি নিয়ে আমাকে মারবে বলে ছুটে আসে। আমি কোনওমতে পালিয়ে ওর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাই।' তারপরেই তিনি পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে কুন্দনকে গ্রেপ্তার করে। ওই বঁটি উদ্ধার করা হয়।

বুধবার ছেলের জেল হেপাজতের পর কার্যত ভেঙে পড়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। তিনি বলেন, 'ধারদেনা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। বিয়ের পরেরদিন কুন্দন ওর বোনের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ঝামেলা করেছিল। শ্বশুরবাড়ির লোকজন রেগে গিয়ে বলেছিলেন, কোনওদিন মেয়েকে আমাদের বাড়িতে পাঠাবেন না। তবুও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মেয়েকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু যা কাণ্ড হল, মেয়েকে আর কোনওদিনও হয়তো নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতে পারব না।' সবমিলিয়ে ছেলের অত্যাচারে ভেঙে পড়েছেন ঝা দম্পতি।

ডেঙ্গি নিয়ে পুরনিগমকে বিঁধছে বিরোধীরা

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : ডেঙ্গি নিয়ে ভুল তথ্য দিচ্ছেন মেয়র গৌতম দেব। সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই অভিযোগ জানালেন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন।

২১ অক্টোবর ডেঙ্গি সংক্রান্ত একটি আলোচনায় মহাকুমা শাসক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের সামনে ডেঙ্গি নিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন মেয়র। কিন্তু সেই রিপোর্ট সঠিক নয় বলে এদিন অভিযোগ জানান বিরোধী দলনেতা। পুরনিগম এলাকার ডেঙ্গি সংক্রান্ত প্রতিদিনের রিপোর্ট যাতে সব ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের দেওয়া হয়, কমিশনারের কাছে সেই আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। তবে মেয়র বলছেন, 'যা সত্যি, সেটাই ডেঙ্গি সংক্রান্ত রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়েছে।'

ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে পুরনিগমের তরফে। তবে বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলছেন, 'মেয়র ডেঙ্গিপ্রবণ বলে পুরনিগমের ২৭ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডকে চিহ্নিত করেছেন। মেয়র জানিয়েছেন, ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একটি ওয়্যারহাউস থেকে ডেঙ্গি ছড়াচ্ছে। কিন্তু ওই ওয়্যারহাউসটি সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের অধীনস্থ। পুরনিগমের খামতি ঢাকার জন্য এসমস্ত কথা বলছেন।'

পাশাপাশি চলতি বছর জানুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে ডেঙ্গিতে আক্রান্তের যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা কতটা সঠিক তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা। অমিতের প্রশ্ন, '২০২২ সালে যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, সেখানে এক বছরের মধ্যে এত কমে গেল কীভাবে?'

অমিতের অভিযোগকে সমর্থন জানিয়ে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো বলেন, 'আমার ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে সাফাইকর্মীর অভাব। রাস্তায় বড় বড় গর্ত রয়েছে। পরিষ্কার জল খেতে পাচ্ছেন না বাসিন্দারা। ওয়ার্ডের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে পুরনিগমের কাছে জানিয়েছি। কিন্তু সমাধান কিছু হচ্ছে না।' তাঁর অভিযোগ, ওয়ার্ডটিকে ডেঙ্গিপ্রবণ বলে চিহ্নিত করলেও সেখানকার সমস্যা সমাধানের জন্য কোনও সাহায্য করছেন না মেয়র।

ডেঙ্গি থেকে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য নিজের ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা বারবার বোর্ড মিটিংয়ে তুলে ধরলেও কোনও সাহায্য মিলছে না বলে দাবি করেছেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শালিনী ডালমিয়া।

সেরা ডিপিএস

নিউজ ব্যুরো

২৩ অক্টোবর : উচ্চ সম্ভাবনাময় স্কুল হিসেবে ভারতের দ্বিতীয় সেরা স্কুলের মর্যাদা পেল দিল্লি পাবলিক স্কুল, ফুলবাড়ি। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ম্যাগাজিন 'এডুকেশন ওয়ার্ল্ড' এই স্বীকৃতি দিয়েছে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের বিচারে। শুধু তাই নয়, ডিপিএস-ফুলবাড়ি পশ্চিমবঙ্গের সেরা স্কুল হিসেবেও বিবেচিত হয়েছে। ১৭ অক্টোবর গুরুগ্রামে আয়োজিত এক মহাসমারোহে স্কুল কর্তৃপক্ষকে এই সম্মাননা জানানো হয়। স্কুলের পরিচালক স্নিগ্ধা আগরওয়াল ও প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ডিপিএস-ফুলবাড়ির এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে স্কুলের এগিয়ে যাওয়ার পথে একটি মাইলফলক। এই স্কুলের সঙ্গে জড়িত সকলকে কর্তৃপক্ষ আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

দোকানে ধাক্কা

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : বুধবার ভোরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে একাধিক দোকানে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। গাড়িটির ধাক্কায় রাস্তার পাশে থাকা আরও কয়েকটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভোররাতে গাড়িটি বর্ধমান রোড ধরে জংশন থেকে জলপাই মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। জলপাই মোড়ের আগে একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এরপর একে একে কয়েকটি দোকানে ধাক্কা মারে। গাড়ির যাত্রী চারজন জখম হন। পথচলতি কয়েকজন তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। স্থানীয়দের অভিযোগ, গাড়িতে থাকা চারজনই মদ্যপ অবস্থায় ছিল।

অন্যদিকে, বিধান রোডেও এদিন দুপুরে একটি গাড়ি এক মহিলাকে ধাক্কা মারলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনায় ওই পথচারীর পায়ে আঘাত লাগে।

জিটিএসে 'আদিবাসী জনজীবন'

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : বরাবর কালীপুজোয় চমক দিয়ে এসেছে গ্লোব ট্রটার্স স্পোর্টিং (জিটিএস) ক্লাব। কখনও মণ্ডপসজ্জায়, কখনও আবার ব্যতিক্রমী থিমের মাধ্যমে। এবছর জিটিএসের পুজোর থিম 'আদিবাসী জনজীবন'। এবার ৬৩তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে জিটিএসের কালীপুজো। বিশেষ আকর্ষণ 'ঢাকি সম্রাট' গোকুলচন্দ্র দাস। তিনি এবং তাঁর দলকে দেখা যাবে এই পুজোমণ্ডপে। গোটা মণ্ডপটি সাজানো হচ্ছে নানা মডেল দিয়ে। দেখা যাবে বেত ও কাঠের বিভিন্ন কারুকার্য। আদিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রা ফুটে উঠবে মণ্ডপসজ্জায়। ক্লাবের কালচারাল সেক্রেটারি দীপঙ্কর মজুমদার বলেন, 'আশা করছি আমাদের এই ভাবনা সাধারণ মানুষের ভালো লাগবে। কাজ চলছে জোরকদমে।'

বাজিমেলা

বাগডোগরা, ২৩ অক্টোবর : বুধবার রাতে বাগডোগরায় ক্র্যাকার্স অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বাজিমেলার উদ্বোধন হয়। মেলা চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক গার্ডের ওসি স্বপন রায়, বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জিব সিনহা এবং বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ অন্যরা।

জলের উৎস খুঁজতে সব থানাকে নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : শহরে বড় অগ্নিকাণ্ড হলে জল কোথায় মিলবে সে ব্যাপারে প্রতিটি থানাকে এলাকায় এলাকায় জায়গা চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বিধান মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শিক্ষা নিয়েই এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। বুধবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্তারা বৈঠকে বসে থানাকে এই নির্দেশ দেন। ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'আমরা থানাগুলোতে একটা নির্দেশ দিয়েছি। ওয়াটার রিফিলিংয়ের কোথায় কী ব্যবস্থা রয়েছে, সে ব্যাপারে প্রতিটি থানাকেই তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। দমকল নিজের মতো কাজ করবে, সেই সঙ্গে আমরাও এই তথ্য রাখতে চাইছি, যাতে দরকার পড়লে কাজে লাগানো যেতে পারে।'

সম্প্রতি বিধান মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের পর জল সংরক্ষণ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। বিশেষ করে দমকলের যাওয়া-আসায় অনেকটা সময় লাগে বলে অভিযোগ। এ নিয়ে আর কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন। সামনেই দীপাবলি উৎসব রয়েছে।

আগাম সতর্কতা

- প্রতিটি থানাকে এলাকায় জলের উৎস চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
- বিধান মার্কেটের সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শিক্ষা নিয়েই এমন নির্দেশ
- সামনেই দীপাবলি, এই উৎসবকে কেন্দ্র করে অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা থাকে
- তাই আলোর উৎসবকে কেন্দ্র করে এবার সজাগ থাকতে চাইছে পুলিশ

এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সবসময়ই অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা থাকে। অতীতেও আলোর উৎসবকে কেন্দ্র করে শহরে অগ্নিকাণ্ডের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। তাই এবার সজাগ থাকতে চাইছে পুলিশ।

অন্যদিকে, এদিন ছটপুজো ও কালীপুজো কমিটিগুলোর সঙ্গেও পুলিশ ও প্রশাসনের বিভিন্ন মহলের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। সেখানে বিসর্জন থেকে শুরু করে আলোর ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় অগ্নিনির্বাপণের বিষয়টা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

শহরে জল সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটা বড় সমস্যা রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় একসময় সরকারি কুয়ো থাকলেও অধিকাংশই বুজে গিয়েছে। বেশ কিছু দখলও হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জল রিফিলিংয়ের জায়গা চিহ্নিত করতে পুলিশ প্রশাসনকে যথেষ্টই বেগ পেতে হবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান।

তরুণীর অশ্লীল ছবি ভাইরালে গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : তরুণীর অশ্লীল ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার অভিযোগে শিলিগুড়িতে গ্রেপ্তার তরুণ। ধৃতের নাম বাদাল সাহানি। সে ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা। বুধবার তাকে গ্রেপ্তার করেছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। অপরাধে আরও তিনজন জড়িত বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'গত মাসের ২৭ তারিখ একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তার ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।' ওই তরুণীর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পরিচয় হয় অভিযুক্তদের। পরবর্তীতে তাদের বন্ধুত্ব হয়। এরই মধ্যে কোনওভাবে তরুণীর কিছু অশ্লীল ছবি তরুণদের হাতে চলে আসে। অভিযোগ, এরপর থেকে তারা তরুণীকে ব্ল্যাকমেল করত। এমনকি আপত্তিকর ছবিগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও করে দেওয়া হয়।

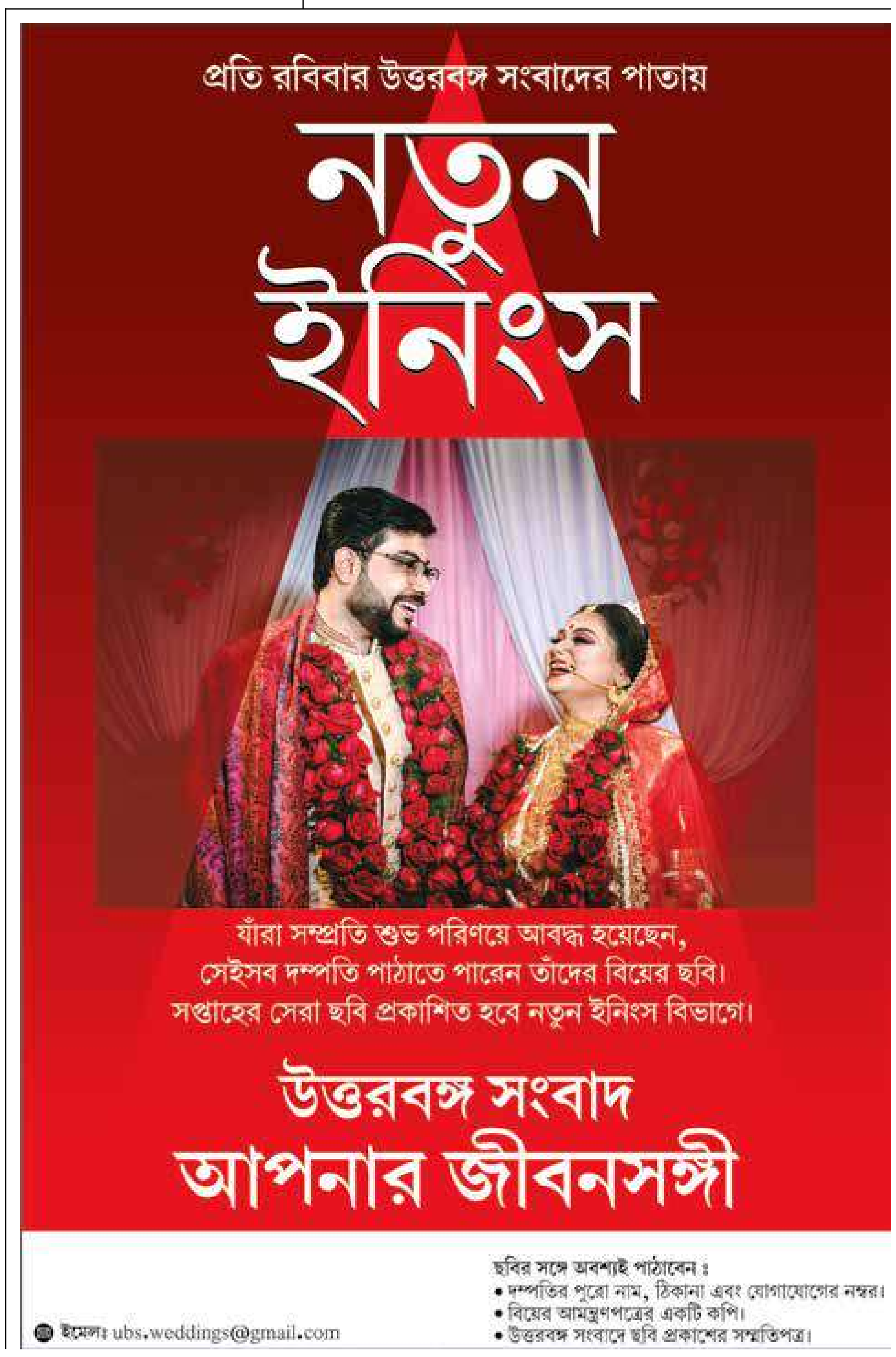

কাউন্সিলারদের জন্য এতদিনে পৃথক ঠাঁই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে কাউন্সিলারদের বসার জন্য আলাদা একটি ঘরের উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব। মেয়র পারিষদদের বসার জন্য ঘর থাকলেও পুরনিগমে কাউন্সিলারদের জন্য আলাদা করে এতদিন কোনও ঘর ছিল না। কাউন্সিলারদের অন্যদের ঘরে গিয়ে বসতে হত। সেই কারণে আলাদা করে 'কাউন্সিলার লাউঞ্জ' তৈরির সিদ্ধান্ত নেন মেয়র।

পুরনিগমের অনেক বিভাগ নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করার কাজ শুরু হয়েছে। পুর কমিশনারের জন্য নতুন ভবনে ঘর করে দেওয়া হয়েছে। পুরোনো ভবনে কমিশনারের জন্য বরাদ্দ ঘরটিতে কাউন্সিলার লাউঞ্জ তৈরি করা হয়। মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'কাউন্সিলারদের পুরনিগমে এতদিন বিভিন্ন কাজকর্মে এসে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াতে হত। কোনও স্থায়ী বসার জায়গা ছিল না। যার জন্য তাঁদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছিল। নতুন ঘরে টিভি বসানো হবে, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র রাখা হবে। ফিন্যান্স অফিসার নতুন ভবনে চলে গেলে, তাঁর ঘরটির পার্টিশন খুলে দিয়ে সেটিকেও এই লাউঞ্জের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হবে। তখন ঘরে ক্যারম সহ খেলার সামগ্রী রাখা হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাউন্সিলাররা এখানে বসতে পারবেন।'

'কাউন্সিলার লাউঞ্জ' উদ্বোধনের পর সহকর্মীদের সঙ্গে মেয়র। বুধবার।

পুরনিগমের কর্মীদের জন্য তৈরি রিক্রিয়েশন ক্লাবটিকে নতুন করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবিষয়ে তিনটি কর্মী ইউনিয়নের সঙ্গে দুই-একদিনের মধ্যে মেয়র বৈঠকে বসতে চলেছেন। পাশাপাশি টাউন ক্লাবের বিল্ডিং তৈরির জন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে মেয়র বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছেন।

নয়া ব্যবস্থা

- পুরনিগমে কাউন্সিলারদের এতদিন আলাদা ঘর ছিল না
- বিভিন্ন কাজকর্মে এসে তাঁদের ঘুরে বেড়াতে হত
- কোনও স্থায়ী বসার জায়গা না থাকায় তাঁদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছিল
- আলাদা ঘর হওয়ায় সমস্ত দলের কাউন্সিলাররা এখানে বসতে পারবেন

শহরের স্পিডব্রেকারের সমস্যা নিয়ে মেয়র এদিন মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠক করেন। শহরের স্পিডব্রেকারের সমস্যা নিয়ে ছটপুজোর পর পুরনিগম, পুলিশ ও পূর্ত দপ্তর সার্ভে করবে। এমনিতে শহরের প্রধান রাস্তায় প্লাস্টিকের স্পিডব্রেকার বসানো হলেও সেগুলি টিকছে না। ছোট রাস্তায় সেগুলি কিছুটা ঠিক রয়েছে। নতুন রোড সেফটি আইন এসেছে। সেইমতো পুলিশ নতুন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি করে দেবে বলে মেয়র জানান। গৌতম বলেন, 'শহরের স্পিডব্রেকারগুলি পরিবর্তন করা হবে পর্যায়ক্রমে। সমস্ত জায়গায় হয়তো স্পিডব্রেকার থাকবে না। নতুন স্পিডব্রেকারের নকশা এসেছে। এই ক্ষেত্রে রাজ্যের তরফে তহবিল দেওয়া হবে।'

কুনকিদের মন বুঝতে সমীক্ষা, কমিটি গঠন

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : কুনকিদের মন বুঝতে চাইছে বন দপ্তর। কখনও পিঠে পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গলে ঘোরানো। আবার কখনও জঙ্গল পাহারা দিতে দিনরাত এক করে জঙ্গলে চলে টহলদারি। লোকালয়ে কোনও বন্যপ্রাণী বেরিয়ে এলে তাদের বাগে আনতেও ডাক পড়ে কুনকি হাতিদের। এতসব কাজে তাদের মনে কী প্রভাব পড়েছে, সেটা জানতে সমীক্ষা করল বন দপ্তর। এর জন্য আট সদস্যের একটা বিশেষ এক্সপার্ট কমিটিও গড়ে তোলা হয়েছে। মঙ্গলবার গরুমারায় এবং বুধবার জলদাপাড়ায় এই সমীক্ষার দায়িত্বে ছিল সেই এক্সপার্ট কমিটি। দু'দিনের এই সমীক্ষার পর রিপোর্ট তৈরি করা হবে। তারপরই দুই জায়গার কুনকি হাতিদের জীবনযাত্রায় প্রয়োজনে পরিবর্তন আনা হতে পারে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

এই এক্সপার্ট কমিটির চেয়ারম্যান উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণী বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি। তিনি বলেন, 'সমস্ত বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কুনকি হাতি নিয়ে কোনও জায়গায় কোনও সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হলে কমিটির মাধ্যমে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

সমীক্ষায় কোন কোন বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া হয়? এই বোর্ডের সদস্যরা এই দুইদিন গরুমারা এবং জলদাপাড়ার কুনকি হাতিদের রোজনামচা খতিয়ে দেখছেন। পাশাপাশি যে হাতিদের দিয়ে পর্যটকদের জঙ্গলে ঘোরানো হয়, তাদের সহ্যক্ষমতা, অতিরিক্ত পর্যটক তাদের পিঠে ওঠানো হচ্ছে কি না দেখা হয়েছে। পাশাপাশি কুনকিদের প্রতি মাহুতদের আচরণও খতিয়ে দেখেছে এই কমিটি। কথা বলেছেন মাহুতদের সঙ্গেও।

নজরে যা

- গরুমারা এবং জলদাপাড়ার কুনকিদের রোজনামচা
- সাফারির কাজে ব্যবহৃত কুনকিদের সহ্যক্ষমতা
- অতিরিক্ত পর্যটক তাদের পিঠে ওঠানো হচ্ছে কি না
- কুনকিদের প্রতি মাহুতদের আচরণ

এই মুহূর্তে গরুমারায় ২৮টি এবং জলদাপাড়ায় আশিরও বেশি কুনকি হাতি রয়েছে। জঙ্গল রক্ষা থেকে শুরু করে পর্যটকদের জঙ্গলে সাফারি সহ একাধিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এই কুনকি হাতিরা। বিগত কয়েকবছরে দেখা গিয়েছে, কুনকিরাও মাঝেমধ্যে হিংস্র হয়ে উঠছে। বন দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, গত কয়েকবছরে জলদাপাড়ায় দশজনেরও বেশি মাহুতের মৃত্যু হয়েছে কুনকি হাতির হামলায়। যেমন, ২০২৩ সালের ২৫ নভেম্বর কুনকি হাতির আক্রমণে জলদাপাড়া ইস্ট রেঞ্জের মাহুত দীপক কার্জির মৃত্যু হয়। এরপর সেই কুনকিটি জঙ্গলে পালিয়ে যায়। অনেক মাহুত আহতও হয়েছেন। মাঝেমধ্যে বন দপ্তরের বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে গিয়েছে কুনকি হাতি। পরে তাদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু বারবার এরকম ঘটনা ঘটছে কেন? সেই কারণ খুঁজতে কুনকিদের নিয়ে সমীক্ষার ভাবনা। সমীক্ষার জন্য গঠিত এক্সপার্ট কমিটিতে বনাধিকারিকদের সঙ্গে রয়েছেন পদ্মশ্রী পার্বতী বড়ুয়া, গরুমারা এবং জলদাপাড়ার পশু চিকিৎসক শ্বেতা মণ্ডল, উৎপল শর্মা, মাহুত দীনবন্ধু বর্মন এবং রবি বিশ্বশর্মা, পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু।

১৫ জন কর্মী নিয়ে এএসআই দপ্তর রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ২৩ অক্টোবর : আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার নতুন সার্কেল ঘোষণা হওয়ার চার বছর পর অবশেষে অফিস এল রায়গঞ্জে। তবে আক্ষেপ, মাত্র ১৫ জন কর্মী নিয়ে শুরু হয়েছে অফিস। আরও ১৫ জন কর্মী দরকার। অফিস সাজাতে আরও কিছুদিন লাগবে। কর্মীরাও নাকি রায়গঞ্জে আসতে চান না। কিন্তু যা হয়েছে, তাতেই খুশি রায়গঞ্জ তথা গোটা উত্তরবঙ্গের ইতিহাসপ্রেমী মানুষ।

কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে রায়গঞ্জ সার্কেল ঘোষণা হয়েছিল ২০২০ সালের ২৭ অগাস্ট। এরপর বারবার চেষ্টা করা হলেও অফিস আসেনি রায়গঞ্জে। কোনও অজ্ঞাত কারণে হাজারদুয়ারি ক্যাম্প অফিস থেকে চলছিল রায়গঞ্জ সার্কেলের কাজকর্ম। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অক্টোবর থেকেই রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় অবস্থিত বিএসএনএলের প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় শুরু হয়েছে অফিসের কাজকর্ম। রায়গঞ্জ সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট আর্কিওলজিস্ট হরিওম শরণ জানান, 'আগের ঘোষণা অনুযায়ী অক্টোবরের ১৭ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে রায়গঞ্জ অফিসের নিয়মিত কাজকর্ম। এখন মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারির ক্যাম্প অফিস বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার সহ সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকার প্রত্ন এলাকা খনন, পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করবে এই সার্কেল।'

হরিওম শরণ আরও জানান, 'রায়গঞ্জ সার্কেলের অধীনে রয়েছে ৫২টি স্মৃতিসৌধ ও প্রত্নএলাকা। কোচবিহার, দার্জিলিং ও দক্ষিণ দিনাজপুরে আছে দুটি করে স্মৃতিসৌধ ও প্রত্নএলাকা। মালদায় রয়েছে ২১টি, মুর্শিদাবাদে ২২টি আর সিকিমে আছে তিনটি স্মৃতিসৌধ ও প্রত্নএলাকা। এছাড়া এই সার্কেলের অধীনে আছে হাজারদুয়ারি ও কোচবিহার রাজবাড়ির মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ মিউজিয়াম। এখন থেকে হাজারদুয়ারি, গৌড়, আদিনা, বাণগড়, কোচবিহার রাজবাড়ি সহ এসব প্রত্ন এলাকার পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণের দায়িত্ব সামলাবে রায়গঞ্জ অফিস। তবে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ারে কোনও স্মৃতিসৌধ ও প্রত্নএলাকা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে নেই। যাতে এসব জেলার প্রত্ন এলাকাকে এএসআইয়ের অধীনে আনা যায় সেবিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

রোগীদের হয়রানি

প্রথম পাতার পর

বুধবার ডাক্তার দেখানোর লাইনে ছিলেন ভোলা কর্মকার ও শ্রেয়া কর্মকার। ভোলার কথায়, 'লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটা যায়। কিন্তু ডাক্তার দেখানোর নজির হয়তো প্রথম দেখলাম। সারা দেশে হয়তো এমন অব্যবস্থা আর কোথাও নেই। এখানকার চিকিৎসকরা প্রাইভেটে বসেন। কিন্তু সেখানে টাকা দিয়ে ডাক্তার দেখানোর ক্ষমতা আমাদের নেই।'

রাজগঞ্জ ব্লক থেকে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন সাবিনা খাতুন। তাঁর কথায়, 'এভাবে দাঁড়িয়ে কোনওদিন ডাক্তার দেখাইনি। মেডিকেলের অন্য বিভাগে ডাক্তার দেখিয়ে সুস্থ হয়েছি। কিন্তু সেখানে অন্তত বসার সুযোগ ছিল। এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে চেঁচিয়ে নিজেদের সমস্যার কথা সকলের সামনে বলতে ভালো লাগে না।'

দক্ষিণ ভারতের যে কোনও জায়গায় মনোরোগকে বিশেষ প্রাধান্য দেন ডাক্তাররা। এমনকি সরকারি হাসপাতালে যথেষ্ট সময় ও ধৈর্য নিয়ে রোগীর সমস্যার কথা শোনেন তাঁরা। সেইমতো ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন। আর এখানে সময় দেওয়া তো দূর, রোগীর সমস্যাটাও ঠিক করে শুনতে পান না ডাক্তাররা। ফলে সমস্যা না জেনে বা বুঝে ওষুধ দিলে তা কতটা কার্যকর হবে, সেই প্রশ্নও থেকে যায়। বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরাকে ফোনে ধরার চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকা থেকে এদিন চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন বছর ৬২-র ঝর্ণা কর্মকার। অনেকক্ষণ রোদে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে তিনিও ক্ষুব্ধ। জলের বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে বললেন, 'রোদে দাঁড়িয়ে নিজেকে আরও অসুস্থ মনে হয়। চিকিৎসকরা আদৌ আমাদের কথা ঠিক করে শুনে রোগের ওষুধ লিখে দিয়েছেন কি না বোঝার উপায় নেই। এখানে যদি জায়গা না থাকে তাহলে অন্য কোনও জায়গায় এই বিভাগ স্থানান্তরিত করা হোক।'

করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে, দুই বছরের বেশি হয়ে গেল। তারপরও কেন এভাবে রোগী দেখা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিভাগটির সামনে রোগী ও তার পরিজনদের অপেক্ষা করার জন্য একটি ঘর আছে ঠিকই, কিন্তু সেটার অবস্থাও বেহাল। যদিও রোগীরা যেখানে দাঁড়ান, সেখানে টিনের ছাউনি তৈরির জন্য পূর্ত দপ্তরের কাছে এস্টিমেট করে পাঠানো হয়েছে বলে মেডিকেল সুপার সঞ্জয় মল্লিক দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, 'এস্টিমেট করে পাঠানো হলেও ছাউনির জন্য পূর্ত দপ্তরের তরফে কোনও অনুমোদন এখনও পর্যন্ত আসেনি। এভাবে আগে থেকে রোগী দেখা হচ্ছে। বিভাগ তৈরির সময় কী চিন্তা করে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, তা জানা নেই। তবে টিনের ছাউনি যাতে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।'

সূত্রের খবর, মনোরোগ বিভাগটি ভেঙে নতুন করে সেখানে ভবন তৈরির কথা থাকলেও সেই পরিকল্পনা বিশবাঁও জলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চিকিৎসকের কথায়, 'ইচ্ছে থাকলে মেডিকেল কলেজটি সাজানো যায়। কিন্তু এখানে বলার আর দেখার কেউ নেই। তাই যেমন খুশি চলছে। এইসব অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত।'

জয়গাঁর ধর্ষণে প্রতিবাদ নেই

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ২৩ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ড নিয়ে জেলার দুই শহরের প্রতিবাদের ছবিটা মনে আছে? স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে রাজপথে ঢল নেমেছিল মানুষের। তারপরেও দীর্ঘদিন ধরে একের পর এক প্রতিবাদ আন্দোলন, মানববন্ধন ইত্যাদি দৃশ্য দেখেছেন আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা শহরের বাসিন্দারা। এবার কার্যত ঘরের কাছে, জয়গাঁর এক শিশুকে ধর্ষণ করে খুন করে দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় আবার রাস্তায় নামবেন দুই শহরের প্রতিবাদীরা? কথাবার্তা বলে যে ছবিটা মিলছে, তা কিন্তু খুব একটা আশাব্যাঞ্জক নয়।

আলিপুরদুয়ারে রাত দখল কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা মধুমিতা চক্রবর্তী বলেন, 'এদিনই সকালে কাগজ পড়ে ঘটনার কথা জানতে পারি। এইমুহূর্তে কোনও কর্মসূচি ঠিক করা হয়নি।' সেসময় তো বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, শিল্পী সংগঠনের ব্যানারে বিভিন্নভাবে আন্দোলন করা হয়েছিল আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে। তাঁরাও এখনও জয়গাঁ কাণ্ড নিয়ে কর্মসূচি ঠিক করেনি। শিল্পী সংগঠনের তরফে অম্বরীশ ঘোষ পুজোর জন্য যোগাযোগে ব্যাঘাত ঘটার বিষয়টিকে দায়ী করেছেন।

শুয়োর উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৩ অক্টোবর : পাচারের আগেই ২৪২টি শুয়োর উদ্ধার করল কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ। বুধবার বিকেলে কিশনগঞ্জের রামপুর আবগারি চেকপোস্টে শুয়োর সহ একটি কনটেনার বাজেয়াপ্ত করা হয়। জানা গিয়েছে, শুয়োরগুলি উত্তরপ্রদেশ থেকে নিয়ে এসে নাগাল্যান্ডে পাচার করা হচ্ছিল।

জেলার খেলা

বিদায় এনবিইউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : ওড়িশার সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের পূর্বাঞ্চল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টনে বিদায় নিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। বুধবার তারা কোয়ার্টার ফাইনালে ১-২ ব্যবধানে ভিবিএস পূর্বাঞ্চল ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে হেরেছে। এর আগে তৃতীয় রাউন্ডে এনবিইউ ২-১ ব্যবধানে মণিপুর ইউনিভার্সিটিকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা পেয়েছিল। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ধনমঞ্জুরি ইউনিভার্সিটিকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট আদায় করে নিয়েছিল এনবিইউ। গতবছরও এনবিইউ কোয়ার্টার ফাইনালে ভিবিএস পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে হেরেছিল। এবারও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হল তাদের।

ধ্যানমগ্ন ...

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি... সিকিমের রাবাংলা বুদ্ধ পার্কে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

প্রায় পাঁচ কোটির তছরুপের তদন্ত ইসলামপুরে

কেন্দ্রীয় কৃষি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৩ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক কৃষি প্রকল্পে ফের বড়মাপের দুর্নীতির অভিযোগ উঠল উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ব্লকে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চায়ী যোজনায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন ওই ব্লকের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এক আধিকারিক। পাশাপাশি মৃত্যুজনিত কৃষকবন্ধু সহায়তা প্রকল্পেও বেনিয়মের অভিযোগ করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় কৃষি প্রকল্পের অর্থ নয়ছয়ের প্রমাণপত্র সহ যাবতীয় নথি রায়গঞ্জে জেলা কৃষি দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি ইসলামপুর মহকুমা কৃষি দপ্তরের ওই আধিকারিক শ্রীকান্ত সিনহার। তাঁকে ইতিমধ্যে ইসলামপুর মহকুমা থেকে মালদায় বদলি করা হয়েছে। ওই আধিকারিকের দাবি, 'আমি সমস্ত নথি জেলায় জমা দিয়েছি। যা বলার বলবেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিক।'

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুর ব্লকে পিএমকেএসওয়াই প্রকল্পে ৩০ হাজার টাকা করে ভুয়ো নামে ১৬০০ জন কৃষককে দেখিয়ে পাইপ কেনা বাবদ ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা একটি কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চায়ী যোজনা ২০১৫-২০১৬ সালে চালু করা হয়েছিল, যার লক্ষ্য সেচের অধীনে চাষযোগ্য এলাকা সম্প্রসারণ আর খামারে জল ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো। অর্থাৎ ১৬০০ কৃষক কোনও টাকাই পাননি। এমনটাই দাবি ওই আধিকারিকের।

অনিয়মের খতিয়ান

- পিএমকেএসওয়াই প্রকল্পে ৩০ হাজার টাকা করে ১৬০০ কৃষকের ভুয়ো নাম দেখিয়ে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে
- এছাড়াও মৃত্যুজনিত কৃষকবন্ধু সহায়তা প্রকল্পেও নানা বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে
- ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রায়গঞ্জ ব্লকে ৪২ জন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে
- সেখানে ইসলামপুর ব্লকে ২০৯ জন কৃষকের মৃত্যু দেখানো হয়েছে

মৃত্যুজনিত কৃষকবন্ধু সহায়তা প্রকল্পেও নানা বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রায়গঞ্জ ব্লকে ৪২ জন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সেখানে ইসলামপুর ব্লকে ২০৯ জন কৃষকের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। এতেই সন্দেহ তৈরি হয় জেলা কৃষি দপ্তরের কর্তাদের। শ্রীকান্ত সিনহা নামে ওই আধিকারিকের দাবি, মৃত্যুজনিত কৃষকবন্ধু প্রকল্পে ব্লকে ২০৯টি আবেদনের মধ্যে ১৯টি আবেদন ঠিকঠাক, বাকি সবটাই ভুয়ো। সেজন্য ২০২৪ সালের মার্চ মাসের পর সমস্ত বিল আটকে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সোমবার জেলার শীর্ষ কৃষি অধিকর্তার নেতৃত্বে চার কৃষি আধিকারিক ইসলামপুরের মহকুমা কৃষি আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখেন। আসল তথ্য আড়াল করে মৃত কৃষকবন্ধু'র ভুয়ো তালিকা দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে ব্লক কৃষি দপ্তরের কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলার উপ কৃষি অধিকর্তা প্রিয়নাথ দাস বলেন, 'বিষয়টি ঊর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছে।'

ট্রেনেও থাকবে উইনার্স বাহিনী

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : এবার থেকে মহিলা রেলযাত্রীদের সুরক্ষায় লাঠি হাতে মোতায়েন থাকবে জিআরপির বিশেষ মহিলাবাহিনী। মহিলাদের সুরক্ষায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে প্রায় বছর দুয়েক আগে 'উইনার্স' বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এবারে একইভাবে মহিলা রেলযাত্রীদের সুরক্ষার কথা ভেবে উইনার্স বাহিনী গঠন করল শিলিগুড়ি জিআরপি। বুধবার জিআরপির তরফে এই বাহিনী গঠন করা হয়। জিআরপির এক আধিকারিক বলছেন, 'মহিলা যাত্রীদের যাতে কেউ কোনওভাবেই বিরক্ত করতে না পারে এবং যাত্রীসুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই বাহিনী গঠন করা হয়েছে।'

চারজন এএসআই পদমর্যাদার আধিকারিক সহ মোট ২২ জনের একটি দলকে এই বাহিনীতে রাখা হয়েছে। প্রতিদিন এই দলটি বিভিন্ন ট্রেনে চেপে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কোচবিহার এবং মালদা টাউন স্টেশন পর্যন্ত নজরদারি চালাবে। এছাড়াও রেলে বিভিন্ন অপরাধ মোকাবিলা করতেও দেখা যাবে এই বাহিনীকে। ট্রেনগুলির মহিলা কামরায় অন্যদের ঢোকা রুখতে বাহিনী তৎপর থকবে। আপাতত কাজ শুরু করার পর এই বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা হতে পারে। আলাদা কন্ট্রোল রুমও খোলা হতে পারে বলে জানিয়েছেন এক আধিকারিক।

এদিন উইনার্স টিমের কর্মী-আধিকারিকরা নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ঘুরে দেখেন। যাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। বিষয়টিকে যাত্রীদের অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। এদিন একটি ট্রেনে ডিব্রুগড় থেকে কন্যাকুমারীর উদ্দেশে যাচ্ছিলেন ঊষা দেবী নামের এক যাত্রী। ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে আসতেই উইনার্স বাহিনীর তৎপরতা নজরে পড়ে ঊষার। তিনি বলেন, 'খুব ভালো প্রচেষ্টা এটা। সারা দেশে সব ট্রেনেই এই ব্যবস্থা চালু হওয়া দরকার।'

অন্য এক যাত্রী প্রিয়াংকা শর্মার কথায়, 'অনেক সময়ই ট্রেনে অনেকে মহিলাদের প্রতি খারাপ আচরণ করে থাকে। এই ধরনের বাহিনী সক্রিয় থাকলে সেসব অপরাধ কমবে বলেই মনে করি।'

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নবগঠিত উইনার্স বাহিনীর টহল।

প্রমাণ লোপাটে

প্রথম পাতার পর

গত শনিবার রাতে ওই মাঠে যায় মূল অভিযুক্ত, সেই কাকুর দুই বন্ধু, অন্য দুই অভিযুক্ত। তারা নাবালিকার মৃতদেহের ওপর পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেয়। সেই রাতেই আবার বৃষ্টি নামে। তাতে নিভে যায় আগুন। দেহ রয়ে যায় আধপোড়া। এই মঙ্গলবার সেই আধপোড়া দেহই উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবারই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রধান অভিযুক্তকে নেপাল সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আর জয়গাঁ থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আরও দুজনকে। জয়গাঁর সেই নাবালিকাকে ধর্ষণ, খুন ও দেহ লোপাটের চেষ্টার কাণ্ডে ধৃত তিন অভিযুক্তকে বুধবার আলিপুরদুয়ার আদালতে পাঠায় পুলিশ। সেখানে বিচারক তাদের তিনজনকেই ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বুধবার কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজে মেয়েটির মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। একটি মেডিকেল বোর্ড তৈরি করা হয়েছে এই গোটা বিষয়টি দেখভালের জন্য। এদিন নির্যাতিতার বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্ট। তবে পুলিশ এলাকার ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয়নি তাঁকে।

জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া জানিয়েছেন, 'আমাদের মনে হচ্ছে এটি পূর্বপরিকল্পিত খুন। তদন্তে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। কেন মেয়েটিকে খুন হতে হল তা জানা যাবে।'

এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধান অভিযুক্ত নিজেই স্বীকার করেছে তার কৃতকর্মের কথা। তার কাছ থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে, মঙ্গলবার ওই নাবালিকাকে চাউমিন খাওয়ানোর নাম করে ওই মাঠের পরিত্যক্ত গোডাউনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল সে। স্থানীয় সিসিটিভির ফুটেজেও সেটাই দেখা গিয়েছে। ওই এলাকায় তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় অপর দুই অভিযুক্তের সঙ্গে। তারপর তারা তিনজন মিলে মেয়েটির উপর চড়াও হয়। এবার দুই বন্ধুর সঙ্গে মূল অভিযুক্তের সেখানে দেখা হওয়া পূর্বপরিকল্পিত, নাকি আকস্মিক, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মেয়েটিকে খুন করে বন্ধু দুজন। পরদিন মূল অভিযুক্ত চলে যায় নেপালে। এদিকে অন্য দুজন এলাকাতেই দিব্যি রয়ে যায়।

সেই দুজন পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে যে তারাই খুন করেছে ওই নাবালিকাকে। দেহ লোপাটের জন্য পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেছে। মূল অভিযুক্তের সেই দুই বন্ধুও আগে থেকেই চিনত শিশুটিকে। সেই মেয়ে, অভিযুক্ত মেয়েটির কাকু এবং ওই দুজন সবাই জয়গাঁর একই এলাকার বাসিন্দা। প্রশ্ন উঠছে, মূল অভিযুক্ত নেপালে চলে গেলেও, সেই দুজন এলাকা ছাড়েনি কেন? পুলিশি জেরায় তারা নাকি জানিয়েছে, সিসিটিভিতে তাদের দেখা যায়নি। তাই এই ঘটনায় তারা যে ফাঁসতে পারে, সেকথা ঘুণাক্ষতেও ভাবতে পারেনি। কিন্তু মূল অভিযুক্ত সেই বন্ধুর জন্যই তারা ধরা পড়ে গেল।

যে মাঠ থেকে নাবালিকার আধপোড়া দেহ উদ্ধার করা হয়েছে সেই মাঠটি এলাকার এক কোণে। সচরাচর সেই এলাকায় জয়গাঁর বাসিন্দারা যান না। সে কারণেই দেহটির খোঁজ পেতে বেশি সময় লেগে গিয়েছে। যদিও সেই মাঠটি আবার মৃত নাবালিকার বাড়ি থেকে মিনিট দশেকের দূরত্বেই অবস্থিত। বাড়ি থেকে ডেকে সেই মাঠ সংলগ্ন গোডাউনে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা, সমস্তটাই পূর্বপরিকল্পিত বলে মনে করছে জয়গাঁ থানার পুলিশ।

আন্দোলন নিয়ে বহু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক

প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে স্থায়ী মহিলা ও পুরুষ পুলিশকর্মী নিয়োগ, হাসপাতালগুলিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর মতো একগুচ্ছ দাবি।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে দু'দিন ধরে আন্দোলনকারীরা বলেছেন, তাঁদের দাবিগুলি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর সম্যক ধারণা নেই। তাঁদের দাবিগুলি মুখ্যমন্ত্রীকে নাকি ঠিকমতো জানানো হয়নি। প্রশ্ন উঠছে এখানেই। বৃষ্টিতে ভিজে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে আন্দোলনকারীরা তো নিজের মুখেই তাঁদের দাবিগুলি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন। সেখানে কি তাঁরা তাঁদের অ্যাজেন্ডাগুলি ঠিকমতো মুখ্যমন্ত্রীকে জানাননি? নাকি তাঁদের অ্যাজেন্ডা বদল হয়েছে? সেখানে তো কারও মাধ্যমে কথা হয়নি। তাহলে এই 'না বোঝাবুঝির পর্বটা' তৈরি হল কীভাবে?

দ্বিতীয় বড় প্রশ্ন, অ্যাজেন্ডার এক নম্বরে ছিল ন্যায়বিচার। অথচ ২১ অক্টোবর নবান্নে বৈঠকে সেই ইস্যুটাই সবচেয়ে গৌণ হয়ে গেল। স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণ নিয়ে আন্দোলনকারীরা যত গর্জালেন তার সিকিভাগ সময়ও বরাদ্দ ছিল না আরজি করের নির্যাতিতার জন্য।

কেন নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচার চাওয়ার আন্দোলন ধীরে ধীরে বদলে গেল হাসপাতালে কাজে এবং হবু ডাক্তারদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যাবতীয় দুর্নীতির সংশোধনের আন্দোলনে? সিনিয়ার চিকিৎসকদের একাংশ আন্দোলনকারী জুনিয়ারদের পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, আন্দোলনকারীরা ঘুণধরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে বদলাতে চাইছেন। সেজন্যই এই আন্দোলন। সেজন্যই স্বাস্থ্যসচিবকে সরানোর দাবিতে অনড় থাকা। সেজন্যই আরজি কর থেকে সাসপেন্ড ৫১ জনকে নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছেন আন্দোলনকারী অনিকেত মাহাতোরা।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে বলতেন- দুইখান প্রশ্ন আছে। প্রথমত, যদি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা দুর্নীতি দূর করাই আন্দোলনকারীদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহলে কি আরজি করের ঘটনাকে তার জন্য ইস্যু করা হয়েছে? কারণ, আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে খুনের বিচারের জন্য আন্দোলনকারীদের 'চিৎকার' ক্রমেই স্তিমিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ঘটনার দিন নির্যাতিতার সঙ্গে থাকা সহপাঠীদের পরিচয় জানা গেল না। তাঁদের শনাক্ত করার জন্য সিবিআই বা রাজ্য সরকারের পুলিশ বা স্বাস্থ্যকর্তাদের কাউকে তৎপর হতে দেখা গেল না। মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত তাঁদের নাম জানতে চাইলেন না প্রকাশ্যে। আন্দোলনকারীরাও মুখ্যমন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে আরজি করে 'নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল'-দের সাসপেনশন বহাল রাখার জন্য জোর গলায় সওয়াল করলেও নির্যাতিতার খুনের দিন সেমিনার রুমে থাকা তাঁর সঙ্গীদের নাম জানতে চাইলেন না। খুনের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে সন্দেহ, তাঁরা কেন আন্দোলনকারীদের 'নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল' তালিকায় নেই, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

কলকাতা এবং জেলার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির সুরক্ষা নিয়ে আন্দোলনকারীরা অনড়। তার নীচে তাঁদের চোখ পড়ে না কেন? যে আশাকর্মীরা রাতবিরেতে গ্রামের বাড়ি থেকে প্রসবযন্ত্রণায় কাতর কোনও বধূকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান, তাঁদের নিরাপত্তার জন্য আন্দোলনকারীদের সুর চড়ে না কেন? যে নার্স প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাতে ডিউটি করেন, তাঁর জন্য আন্দোলনকারীদের মুখে কথা ফোটে না কেন? আন্দোলনকারীরা তো সিস্টেম পালটানোর কথা বলছেন। তা কি শুধু মুষ্টিমেয় এলিট ক্লাসের চিকিৎসকদের জন্য নাকি স্বাস্থ্য পরিষেবায় জড়িত সকলের জন্য?

জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিবাদ রাজ্যজুড়ে গণ আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। কলকাতার পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা রাত দখলের মন্ত্র জপ করেছেন। রাস্তায় নেমে মিছিল করেছেন। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙেছেন। সত্যিই গণ আন্দোলনের এমন চেহারা বহু যুগ দেখেনি এ রাজ্য। কিন্তু এই প্রতিবাদীরা কৃষ্ণনগরের মেয়েটি, ধূপগুড়ির কিশোরী, জয়গাঁর নাবালিকার জন্য কত রাত জাগবেন? ক'টা দিন রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাবেন? নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে রাখবেন? তা যদি না করেন, তাহলে বলতেই হবে, গণ আন্দোলন নয়, প্রতিবাদের নামে হুজুগে মেতেছিল একদল লোক।

প্রথম একাদশ নিয়ে দোটানায় রোহিতরা

পুনে, ২৩ অক্টোবর : বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। আবার বৃষ্টি থামলেই প্রবল গরম!

অক্টোবরের পুনের খামখেয়ালি আবহাওয়া অনেকটা টিম ইন্ডিয়ার মতোই। কভি খুশি, কভি গম!

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত সিরিজ জয়ের পরই বেঙ্গালুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আচমকা ধাক্কা। ৪৬ রানে অল আউটের লজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে কিউয়িদের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের যন্ত্রণাও। তার মধ্যেই আগামীকাল থেকে ছত্রপতি

কিউয়িদের লক্ষ্য সিরিজ জয়

শিবাজির শহরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামছে রোহিত শর্মার ভারত।

দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগের দিন ভারতীয় ক্রিকেটমহলে শুধুই টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে আগামীর জল্পনা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কি ঘরের মাঠে সিরিজ হারতে হবে? ২২ নভেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হতে চলা পাঁচ টেস্টের সিরিজে রোহিতরা কেমন পারফর্ম করবেন? স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিক কি আদৌ সম্ভব? চিন্নাস্বামীতে ৪৬ অলআউটের ধাক্কা দলের ফোকাশ নড়িয়ে দিল না তো?

আপাতত কোনও প্রশ্নেরই স্পষ্ট জবাব নেই। বরং পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে সকালে টিম ইন্ডিয়া ও দুপুরে নিউজিল্যান্ডের অনুশীলনের মাধ্যমে ভিন্ন ছবি সামনে এসেছে। একদিকে, টিম ইন্ডিয়া চাপমুক্ত থাকার প্রবল চেষ্টায় ব্যস্ত। অন্যদিকে, কেন উইলিয়ামসনের মতো ব্যাটার চোটের কারণে প্রথম একাদশে না থাকার পরও কিউয়িরা ফুরফুরে মেজাজে। নিউজিল্যান্ডের অনুশীলন থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, টম লাথামরা ধরেই নিয়েছেন সিজি বাঁচানোর জন্য অল আউট ঝাঁপাবেন রোহিতরা। একইসঙ্গে টিম ইন্ডিয়া তাদের চিরাচরিত স্পিন অস্ত্রে ভরসা রাখতে চলেছে। একেবারে শুকনো উইকেট এমসিএ স্টেডিয়ামে। কালো মাটির পিচে পেসারদের জন্য কিছুই থাকবে না। এমনকি খেলার শুরু থেকেই হয়তো বল নীচু হবে। রাচিন রবীন্দ্র, ড্যারিল মিচেল, ডেভন কনওয়েরা ভারতের মাটিতে এমন পিচের সঙ্গে পরিচিত এবং তাঁরা যথেষ্ট তৈরি হয়েই যে এদেশে এসেছেন, ইতিমধ্যেই প্রমাণিতও।

তাই কাল দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাকফুটে থেকেই মাঠে নামতে চলেছেন রোহিতরা। শুধু তাই নয়, দলের সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়েও রয়েছে টানাপোড়েন। শুভমান গিল ফিট হয়ে দলে ফিরছেন নিশ্চিতভাবেই। তিনিই তিন নম্বরে ব্যাটিং করবেন। আর বিরাট কোহলিকে ফের দেখা যাবে চার নম্বরে। কিন্তু ছন্দে না থাকা লোকেশ রাহুল নাকি বেঙ্গালুরুতে দুরন্ত শতরান করা সরফরাজ খান-শেষপর্যন্ত পুনে টেস্টে কে খেলবেন, সেই ধাঁধার জট কাটিয়ে উঠতে পারেনি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ গৌতম গম্ভীর রাহুলের হয়ে সওয়াল করলেও তাঁকে প্রথম একাদশে রাখার ব্যাপারে খোলসা করে কিছু বলেননি। ফর্মে নেই মহম্মদ সিরাজও। তাঁর জায়গায় জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গী হতে পারেন বাংলার আকাশ দীপ। টিম ইন্ডিয়ার তিন স্পিনারে খেলা নিশ্চিত। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজার পাশে তিন নম্বর স্পিনার কে হবেন, তা নিয়েও রয়েছে দোলাচল। সূত্রের খবর, কুলদীপ যাদবকে বসিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোর একটা ভাবনা রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে। কিন্তু রাত পর্যন্ত বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

ভারতীয় ব্যাটিংয়ের জন্যও পুনে টেস্ট বড় পরীক্ষার মঞ্চ হতে চলেছে। ঠিক এক মাস পর পারথে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট। তার আগে ঘরের মাঠে ৪৬ অল আউটের ধাক্কা ও লজ্জা রোহিত, যশস্বী জয়সওয়াল, কোহলি, ঋষভ পন্থরা কাটাতে পারলেন কি না-পুনেতেই তা প্রমাণ হয়ে যাবে। তাছাড়া বেঙ্গালুরুর পর পুনেতেও টিম ইন্ডিয়া টেস্ট ও সিরিজ হারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছানো রোহিতদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে যেতে পারে। যে স্পিন অস্ত্রে কিউয়িদের ঘায়েল করতে চাইছে ভারত, নিউজিল্যান্ডও দলে স্পিনার বাড়িয়ে তার পালটা দিতে চাইছে রোহিতদের।

বছর সাতেক আগে এই পুনেতেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে আড়াই দিনে টেস্ট হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। বাঁহাতি অখ্যাত অজি স্পিনার স্টিভ ও'কিফ সেদিন ম্যাচে ১২ উইকেট নিয়ে নায়ক হয়ে গিয়েছিলেন। কোহলিদের জন্য ওকিফের 'অভিশাপ' অপেক্ষা করে নেই তো?

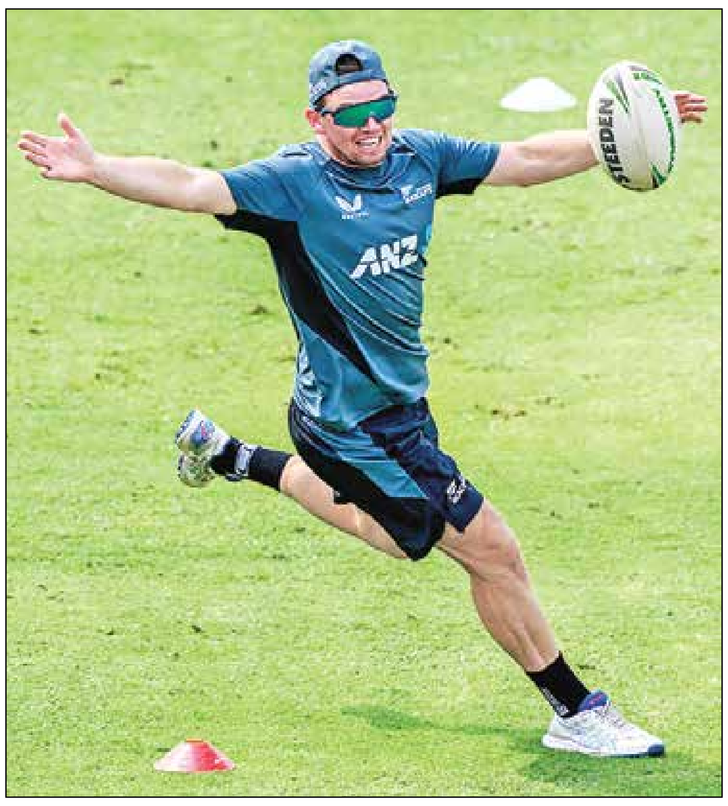

রাগবি বল হাতে খোশমেজাজে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক টম ল্যাথাম।

ভারত বনাম **নিউজিল্যান্ড**

দ্বিতীয় টেস্ট

সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : এমসিএ স্টেডিয়াম, পুনে
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে ব্যাটিং অনুশীলনে শান দিচ্ছেন রোহিত শর্মা। ছবি : এএফপি

আগ্রাসী ক্রিকেটই খেলবে ভারত

পিছিয়ে থেকেও বার্তা গম্ভীরের

পুনে, ২৩ অক্টোবর : কানপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার 'গামবল' দেখেছিল ক্রিকেট বিশ্ব। কিন্তু কয়েনের উলটোদিকে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪৬ রানে গুটিয়ে যাওয়ার লজ্জাও রয়েছে। রাত পেরোলেই পুনের এমসিএ স্টেডয়ামে দ্বিতীয় টেস্ট। সিরিজ বাঁচানোর লক্ষ্যে কিউয়িদের মুখোমুখি হতে চলেছে রোহিত শর্মা ব্রিগেড। টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যর গৌতম গম্ভীর অবশ্য জানিয়ে দিলেন, পুনেতেও ভারত আগ্রাসী খেলবে।

বেঙ্গালুরুতে প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে অল আউট হওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে সরফরাজ খান, ঋষভ পন্থরা চেষ্টা চালালেও ৩৬ বছর বাদে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট হার হজম করতে হয়েছিল রোহিতদের। সিরিজে পিছিয়ে থাকলেও আগ্রাসী ক্রিকেটের থিয়োরি থেকে সরে আসার ভাবনা নেই গম্ভীরের। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীর বলেছেন, 'কানপুরের পারফরমেন্স উপভোগ করলে আপনাকে বেঙ্গালুরুর হতাশাও মেনে নিতে হবে। কিন্তু ৪৬-এ অল আউট হওয়ার পরও আমরা টেস্ট জয়ের জন্য খেলেছি। আমরা এভাবেই আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে চাই। আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, টেস্ট জেতাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য। কেননা ড্র খুব বোরিং হয়। বেঙ্গালুরুতে দ্বিতীয় ইনিংসে আড়াই দিন ধরে ব্যাটিং করার চিন্তাভাবনা আমাদের ছিল না। আমাদের লক্ষ্য ছিল ম্যাচ কীভাবে বার করা যায়। সেদিন আর ১০০ রান বেশি করতে পারলে ফলাফল অন্যরকম হতেই পারত।'

প্রথম টেস্টে উইকেটকিপিংয়ের সময় হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। তবে বর্তমানে সম্পূর্ণ ফিট পন্থকেই আগামীকাল গ্লাভস হাতে দেখা যাবে, তা নিশ্চিত করে দিয়েছেন গম্ভীর। কাঁধের চোট সারিয়ে শুভমান গিলেরও প্রথম একাদশে ঢোকা সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু ম্যাচের আগেরদিন হাতের সব তাস দেখাতে রাজি হননি গম্ভীর।

শুভমান ফিরলে সরফরাজ ও লোকেশ রাহুলের মধ্যে একজনের বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বেঙ্গালুরুতে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫০ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলার পর সরফরাজকে বাইরে রাখা ম্যানেজমেন্টের পক্ষে কঠিন হবে। সেক্ষেত্রে কী লোকেশের উপরই কোপ পড়তে চলেছে? গম্ভীর অবশ্য ধোঁয়াশা বজায় রেখেছেন। বেঙ্গালুরু টেস্টের পর লোকেশের ফর্ম নিয়ে সমালোচনা চলছে। গম্ভীর অবশ্য লোকেশের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'সোশ্যাল মিডিয়া প্রথম একাদশ ঠিক করে না। সামাজিক মাধ্যমে কী বলা হচ্ছে বা বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন সেই অনুযায়ী আপনি দল নির্বাচন করতে পারবেন না, লিডারশিপ গ্রুপ কী মনে করছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। রাহুল যথেষ্ট ভালো ব্যাটিং করেছে। বিশেষত কানপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে কঠিন উইকেটে ও আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাটিং করেছিল। ম্যানেজমেন্ট সবসময় লোকেশের পাশে রয়েছে।'

পুনেতে কালো মাটির পিচ অপেক্ষা করছে দুই দলের জন্য। যেখানে প্রথম দিন থেকেই বল ঘোরার সম্ভাবনা রয়েছে। যারজন্য টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে ডানহাতি অফস্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর ঢুকেছেন। আগামীকাল কি সুন্দরকে প্রথম এগারোয় দেখা যাবে? গম্ভীরের জবাব, 'নিউজিল্যান্ড দলে তিন-চারজন বাঁহাতি ব্যাটার রয়েছে। আমাদের এমন একজনকে দরকার ছিল যে বাঁহাতি ব্যাটারদের ক্ষেত্রে বলটা বাইরে নিয়ে যেতে পারবে। প্রথম একাদশ ঠিক হয়নি। কিন্তু ওয়াশিংটন সবসময়েই ভালো বিকল্প।'

প্রস্তুতির ফাঁকে আড্ডায় বিরাট কোহলি ও গৌতম গম্ভীর। বুধবার।

অনুশীলনের পথে শুভমান গিল।

খেলায় আজ

২০১৮ : দ্রুততম হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের গণ্ডি টপকালেন বিরাট কোহলি। তাঁর লেগেছিল ২০৫ ইনিংস।

সংখ্যায় চমক

৩৪৪/৪

টি২০ আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক রানের রেকর্ড গড়ল জিম্বাবোয়ে। বুধবার গাম্বিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এই কীর্তি গড়েছে তারা। টি২০ আন্তর্জাতিকে দ্রুততম শতরানও (৩৩ বলে) করলেন জিম্বাবোয়ের সিকান্দার রাজা।

স্পোর্টস কুইজ

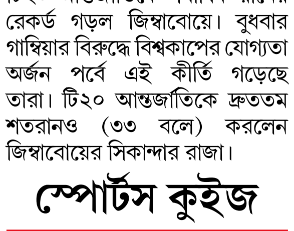

১. বলুন তো ইনি কে?

২. পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে এক ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন অনিল কুম্বলে। দশটি আউটই একজন আম্পায়ার দিয়েছিলেন। আম্পায়ারের নাম কি?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. নেইমার, ২. লালা অমরনাথ।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, অরিজিৎ মণ্ডল, নীলেশ সরকার, সুজন মোহন্ত, নির্মল সরকার, প্রবালকান্তি দে, সমরেশ বিশ্বাস, অদ্রিজ বর্মন, সবুজ উপাধ্যায়, অমৃত হালদার, তামান্না হোসেন, তারিফ হোসেন, ঋক বসু, স্বর্ণেন্দু, নীরাধিপ চক্রবর্তী, অসীম হালদার, অজয় বিশ্বকর্মা, অভিদীপ্ত বসু, সৌরভ দেব, কৌশভ দে, তয়ন পাল।

নয়া ওপেনিং জুটি, কিপিংয়ে ঋদ্ধি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : অকর্মন্যতা। নাকি চূড়ান্ত অপেশাদারিত্ব?

বৃষ্টির চোখরাঙানি ও ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'-র সম্ভাব্য দাপাদাপির কারণে শনিবার থেকে শুরু হতে চলা বাংলা বনাম কেরল ম্যাচের মাঠ বদলেছে। কল্যাণীর বদলে শনিবার থেকে মরশুমে বাংলার তিন নম্বর রনজি ট্রফি ম্যাচ হবে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে।

খবরটা এখন সবারই জানা। কিন্তু জানে না বাংলার প্রতিপক্ষ কেরল! গতকাল বিকেলে

কল্যাণীতে অনুশীলন কেরলের!

কলকাতায় পৌঁছানোর পর শচীন বেবিরা সরাসরি কল্যাণীতে গিয়ে হাজির হন। সেখানে আজ দুপুরে অনুশীলনও করেছে কেরল দল। অথচ, অনুষ্টুপ মজুমদারের বাংলা সকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ঘণ্টা তিনেক চুটিয়ে অনুশীলন করল। কেরলেরও তো একই মাঠে অনুশীলন করার কথা। তাহলে এমন অব্যবস্থা হল কেন? দায় কার?

কেরল দলের অন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, তারা জানতই না মাঠ বদলের বিষয়টি। তথ্য জানানোর দায় কার, বাংলা ক্রিকেট সংস্থা নাকি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের- তা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। যদিও কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হল, তা নিয়ে কোনও সদুত্তর মেলেনি। এমন অবস্থায় খানিকটা বিরক্তির সঙ্গেই কল্যাণীর মাঠে অনুশীলন করল কেরল দল। আগামীকাল সকালে কেরল দলের কলকাতায় হাজির হওয়ার কথা।

ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'-র আশঙ্কায় কভারে ঢেকে রাখা হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মাঠ।

বিহার ম্যাচে এক পয়েন্টের হতাশা ঝেড়ে কেরল ম্যাচ থেকেই নতুন শুরু করতে চাইছে টিম বাংলাও। ঘূর্ণিঝড় 'ডানা' যেন বাংলা-কেরল ম্যাচে প্রভাব না ফেলতে পারে, সেকথা মাথায় রেখে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ পুরো ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেলার দিকে বৃষ্টি শুরুর আগে পর্যন্ত সেখানেই আজ অনুশীলন করল বাংলা দল। প্রথম দুই ম্যাচে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন অভিষেক পোড়েল। ভারতীয় 'এ' দলে সুযোগ পাওয়ায় কেরল ম্যাচে তিনি নেই। তাই ঋদ্ধিমান সাহাকে ফের কিপিং গ্লাভস হাতে দেখা যাবে। উইকেটকিপার বদলের পাশে ওপেনিং জুটিও বদলে যাচ্ছে বাংলার। প্রথম দুই ম্যাচে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওপেন করেছিলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। কিন্তু অভিমন্যুও ভারতীয় 'এ' দলে সুযোগ পাওয়ায় বদলাচ্ছে বাংলার ওপেনিং জুটি। কেরল ম্যাচে সুদীপের সঙ্গে ওপেন করবেন শুভম দে। ফিটনেস সমস্যা কাটিয়ে অভিজ্ঞ জোরে বোলার ঈশান পোড়েল ফিট হয়ে উঠেছেন। উত্তরপ্রদেশ ও বিহার ম্যাচের স্কোয়াডে তিনি না থাকলেও কেরল ম্যাচে তিনিই বাংলা দলের বোলিং অধিনায়ক। মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ না থাকায় ঈশানের উপরই ভরসা করতে হচ্ছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্টকে। বেলার দিকে অনুশীলন শেষে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'ভারতীয় দলে আমাদের কয়েকজন ক্রিকেটার সুযোগ পাওয়ার ফলে কেরল ম্যাচের প্রথম একাদশে কিছু পরিবর্তন করতেই হবে। যারা রয়েছে, তাদের দিয়েই কাজ চালাতে হবে।'

সিএবি-র ম্যাচ পিছোনোর আবেদনে 'না' বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : চোখ রাঙাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ডানা। ইতিমধ্যেই হালকা বৃষ্টিও শুরু হয়েছে কলকাতায়। নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের কথা মাথায় রেখেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে আগামী শনিবার থেকে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হতে চলা বাংলা বনাম কেরলের রনজি ট্রফি ম্যাচ পিছোনোর আবেদন করেছিল বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝলেও সিএবি-র আবেদনে সাড়া দিচ্ছে না বিসিসিআই। জানা গিয়েছে, বাংলা বনাম কেরল ম্যাচ অন্তত একদিন পিছিয়ে দিতে গেলে রনজির বাকি ম্যাচেও তার প্রভাব পড়বে। তাই আপাতত সিএবি-র অনুরোধে 'না' বোর্ডের। রাতের দিকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'আমরা বাংলা-কেরল ম্যাচ অন্তত একদিন পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছিলাম বোর্ডের কাছে। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না বোর্ডের পক্ষে। আমাদের ম্যাচ পিছিয়ে দিতে গেলে রনজির বাকি সূচি বিঘ্নিত হবে। আপাতত কিছু করার নেই আমাদের।' স্বাভাবিকভাবেই বোর্ডের এমন সিদ্ধান্তে হতাশ সিএবি-র পাশে বাংলা ক্রিকেট দলও। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'বোর্ডের সিদ্ধান্ত আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

মেহেদির ব্যাটে বেঁচে বাংলাদেশ

মিরপুর, ২৩ অক্টোবর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বুধবার সারাদিন ব্যাট করে ইনিংসে হার বাঁচাল বাংলাদেশ। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ২৮৩/৭। এদিন বাংলাদেশের নায়ক মেহেদি হাসান মিরাজ (অপরাজিত ৮৭) ও জাকের আলি (৫৮)। দিনের শুরুতে একসময় বাংলাদেশের স্কোর ছিল ১১২/৬। আশঙ্কা ছিল ইনিংসে হারের। সেখান থেকে মিরাজ ও জাকেরের অর্ধশতরানের সৌজন্যে বাংলাদেশের লিড ৮১ রানের। তবে এদিন আলো কম থাকায় নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগেই ম্যাচ শেষ হয়ে যায়। সেইসঙ্গে বৃষ্টির কারণে লাঞ্চের পর এক ঘণ্টারও বেশি সময় খেলা বন্ধ ছিল।

দিনের শুরুটা অবশ্য ছিল একজনেরই। তিনি আফ্রিকার ফাস্ট বোলার কাগিসো রাবাদা (৩৫/৪)। দিনের শুরুতে রাবাদা বল করতে এলেই কাঁপুনি ধরে যাচ্ছিল বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ের। এদিনও দেখা গেল সেই একই ছবি। মঙ্গলবারের দুই অপরাজিত ব্যাটার মাহমুদুল হাসান জয় (৪০) ও মুশফিকুর রহিমকে (৩৩) দিনের চতুর্থ ওভারেই ফেরান রাবাদা। কিছুক্ষণ পরেই লিটন দাসকে (৭) ফিরিয়ে স্কোর ১১২/৬ করে দেন কেশব মহারাজ (১০৫/৩)।

তারপরই বাংলাদেশের হাল ধরেন মিরাজ-জাকের জুটি। মিরাজ কঠিন পরিস্থিতিতে ১৭১ বল খেলে নয়টি চার ও একটি ছয় দিয়ে নিজের ইনিংস সাজান। চলতি বছরে এটি মিরাজের চতুর্থ অর্ধশতরান। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন জাকের। শুরুর চাপ সামলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাট করেন তাঁরা। এমনকি রাবাদার বলে পুল শট খেলতেও দেখা যায় জাকেরকে। তিনি অর্ধশতরানে পৌঁছান ফাইন লেগে চার মেরে। অন্যদিকে, মিরাজ মূলত আক্রমণ করেন মহারাজকে। কভার এলাকা দিয়ে মহারাজকে চারটি বাউন্ডারি মারেন মিরাজ। সপ্তম উইকেটে মিরাজ-জাকের জুটি ১৩৮ রান জোড়েন। জাকের ফেরার পর নইম হাসানের সঙ্গে মিরাজ ৩৩ রানের জুটি গড়েন।

অর্ধশতরানের পর বাংলাদেশের মেহেদি হাসান মিরাজ। বুধবার।

ভারত ক্রিকেটের পাওয়ারহাউস, কামিন্সদের সতর্কবার্তা লি-র

সিডনি, ২৩ অক্টোবর : অপেক্ষা আর ঠিক এক মাসের। তারপরই ২২ নভেম্বর পারথে শুরু হয়ে যাবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। তার আগে আজ টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে প্যাট কামিন্সদের সতর্ক করে দিয়েছেন প্রাক্তন অজি জোরে বোলার ব্রেট লি। রোহিত শর্মার ভারতীয় দলকে ক্রিকেটের 'পাওয়ারহাউস' আখ্যা দিয়েছেন তিনি। অতীতে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট ও সিরিজ দুই জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। ফলে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের মাটিতে কীভাবে জিততে হয়, ভালোই জানেন রোহিতরা। তাই কামিন্সদের সতর্ক করে দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে একটু বেশি সিরিয়াস ক্রিকেট খেলার ডাক দিয়েছেন তিনি। ব্রেটের কথায়, 'শুধু আধুনিক ক্রিকেটেই নয়, বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারত ক্রিকেটের পাওয়ারহাউস। নিশ্চিতভাবেই সবচেয়ে বড় শক্তি। দুনিয়ার নানা প্রান্তে সাফল্যের মাধ্যমে সেকথা ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রমাণ করেছে।'

স্যর ডনের দেশে শেষ দুটি সিরিজও জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। আসন্ন সিরিজে টিম ইন্ডিয়া ফের জিতলে সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিক হবে। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে লি আজ অস্ট্রেলিয়ার ফক্স স্পোর্টস চ্যানেলে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ভারতীয় দল ম্যাচ জিততে জানে। নিজেদের দেশের মাটিতে তো বটেই, ওরা অস্ট্রেলিয়ায় ম্যাচ জেতার কৌশলও জানে। ফলে ভারতের মতো বৈচিত্র্যে ভরপুর, শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলা কখনোই সহজ নয়। প্যাট কামিন্সদের একটু বেশি সতর্ক থেকে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে নামতে হবে।' ১৯৯১-'৯২ সালের পর এই প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। আসন্ন সেই সিরিজ রীতিমতো আকর্ষণীয় হতে চলেছে বলেই মনে করছেন লি। প্রাক্তন অজি জোরে বোলারের কথায়, 'দুর্দান্ত একটা সিরিজের অপেক্ষায় রয়েছি। আমি নিশ্চিত, ব্যাট-বলের উপভোগ্য লড়াই দেখব আমরা।'

বেঙ্গালুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে আচমকাই হেরে গিয়েছেন রোহিত শর্মারা। সঙ্গে রয়েছে ৪৬ রানে অল আউটের লজ্জাও। এমন পারফরমেন্সের প্রভাব আগামীদিনে টিম ইন্ডিয়ার খেলায় পড়বে না বলেই মনে করছেন লি।

প্রাক্তন অজি পেসারের কথায়, 'দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, ভারত বেঙ্গালুরুতে নিজেদের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট নয়। ওরা যখনই এমন কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে, তখনই সেরা ক্রিকেট খেলে। হয়তো পুনে টেস্টেই আমরা সেটা দেখতে পাব। আর খোঁচা খাওয়া ভারতীয় দল আরও ভয়ংকর।'

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি

> ভারতীয় দল ম্যাচ জিততে জানে। নিজেদের দেশের মাটিতে তো বটেই, ওরা অস্ট্রেলিয়ায় ম্যাচ জেতার কৌশলও জানে। ফলে ভারতের মতো বৈচিত্র্যে ভরপুর, শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলা সহজ নয়।
>
> **ব্রেট লি**

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **অনর্ঘ মজুমদার** : আজকে তোমার জন্মদিনে স্বপ্ন রাশি রাশি, সারা জীবন কাটুক সুখে, মুখে ফুটুক হাসি। তোমার - **বাবা, মা, গদাইমামা, পিসি, পিসা, অতনু দাদা, বোন ও দাদা।**

তিনে তিন করে সেমিতে তিলকরা

আল আমিরাত, ২৩ অক্টোবর : পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে জয় বুধবার মাঠে নামার আগেই সেমিফাইনালের টিকিট এনে দিয়েছিল। এদিন চলতি এমার্জিং এশিয়া কাপে ওমানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় অলউইন রেকর্ড ধরে রাখল ভারত। শুক্রবার সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। এদিন টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে নেমে রশিক সালাম (২৩/১), নিশান্ত সিন্ধুরা (১২/১) ওমানকে ১৪০/৫ স্কোরে আটকে রাখে। নিশান্তদের যোগ্য সংগত করেন রামনদীপ সিং (২/১), রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর (২১/১) ও আকিব খান (৩৮/১)। ওমানের মহম্মদ নাদিম (৪১), হাম্মাদ মির্জা (অপরাজিত ২৮) ছাড়া কেউ বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি।

সহজ রানতাড়ায় অভিষেক শর্মা (৩৪) ও অনুজ রাওয়াতের (৮) ওপেনিং জুটি ভারতের জয়ের মঞ্চ গড়ে দেয়। পরে আয়ুষ বাদোনি (২৭ বলে ৫১) অধিনায়ক তিলক ভার্মা (অপরাজিত ৩৬), রামনদীপরা (১৩) দলকে জয় এনে দেন। ভারত ১৫.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৬ রান তুলে নেয়।

‘এ’ দলের কোচ সীতাংশু

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় ‘এ’ দলের কোচের দায়িত্ব পেতে পারেন সিতাংশু কোটাক। বর্তমানে তিনি জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্বে রয়েছেন। এর আগে জাতীয় দলে কোচিং স্টাফ হিসেবেও কাজ করেছেন সিতাংশু।

দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে বড় জয় রিয়ালের

ভিনির হাতেই ব্যালন দেখছেন আন্সেলোত্তি

মাদ্রিদ, ২৩ অক্টোবর : দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার পরও রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচটা যে দাপটের সঙ্গে জিতবে তা বোধহয় তাদের অতি বড় সমর্থকও ভাবতে পারেননি। প্রথমার্ধে চার মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল হজম। দ্বিতীয়ার্ধে মিনিট দুয়েকের ঝড়ে সমতা ফেরায় কার্লো আন্সেলোত্তির দল। রিয়াল ম্যাচ জিতল ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের হ্যাটট্রিকে। তিনিই জয়ের নায়ক। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে তারা হারাল ৫-২ গোলে।

ম্যাচের ৩০ ও ৩৪ মিনিটে পরপর দুটি গোল করে ডর্টমুন্ড। লক্ষ্যভেদ ডনিয়েল মালেন ও জেমি গিটেন্সের। রিয়াল ম্যাচে ফেরে ৬০ মিনিটে অ্যান্টোনি রুডিগারের করা গোলে। দুই মিনিটের ব্যবধানে আবারও বল জালে জড়ান ভিনিসিয়াস। বাকি দুটি গোলের একটি করেন ৮৬ মিনিটে দুর্দান্ত দক্ষতায়। অপরটি সংযুক্তি সময়ে। লস ব্লাঙ্কোসের হয়ে আরেকটি গোল লুকাস ভাস্কুয়েজের।

ভিনির দ্বিতীয় গোলের পরই এদিন উত্তাল হয়ে ওঠে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুয়ের গ্যালারি। যে উন্মাদনা চলল ম্যাচের শেষ বাঁশি বেজে যাওয়ার পরও। শোনা গেল চিৎকার, ‘ভিনিসিয়াস ব্যালন ডি’অর, ভিনিসিয়াস ব্যালন ডি’অর।’ অর্থাৎ এবারের ব্যালন ডি’অর দেওয়া হোক ব্রাজিলিয়ান তারকাকেই। ম্যাচ শেষে ভিনি বলেছেন, ‘আমাকে নিয়ে সমর্থকদের এই উন্মাদনা স্বপ্নের মতো। আমি চিরকাল মাদ্রিদেই থাকতে চাই। সমর্থকদের ফিরিয়ে দিতে চাই কিছু।’ রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তিরও বিশ্বাস এবার ব্যালন ডি’অর জিতবেন ভিনিসিয়াসই। বলেছেন, ‘আমার মনে হয় ভিনিসিয়াসই ব্যালন ডি’অর জিতবে। তবে সেটা আজ রাতের পারফরমেন্সের জন্য নয়। গত মরশুমে যা করেছে তার জন্য।’

হ্যাটট্রিকের পর উল্লাস রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফল

রিয়াল মাদ্রিদ	৫-২	বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
আর্সেনাল	১-০	শাখতার দোনেস্ক
প্যারিস সাঁ জাঁ	১-১	পিএসভি আইন্দহোভেন
মোনাকো	৫-১	রেড স্টার বেলগ্রেড
এসি মিলান	৩-১	ক্লাব ব্রাগ
জুভেন্তাস	০-১	ভিএফবি স্টুটগার্ট
স্টার্ম গ্রাজ	০-২	স্পোর্টিং লিসবন
জিরোনা	২-০	স্লোভান ব্রাতিস্লাভা
অ্যাস্টন ভিলা	২-০	বোলোগনা

এদিকে, শনিবার লা লিগায় মহারণ। এল ক্লাসিকো। তার আগে এমন একটা জয় দলকে আরও আত্মবিশ্বাসী করবে বলে মনে করেন আন্সেলোত্তি। ম্যাচ শেষে থিবো কুর্তোয়া বলেছেন, ‘প্রথমার্ধে আমরা সত্যিই ভালো খেলতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে নামার আগে আমরা আলোচনা করি নিজেদের মধ্যে। সেটাই কাজে দিয়েছে। এটাই রিয়াল মাদ্রিদ। প্রতিপক্ষও সেটা জানে।’

এদিন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে শাখতার দোনেস্ককে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। তবে আটকে গিয়েছে প্যারিস সাঁ জাঁ। পিএসভি আইন্দহোভেনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে লুইস এনরিকের দল।

মিশন অস্ট্রেলিয়ার ভাবনায় হঠাৎই পূজারা!

রনজি ট্রফিতে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে দ্বিশতরান করেছেন চেতেশ্বর পূজারা। এই পারফরমেন্স তাঁকে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির স্কোয়াডে জায়গা করে দিতে পারে।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ নিয়ে ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়া। বেঙ্গালুরুতে প্রথম টেস্টে হারের পর পুনেতে আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টে রোহিত শর্মারা ঘুরে দাঁড়াতে পারেন কি না, চলছে আলোচনা।

আর তার মধ্যেই আরও একটি আলোচনা, জল্পনা শুরু হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। সৌজন্যে চেতেশ্বর পূজারা। প্রায় দেড় বছর আগে শেষ টেস্ট খেলেছেন জাতীয় দলের হয়ে। মাঝের সময়ে টিম ইন্ডিয়ার বাইরেই থাকতে হয়েছে তাঁকে। এহেন পূজারা আচমকাই মিশন অস্ট্রেলিয়ার অঙ্কে ঢুকে পড়েছেন প্রবলভাবে। জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফিতে দ্বিশতরানের পরই

দল ঘোষণা হয়তো ২৮ অক্টোবর

পূজারাকে নিয়ে অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গৌতম গম্ভীরের আলোচনা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে পূজারার ফর্ম নিয়ে খোঁজখবরও নেওয়া হয়েছে। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগারকারের সঙ্গেও টিম ইন্ডিয়ার কোচ-অধিনায়কের আলোচনা হয়েছে বলে খবর। যদিও এখনও পূজারা নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি।

চেতেশ্বরের বয়স এখন ৩৬। ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপ ফাইনালে শেষবার জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। মাঝের সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশে ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেটও খেলেছেন তিনি। রানও করেছেন। যদিও সেটা টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনের জন্য যথেষ্ট মনে হয়নি জাতীয় নির্বাচকদের। এবারের ছবিটা সামান্য হলেও আলাদা। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পূজারার অতীত রেকর্ড বেশ ভালো। তাছাড়া ১০৩টি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে পূজারার। যা স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং লাইনকে ভরসা দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দুপুরের দিকে পূজারার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মিশন অস্ট্রেলিয়া নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে পূজারা বলেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার দলে আমি সুযোগ পাব কি না, জাতীয় নির্বাচকরা বলতে পারবেন। আমার কিছু বলার নেই।’

> অস্ট্রেলিয়ার দলে আমি সুযোগ পাব কি না, জাতীয় নির্বাচকরা বলতে পারবেন। আমার কিছু বলার নেই।
>
> **চেতেশ্বর পূজারা**

প্রায় দেড় বছর টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা টেস্টের তিন নম্বর ব্যাটার পূজারা নিজে কিছু বলতে না চাইলেও তাঁকে নিয়ে ভারতীয় দলের অন্দরে আলোচনা প্রবলভাবে চলছে। তাছাড়া বড় অঘটন না হলে আগামী ২৮ অক্টোবর মিশন অস্ট্রেলিয়ার দল নির্বাচন হওয়ার কথা। সেই দল নির্বাচনের আগেই পূজারার বিষয়টি নিশ্চিত করে ফেলতে চাইছেন রোহিতরা। পূজারা দলের বাইরে থাকার সময় শুভমান গিল তিন নম্বরে ব্যাটিং করছেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় শুভমানের অভিজ্ঞতা কম। সেই কারণে পূজারাকেও স্কোয়াডে রেখে অস্ট্রেলিয়া নিয়েও যাওয়ার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। শেষপর্যন্ত পূজারা টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়ায় সুযোগ পেলে নিশ্চিতভাবেই চমকপ্রদ ঘটনা হবে।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ঝাড়খণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : মহিলাদের ২৯তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা রাজমাতা জিজাবাই ট্রফিতে শিলিগুড়িতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হল ঝাড়খণ্ড। বুধবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে তারা ২-০ গোলে তেলেঙ্গানাকে হারিয়েছে।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার জন্য ঝাড়খণ্ডকে এদিনের ম্যাচ জিততেই হত। ঝাড়খণ্ড হেরে গেলে বা ম্যাচ ড্র হলে গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকায় মিজোরাম পরের রাউন্ডের টিকিট পেত। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে গত দুই ম্যাচের তুলনায় এদিন দর্শক সমাগম অনেকবেশি হয়েছিল। ফুটবলপ্রেমীদের হতাশ করেননি ৪-৩-৩ ফর্মেশনে নামা ঝাড়খণ্ডের মেয়েরা। শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় তারা। একের পর এক আক্রমণ তুলে আনে ঝাড়খণ্ড। ৩৭ মিনিটে দুরন্ত হেডে ঝাড়খণ্ডকে এগিয়ে দেন সুনীতা মুন্ডা। প্রথমার্ধে স্কোরলাইনে আর কোনও পরিবর্তন হয়নি।

বিরতির পর আক্রমণের চাপ বাড়ায় ঝাড়খণ্ড। যার ফলে দ্বিতীয় গোলের জন্য তাদের বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। ৫২ মিনিটে ২-০ করেন অমীশা বাখলা। ম্যাচের বাকি সময়ে গোলসংখ্যা না বাড়লেও ঝাড়খণ্ডের জয় আটকায়নি। ম্যাচের সেরা হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মিডফিল্ডার অনুষ্কা কুমারী।

হেডে গোল করার পথে ঝাড়খণ্ডের সুনিতা মুন্ডা। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

জয়ের পর মাঠেই ঝাড়খণ্ড একপ্রস্থ সেলিব্রেশনে মেতে ওঠে। তবে তাদের কোচ পরস কারমালি বলেছেন, ‘পরবর্তী রাউন্ডগুলিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে আমাদের। তাই ট্রফি জিতেই পুরোদস্তুর সেলিব্রেশন করব আমরা।’ উদ্যোক্তাদেরও কুর্নিশ জানিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের কোচ।

প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজনে সাহায্য করার জন্য শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট, তিনটি দল, এআইএফএফ, আইএফএ ও শিলিগুড়ির ফুটবলপ্রেমীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ফুটবলসচিব সৌরভ ভট্টাচার্য। বলেছেন, ‘এআইএফএফ যদি প্রতিযোগিতার পরবর্তী ধাপ শিলিগুড়িতে দিতে চায় তাহলে আমরা আয়োজনের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।’

জার্মানির কাছে হকিতে হার হরমনপ্রীতদের

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : দুই ম্যাচের সিরিজের প্রথম ম্যাচে জার্মানির কাছে ০-২ গোলে হারল ভারতীয় হকি দল। ২০১৪ সালের পর প্রথমবার আন্তর্জাতিক হকির আসর বসল নয়াদিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে। প্যারিস অলিম্পিকে রুপোজয়ী জার্মানি ম্যাচ শুরুর ৪ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায়। গোল করেন হেনরিক মার্টগেনস। ৩০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন জার্মান অধিনায়ক লুকাস উন্ডফেডার। সিরিজ বাঁচানোর জন্য বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতকে জিততেই হবে। ভারতের কোচ গ্রেগ ফুলটন ২০২৬ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের আগে দলে ‘নতুন কোর গ্রুপ’ তৈরি করার কথা জানিয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যে এদিন অভিষেক হল মিডফিল্ডার রাজিন্দার সিং ও স্ট্রাইকার আদিত্য অর্জুন লাগালের।

ঋষভকে ছাড়ছে দিল্লি, রাহুলে না লখনউয়ের

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : আগামী আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সিতে কি দেখা যাবে ঋষভ পন্থকে? ২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলামের আগে এই উইকেটকিপার-ব্যাটারকে নিয়ে জল্পনা অব্যাহত। কয়েকদিনের মধ্যে আইপিএলের প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে রিটেনশনের তালিকা জমা দিতে হবে। দিল্লি চাইছে ঋষভকে রিটেইন করতে। কিন্তু মূল সমস্যাটা অন্য জায়গায়। দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকানা রয়েছে জেএসডব্লিউ ও জিএমআর গ্রুপের হাতে। দল পরিচালনার ক্ষেত্রে দুই পক্ষ এক অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক একটি পক্ষ দুই বছর করে দলের দায়িত্ব সামলাবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী দুই বছর জিএমআর গ্রুপের হাতে দিল্লির দায়িত্ব থাকবে। এই দুই বছর দিল্লির মহিলা দলের দায়িত্ব থাকবে জেএসডব্লিউ গ্রুপের হাতে। সূত্রের খবর, জিএমআর গ্রুপ ঋষভকে রিটেইন করলেও অধিনায়ক হিসেবে চাইছে না। ইতিমধ্যে এই নিয়ে ঋষভ ও দিল্লি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে বৈঠকও হয়েছে। অধিনায়কত্ব না পেলে দল ছাড়তে চান এই তারকা ব্যাটার।

দল ছাড়ার জল্পনা উসকে দিয়ে ঋষভ নিজেই সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি জানতে চেয়েছেন, নিলামে উঠলে

আইপিএলে বড় রদবদল

সর্বাধিক কত দাম পেতে পারেন? ঋষভকে নিয়ে এই জল্পনার মাঝেই ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংস। আরসিবি আগামী মরশুমে ফাফ ডুপ্লেসিকে অধিনায়ক হিসেবে রাখতে চাইছে না। সেক্ষেত্রে ঋষভ নিলামে উঠলে তাঁর জন্য ঝাঁপাতে পারে বেঙ্গালুরুর ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। পাঞ্জাব কিংসও এই বাঁহাতি তারকাকে নিয়ে আগ্রহী। এবারে তাদের কোচের দায়িত্বে রয়েছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক রিকি পন্টিং। পন্টিং আগে দিল্লিতে ঋষভের সঙ্গে কাজ করেছেন। ফলে পাঞ্জাবের রাডারেও এই উইকেটকিপার রয়েছেন। সূত্রের দাবি, শ্রেয়স আইয়ারকে মেগা নিলামের আগে না-ও রিটেইন করতে পারে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেক্ষেত্রে ঋষভ কেকেআর ম্যানেজমেন্টেরও নজরে রয়েছেন।

এদিকে, লখনউ সুপার জায়েন্টস আগামী মরশুমে তাদের অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে রিটেইন করছে না। বিভিন্ন রিপোর্টের দাবি, লখনউয়ের মেন্টর জাহির খান ও কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার গত মরশুমে রাহুলের পারফরমেন্সে খুশি নন। ফলে তাঁকে এবার মেগা নিলামে দেখা যাবে। এদিকে রাহুলের পরিবর্তে ঋষভকে দলে নিয়ে তাঁকেই অধিনায়ক করতে চাইছে লখনউয়ের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

মহমেডানের সঙ্গে বৈঠকে এফএসডিএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে গ্যালারিতে অশান্তির জেরে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার শাস্তির মুখে পড়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বুধবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এফএসডিএল ও পুলিশের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মহমেডান কর্তারা। মহমেডান সচিব ইশতিয়াক আহমেদ রাজু জানিয়েছেন, পরবর্তী ম্যাচগুলিতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, তারজন্য পুলিশি নিরাপত্তার দিকে বাড়তি জোর দেওয়া হচ্ছে। গ্যালারিতে যাতে বাজি, স্টিক, জলের বোতল নিয়ে কেউ ঢুকতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে বলেই জানিয়েছেন তিনি পাশাপাশি সমর্থকদেরও আরও সংযত থাকার আবেদন করেছেন মহমেডান সচিব।

এদিকে, মহমেডানের নজর এখন হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের দিকে। ২৬ তারিখ ঘরের মাঠে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। লিগ তালিকায় মহমেডানের ঠিক পরেই হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদ ম্যাচ দিয়ে জয়ে ফিরতে মরিয়া মহমেডান।

চোট-আঘাতে ধোঁয়াশায় বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : দলের বেশ কিছু জায়গায় মেরামত প্রয়োজন। হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের আগে সেই জায়গাগুলোতেই জোর দিচ্ছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কোচ হোসে মোলিনা। এরই মাঝে সবুজ-মেরুন শিবিরে কি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে চোট-আঘাতের সমস্যা?

বুধবার অনুশীলনের শেষদিকে বেশ কিছুক্ষণ পায়ে বরফ বেঁধে বসে থাকতে দেখা গেল আশিস রাইকে। এছাড়া মাঠ ছাড়ার সময় সামান্য খোঁড়াচ্ছিলেন জেমি ম্যাকলারেন।

অনুশীলনে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের সঙ্গে আলবার্তো রডরিগেজ।

এদিকে, মঙ্গলবার অনুশীলন শেষে হাঁটুতে বরফ বেঁধে মাঠ ছেড়েছিলেন আপুইয়া। এদিনও মাঠ ছাড়ার সময় অল্প খোঁড়াতে দেখা গেল তাঁকে। যদিও তাঁদের কারও চোটই তেমন গুরুতর নয় বলে খবর। পাশাপাশি আরও একটা স্বস্তির জায়গা, হায়দরাবাদ ম্যাচের আগে বেশ কিছুটা সময়ও রয়েছে।

এদিকে, কমবেশি প্রতিটা ম্যাচেই মাঝমাঠে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন আপুইয়া। নিঃশব্দে নিজের কাজটা করে যাচ্ছেন। কাজেই কোনওক্রমে তাঁকে না পাওয়া গেলে চিন্তা বাড়তে পারে সবুজ-মেরুন থিংকট্যাংকের। যদিও বাগান টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি, তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। এদিকে, আশিস রাই পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় শেষ দিকে অনুশীলন করেননি। বরফ বেঁধে বসেছিলেন। তবে সিচুয়েশন প্র্যাকটিসে ছিলেন তিনি। ম্যাকলারেনেরও কোনও চোট নেই বলে দাবি করা হচ্ছে।

e-TENDER

e-Tender notice has been floated by the undersigned for ‘Painting work of Administrative Building’. e-NIT No.: KGTM/eNIT/24-25/20 (2nd Call) dated 23.10.2024. For details please visit **http://wbtenders.gov.in. / www.kgtm.in**

Tender id: 2024_DHE_764482_1

Sd/- Principal,
K.G.T. Mahavidyalaya, Bagdogra

সন্ধান চাই

উপরোক্ত ফোটো সল্টলেক-নিউটাউন নিবাসী অল্প মানসিক ভারসাম্যহীন কল্লোল দাসের। বয়স : 56 বছর। গত ২১/১০/২৪-এ শিলিগুড়ি-প্রধাননগর থেকে নিখোঁজ। কোনও দয়ালু ব্যক্তি সন্ধান পেলে বর্তমান ফোনে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানাই। ফোন : 9230076624, 8617700126, 9830092892.

দ্রুত খারাপ সময় বদলাতে উদ্যোগী ব্রুজোঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : প্রথম ২০ মিনিটে অন্তত ৩ গোলে এগিয়ে যাওয়ার কথা। সেখানে ১-২ গোলে ছয় নম্বর ম্যাচ হেরে একরাশ লজ্জার সম্মুখীন দল। স্বাভাবিকভাবেই সমর্থকরা লজ্জিত ও অখুশি। কিন্তু তিনি তো কোচ! তাই এরইমধ্যে সদর্থক দিকগুলো দেখার চেষ্টা করছেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হতে চলেছে সেকথা গোপন করেননি তিনি। রয় কৃষ্ণার গোলের পর দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরালেও শেষপর্যন্ত আনোয়ার আলির মাথার উপর দিয়ে মৌরতাদা ফল হেড করে দ্বিতীয় গোল করেন। আর সেই গোল শোধ করতে পারেননি লাল-হলুদ ফুটবলাররা। ম্যাচ প্রসঙ্গে বিশদে বলতে গিয়ে ব্রুজোঁর মন্তব্য,

আজ থিম্পু যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল

ম্যাচের পর তাঁকে টেলিভিশনের পর্দায় ধরা হলে বেশ বিব্রত হয়ে লাল-হলুদ কোচকে বলতে শোনা যায়, ‘জানি না, কী বলব! গোলমুখে ব্যর্থতা আর ডিফেন্সের কিছু ভুলেই ম্যাচটা হেরে ফিরতে হচ্ছে। অথচ এই ম্যাচে আমার ছেলেরা যা খেলেছে তার জন্য আমার গর্বিত হওয়ার কথা।’ আপাতত এই দুই রোগ সারানোই যে ‘আমার দলই বেশি ভালো খেলেছে। বেশিরভাগ সুযোগই আমার ছেলেরা তৈরি করেছে। ওড়িশা এফসি যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয় এই ম্যাচে। টানা তিন-চারটি পাসও খেলতে পারেনি। বরং আমাদের ভুলের অপেক্ষায় থেকেছে। ওরা অল্প যে কয়েকটা সুযোগ পেয়েছে তার মধ্যে দুটি কাজে লাগিয়ে ফেলে। তাছাড়া কৃষ্ণা বল

জয়ের রাস্তা খুঁজে বের করাই চ্যালেঞ্জ অস্কার ব্রুজোঁর।

পায়ে প্রচণ্ড গতিময়। ও আমাদের লেফট ব্যাক ও স্টপারের মাঝে জায়গা বার করে গোল করে ফেলে।’

এই জায়গা ছাড়াও শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছেন ব্রুজোঁ। ওড়িশার বিরুদ্ধে প্রথম ১৫-২০ মিনিট যে প্রেসিং ফুটবল দল খেলেছে সেটাকেই আরও বাড়াতে চাইছেন তিনি। ম্যাচের পর সাজঘরে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে এসবই বুঝিয়েছেন ফুটবলারদের। এদিনও যাঁরা খেলেননি তাঁদের নিয়ে কলকাতায় ফেরার আগে হোটেলের সুইমিং পুল ও জিমে সময় কাটান নতুন ফিজিকাল ট্রেনার। এদিন ফিরে বৃহস্পতিবারই এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ খেলতে থিম্পু রওনা দিচ্ছে গোটা দল। সেখানে কৃত্রিম ঘাসের মাঠে অনুশীলন ও খেলা বলে খানিকটা চিন্তাও রয়েছে কোচ ও কোচিং স্টাফদের। আইএসএলের পরবর্তী ম্যাচ ৯ নভেম্বর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে। এই মাঝের সময়টা কাজে লাগাতে চান ব্রুজোঁ। তাঁর বক্তব্য, ‘আমি সবে এসেছি। আমার ভাবনাগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে ওদের একটু সময় লাগবে। কিন্তু বেশি অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। এখন তাৎক্ষণিক ফল দরকার। কারণ আইএসএলের এক-চতুর্থাংশ শেষ হয়ে গিয়েছে। ছয় ম্যাচের পর আমাদের পয়েন্ট কিন্তু শূন্য।’ এই এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের ম্যাচগুলোকে তিনি মুখে যাই বলুন না কেন, আদতে প্রস্তুতি হিসাবেই দেখছে ইস্টবেঙ্গল। আসল লক্ষ্য আইএসএলের প্লে-অফ। তার জন্য প্রাথমিকভাবে ছয়ে থাকতে হবে। আর তার জন্য বাকি ১৮ ম্যাচের অন্তত দশটায় জিততে হবে বলে মনে করেন তিনি। সমর্থকদের উদ্দেশে ব্রুজোঁর আবেদন, ‘আমাদের উপর বিশ্বাস রাখুন। আমি পরের মরশুম বা জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোর কথা বলছি না। আমরা খুব শীঘ্রই পরিস্থিতির বদল করব।’ থিম্পুতে ভালো কিছু করলে হয়তো সেই বদলের প্রক্রিয়া সেখান থেকেই শুরু হবে বলে সমর্থকদেরও বিশ্বাস।

এদিকে, আনোয়ারের বিষয়ে সভা আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হল।

বাংলাদেশের কাছে হার

কাঠমান্ডু, ২৩ অক্টোবর : মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে ৩-১ গোল হার ভারতের মেয়েদের। সেমিফাইনালে খেলা আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছিল ভারতের মহিলা দল। লক্ষ্য ছিল গ্রুপ শীর্ষে থেকে শেষ চারে মাঠে নামা। সেই লক্ষ্য পূরণ হল না বালা দেবীদের। এদিন ম্যাচের চারটি গোলই হল প্রথমার্ধে।

১৩ গোলে জয় ভারতের

চোনবুরি, ২৩ অক্টোবর : ব্রুনেই দারুসালামকে ১৩ গোল ভারতের। গোল করলেন ১১ ফুটবলার। অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম ম্যাচে ১৩-০ গোলে জয় ভারতের। হ্যাটট্রিক বিশাল যাদবের। স্কোরশিটে নাম তোলেন মোট ১১ ফুটবলার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন সিকিম-এর এক বাসিন্দা

পাকিয়ং, সিকিম - এর একজন বাসিন্দা বিনু রাই - কে 14.06.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 90A 81644 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনে যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করা অত্যন্ত একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার। এই আনন্দের মুহূর্তটি ভাষায় ব্যক্ত করা খুবই কঠিন, এটি একটি জীবন পরিবর্তনকারি ঘটনা। আমি ডিয়ার লটারি ও সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এমন একটি অত্যন্ত সুন্দর সুযোগ প্রদান করার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।